ADB

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

SEIP
Skills for Employment Investment Program







EMPOWERING JOURNEY

THE TRIUMPHS OF SEIP FEMALE TRAINEES



Skills for Employment Investment Program (SEIP)

Finance Division, Ministry of Finance

A SEIP Publication

Time of publication
December 2023

Creative Design
Khondoker Lekhon

Computer Support
Md. Pear Hossain
Md. Noruzzaman Hossen
Subrina Momtaj Mukta

Assistance & Printed by
Barnamala Communication Limited

Advisor

Dr. Md. Khairuzzaman Mozumder
Secretary, Finance Division
Ministry of Finance &
National Project Director, SEIP

Editor

Fatema Rahim Veena
Additional Secretary &
Executive Project Director, SEIP
Finance Division, Ministry of Finance

Associates

Md. Ruhul Amin
Deputy Secretary &
Assistant Executive Project Director, SEIP

Anarul Kabir
Deputy Secretary &
Assistant Executive Project Director, SEIP

Asma Ara Begum
Deputy Secretary &
Assistant Executive Project Director, SEIP

Bhuiyan Mohammed Rezaur Rahman Siddique
Deputy Secretary &
Assistant Executive Project Director, SEIP

Md. Abul Kalam Azad
Additional Deputy Comptroller & Auditor General &
Assistant Executive Project Director, SEIP

Contributors

Riad Mashrub Shourov
Quality Assurance Officer, SEIP

Md. Sultan Al Maruf
Quality Assurance Officer, SEIP

Silvia Parveen Dalia
Project Officer, SEIP



ADB

SEIP
Skills for Employment Investment Program



"I believe sustainable future of our planet is a shared responsibility of our women and men. We've arrived at a time in our history when gender equality is no longer an aspiration, but a real possibility everywhere."

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina said, while receives 'Planet 50-50 Champion' and 'Agent of Change Award'



বাণী

বাংলাদেশ তার উন্নয়ন যাত্রায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এই অগ্রগতি বিভিন্ন সামাজিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিশেষত নারীর ক্ষমতায়নে স্পষ্ট প্রতীয়মান। নারীর ক্ষমতায়ন সামাজিক অগ্রগতি পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে পরিগণিত হয়। বর্তমান সরকারের নারীবান্ধব অবস্থান সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর সমান অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, ফলে সর্বক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন দৃশ্যমান। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাজে এখনো নারীর অধঃস্তনতা পরিলক্ষিত হয়।

সরকার এবং ADB'র যৌথ অর্থায়নে এবং অর্থ বিভাগের আওতায় অনন্য প্রকল্প "স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)" শিল্পে উৎপাদনশীলতা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে জেন্ডার ভারসাম্যের গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে SEIP প্রকল্প কর্মশক্তি বাজারে যোগান দিয়েছে এবং তার ৩১% নারী। উপরন্তু সফল প্রশিক্ষণার্থীদের ৭১% এর জন্য লাভজনক কর্মসংস্থান সুরক্ষিত করার লক্ষ্যও বাস্তবায়ন করতে পেরেছে। জেন্ডার সমতার প্রতি SEIP'র অঙ্গীকার তার জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান দ্বারা পরিচালিত, যেখানে নারীদের কার্যকর প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে SEIP দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই বইটিতে ৩০ জন নারী প্রশিক্ষণার্থীর অনুপ্রেরণামূলক অগ্রযাত্রার গল্প রয়েছে, যারা SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। এই নারীরা কেবল আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনই করেননি, অন্যদের জন্য আশার আলোও হয়ে উঠেছেন। SEIP'র প্রশিক্ষণ জেন্ডার ভারসাম্য নিশ্চিতকরণ এবং ঐতিহ্যগত মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রকল্পটি বাংলাদেশের নারীদের অগ্রগতির সাক্ষ্য হিসাবে পরিগণিত এবং এ অগ্রগতিতে SEIP'র ভূমিকা অনন্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

(ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার)
সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, SEIP



Message

Bangladesh has made remarkable strides in its development journey, notably leaving an imprint on the global stage. This progress is evident in various social arenas, particularly in education, health, and notably in women's empowerment. The latter stands as a crucial factor in gauging social advancement. The current government's pro-women stance has played a significant role in promoting equal participation of women across societal sectors, leading to their widespread presence. However, we agree that despite notable advancement, there are some areas where female subordination still persist.

The Skills for Employment Investment Program (SEIP), an unique project of Finance Division supported by Government of Bangladesh and Asian Development Bank (ADB) has been instrumental in promoting industrial productivity through skill-based training. Recognizing the importance of gender balance in economic growth, SEIP has achieved the target of around 8 lac trainees, of which 31% is female. Additionally, it has attained the goal of securing gainful employment for 71% of its graduates. SEIP's commitment to gender equality is further evidenced by its comprehensive Gender Action Plan (GAP), which includes various awareness initiatives to ensure the effective training and job placement of women.

In a significant contribution to developing skilled manpower, SEIP has prioritized empowering women through skills training, adding a new facet to the program. This book chronicles the inspiring journeys of 30 female trainees who, through SEIP's training, have triumphed over poverty, social discrimination, and persecution. These women have not only achieved self-reliance but also become beacons of hope for others. SEIP's training has been pivotal in promoting gender equality and challenging traditional mindset. The program stands as a testament to the progress of women in Bangladesh, showcasing SEIP's role in facilitating this advancement.

(Dr. Md. Khairuzzaman Mozumder)
Secretary
Finance Division, Ministry of Finance &
National Project Director, SEIP

সম্পাদকের কথা



বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় নারীর জন্য দক্ষতা বিনিয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সনাতন ধ্যান ধারণায় নারীর কারিগরি দক্ষতার বিষয়টিকে কখনো কখনো অবহেলা করা হয়। ফলে এ ধরণের প্রশিক্ষণে সীমিত অংশগ্রহণের কারণে নারী অসহায় ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু বাংলাদেশে এ চিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রোল মডেল হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার দেওয়া শুধুমাত্র একটি শিক্ষার অগ্রাধিকার নয়; এটি দেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি কৌশলগত বিনিয়োগ। স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) বাংলাদেশ সরকারের একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। এই প্রকল্প প্রমাণ করেছে নারীরা প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালনে দ্রুত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে এবং কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। SEIP প্রকল্প উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন খাতে নারীদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। প্রকল্পের ৩১ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ এবং ৭১ শতাংশ চাকরির সুযোগ পাওয়ার হার অর্জিত হয়েছে। এই প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য ছিল প্রশিক্ষণে ৩০ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং কর্মবাজার চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও অপ্রথাগত পেশায় নারীর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।

বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) এর যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পটি দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারীর দৃশ্যমান ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করেছে। গত এক দশক ধরে SEIP প্রকল্প অগণিত নারীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে যারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে জীবনে অসাধারণ উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। এইসব সফল নারীর কথা আমাদের শোনা উচিত এবং তাদের অদম্য শক্তির স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত। সংগ্রামী এই নারীদের সাফল্যের গল্প সবার সামনে তুলে ধরার জন্য ৩০ জন ব্যতিক্রমী সেরা নারী প্রশিক্ষণার্থীকে বাছাই করা হয়েছে যারা তাদের পেশাগত ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে স্ব স্ব পরিবারের স্বাবলম্বিতা অর্জন করেছে। পিছিয়ে পড়া নারীরা প্রশিক্ষণ পেয়ে আশ্চর্য ক্ষমতায় স্বনির্ভর হয়েছেন ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শক্ত হাতে হাল ধরে পরিবারের অগ্রযাত্রায় অবদান রেখেছেন। এক্ষেত্রে তারা অন্য নারীদের আলোকবর্তিকা হয়ে SEIP প্রকল্পে ইতিবাচক প্রভাবকের ভূমিকা পালন করছেন।

Empowering the Journey - The Triumphs of SEIP Female Trainees শীর্ষক বই-এ অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলো স্বপ্নজয়ী নারীদের সংগ্রাম এবং সাফল্যের চিত্র তুলে ধরেছে বলেছে বৃত্ত ভাঙ্গার গল্প। এ প্রকাশনার মাধ্যমে আমরা শুধু তাদের সাফল্য উদযাপনই করছি না, একই সাথে তাদের গল্প আশার আলোকবর্তিকা হয়ে অন্য নারীদের অনুপ্রাণিত করবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সমাজে গভীর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছেন এমন ৩০ জন অদম্য নারীকে স্বীকৃতি প্রদান করতে পেরে SEIP গর্বিত। তাদের গল্পগুলো দক্ষতা বিকাশের সম্ভাবনার শক্তিশালী প্রমাণ হিসাবে কাজ করবে এবং সাম্য ও সমতায় সমৃদ্ধ এক ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করতে অনুপ্রাণিত করবে।

(ফাতেমা রহিম ভীনা)
অতিরিক্ত সচিব
নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক, SEIP
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

EDITOR'S REMARK



Investing in women's skills carries immense importance for the progress of Bangladesh's progress. Unfortunately, outdated stereotypes often limit their perceived abilities in technical fields. This lack of access to training renders many women vulnerable to economic hardship. The scenario is already changed and Bangladesh has emerged as a role model for woman's empowerment in many areas. Under the dynamic leadership of the honorable Prime Minister Sheikh Hasina, significant strides have been made in empowering women in Bangladesh.

Prioritizing female participation in skills development is not just an educational issue; it's a strategic investment in the nation's future. The Skills for Employment Investment Program (SEIP), a government initiative, has proven that women excel in technical roles and can contribute meaningfully to the workforce. SEIP has met its target of training women in high-demand sectors, achieving 31% female participation and a 71% job placement rate. The program targets a minimum 30% female enrollment and offers courses tailored to meet market needs, including non-traditional options.

The collaborative efforts between the Government of Bangladesh and the Asian Development Bank have significantly empowered women through skills development and job placement. Over its 10 years, SEIP has supported countless women, many of whom have overcome challenges with remarkable resilience and determination. The voices of these women must be heard. The indomitable spirit of these brave women should be acknowledged. To showcase their stories, we've chosen 30 exceptional female trainees who have demonstrated remarkable strength and transformation in their professional fields. Their journeys illustrate the profound impact of SEIP, transforming vulnerable girls into empowered, self-sustaining women who can now lead and inspire their families.

Their stories, documented in the report Empowering the Journey - The Triumphs of SEIP Female Trainees chronicle the struggles and triumphs of these women on their path to professional success. This publication celebrates their achievements and serves as a beacon of hope, motivating others to pursue their aspirations with conviction.

SEIP takes pride in recognizing these 30 extraordinary women who have made a profound impact on society. Their stories serve as a powerful testament to the potentials of skills development and inspire us all to work towards a more equitable future.

(Fatema Rahim Veena)
Additional Secretary &
Executive Project Director, SEIP
Finance Division, Ministry of Finance

সূচিপত্র

	বিবরণ	পৃষ্ঠা		Description	Page
১.	বৃত্ত ভাঙার গল্প	01	1.	Against the odds!	02
২.	নেমন্তন্ন খাবার ঘরের নিলুফার কথা	03	2.	Nelofa's tale of the Nemontotonno Khabar Ghor	04
৩.	জীবনযুদ্ধে এক অপরাজিতা রাশিদা	05	3.	Rashida won the battle of life	06
৪.	কুলসুম এক সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা	07	4.	Kulsum is a promising entrepreneur	08
৫.	তানিয়া পেয়েছেন স্বপ্নের সিঁড়ি	09	5.	Tania has discovered the path to her dream	10
৬.	সোহাগী এক অদম্য জয়িতার নাম	11	6.	Sohagi an invincible achiever	12
৭.	বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সন্তানের লড়াকু মায়ের গল্প	13	7.	The struggle of a mother of mentally-challenged child	14
৮.	খুকুমনি পরিবারে এনেছে আলো	15	8.	Khukumoni brought light to her family	16
৯.	হীরা চাকমা এক সৈনিকের নাম	17	9.	Hira is the name of a soldier	18
১০.	বিদ্যুৎ আপা নিলুফা	19	10.	Biddyut Apa Nilufa	20
১১.	হেরে যাননি নদী	21	11.	Nadi could not be defeated	22
১২.	মেধাবী মোহনার এগিয়ে যাওয়ার গল্প	23	12.	The story of the brilliant Mohona moving forward	24
১৩.	চন্দ্রার স্বপ্ন আর স্বপ্ন নয়	25	13.	Chandra's dream is no more a dream	26
১৪.	পাওলিনা এখন আলোর কারিগর	27	14.	Paulina a beacon of light	28
১৫.	সাবিনার এগিয়ে যাওয়া	29	15.	Sabina still standing strong	30
১৬.	পিয়ার রসুই ঘরের গল্প	31	16.	A tale of Piya's cuisine	32
১৭.	কথা রানী কথা রেখেছেন	33	17.	Kotha Rani can keep her wards	34
১৮.	সফল উদ্যোক্তা রেজবিন	35	18.	Razbin a successful enterpreneur	36
১৯.	স্নিগ্ধার গল্পঃ সংগ্রাম থেকে সাফল্য	37	19.	Snigdha's Story: Hardship to hope	38
২০.	উদ্যোক্তা শাকিলা এখন পরিবারের আস্থা	39	20.	Enterpreneur Shakila leads the family	40
২১.	পিতৃহীন মাঞ্জুমারা ধরেছেন পরিবারের হাল	41	21.	Orphan Manjumara steers the family	42
২২.	স্বপ্নজয়ী শাকিলা	43	22.	Shakila the dream winner	44
২৩.	শরিফার কঠোর পরিশ্রম সফল হয়েছে	45	23.	Sharifa got the reward of hard work	46
২৪.	দক্ষতার উন্নয়ন এনেছে শারমিনের সাফল্য	47	24.	Skill development brought Sharmin's success	48
২৫.	দারিদ্রের নিষ্ঠুরতা দমাতে পারেনি পাপিয়াকে	49	25.	Scourage of poverty could not stop Papia	50
২৬.	বৈশাখীর পরিবার এখন অভাবমুক্ত	51	26.	Baishakhi is now self sustaining	52
২৭.	কোন বাধা শাকিলাকে দমাতে পারেনি	53	27.	Shakila's indomitable spirit	54
২৮.	সামিজিক প্রতিবন্ধকতার দেয়াল ভেঙে তানিয়া এখন ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর	55	28.	Tania's transforamative role as a driving isntructor	56
২৯.	একজন স্বাধীন ও সফল নারী রুম্পা	57	29.	An indepedent and successful woman Rumpa	58
৩০.	স্বপ্নের সোপানে মলিজা	59	30.	Maliza ascends towards her dream	60

Empowering JOURNEY

the triumphs of SEIP Female Trainees

সাফল্যগাথা-১

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	সালমা আক্তার
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	0500042503
প্রশিক্ষণ কোর্স	Masonry
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	RISDA Institute of Technolgy (RIT)
প্রশিক্ষণদাতা	Bangladesh Association of Construction Industry (BACI)
বয়স	২৮ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-১; ট্রাঞ্চ-৩
মাসিক আয় (টাকা)	৩৫,০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	এসএসসি
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	আত্ম-কর্মসংস্থান



বৃত্ত ভাঙার গল্প

সালমা ১৯৯৫ সালে ঢাকার সাভার উপজেলার অন্তর্গত বিরুলিয়া গ্রামের কালিয়াকৈরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুব অভাবী পরিবার থেকে এসেছেন। ৫ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে সালমা মধ্যে কনিষ্ঠ। তার ভাই-বোনেরা সবাই নিজ নিজ সংসারে নিজেদের পরিবারের সাথেই বসবাস করছেন। সালমা বাবা-মার সাথেই থাকেন। শৈশব থেকে তিনি স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে বড় না হয়ে বামন (Dwarf) হয়ে উঠেছেন। বর্তমানে তার বয়স ২৮ বছর। ভাই-বোনরা বিয়ে করে সংসারী হলেও সালমার শারীরিক অক্ষমতার কারণে সমাজে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো। পড়ালেখার সময় তিনি বিভিন্ন ধরনের বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। বামন কন্যার ভবিষ্যৎ নেই ভেবে একদিন তার বাবা তার পড়ালেখা বন্ধ করে দেন। শৈশব থেকেই তিনি নিজের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলেন এবং সমাজকে দেখাতে চেয়েছিলেন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কোনো সমস্যা নয়। কারো সদিচ্ছা ও কর্মস্পৃহা তাকে উন্নতির সোপানে অধিষ্ঠিত করতে পারে। সে হতে পারে সমাজের জন্য অনন্য উদাহরণ ও অনুকরণীয়।

সালমা স্বপ্ন দেখা ছাড়েননি। একদিন সালমা RISDA Institute of Technolgy (RISDA-RIT)-তে SEIP- BACI-এর প্রশিক্ষণের বিষয় জানতে পারেন । অতঃপর সালমা Masonry কোর্সে ভর্তি হন। সফলতার সাথে সালমা কোর্স শেষ করেন। মানুষের বাহ্যিক আকার ও চেহারা গুরুত্ব পায় সর্বত্র। তিনি বিভিন্ন জায়গায় চাকুরির ইন্টারভিউ দিলেও সফল হননি। কিন্তু সালমা হাল ছাড়েননি। অবশেষে পেয়েছিলেন সফলতার দেখা। চাকরি শুরু করেন এবং সেই চাকরি থেকে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বেশ কয়েক মাস পর তিনি তার নিজের ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি ইট বালুর ব্যবসা করছেন এবং মাসে প্রায় ৩৫,০০০ টাকা আয় করেন। সালমা বাবা-মাসহ নিজের সংসারের যাবতীয় ব্যয় বহন করছেন। সালমার এই সাফল্য সত্যিই অতুলনীয়। কারণ তার জীবনে প্রত্যেকটা পদেই ছিল অনেক বাঁধা। কিন্তু বুদ্ধিমত্তা এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে তিনি প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করেছেন।

সালমা বিশ্বাস করেন যে, BACI-SEIP এর প্রশিক্ষণ তার জীবনকে বদলে দিয়েছে এবং সমাজে তার মূল্য বৃদ্ধি করেছে। এখন মানুষ তাকে বামন বলে না। সালমা সাফল্যের উদাহরণ হয়ে উঠেছেন এবং অন্য মহিলাদের জন্য প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে সালমা একজন সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সালমা দক্ষতা অর্জন করে জীবনকে এগিয়ে নেয়ার পথ খুঁজে পান। জীবনের দুর্বল পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে দক্ষতার আলোকে পরিবর্তন করে আর্থ-সামাজিকভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সালমা এক আদর্শ উদাহরণ যা সমাজের অসহায়, অবহেলিত এবং সুবিধা বঞ্চিত নারীদের ক্ষেত্রে অনুসরণীয়।

সালমা দেখিয়েছেন দৈর্ঘ্য নয়, মানুষ বড় হয়ে ওঠে তার কর্মে। কর্মের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির সালমা হয়েছেন দীর্ঘকায়। স্যালুট সালমা আক্তার।

Success Story-1

Brief Information of Trainee		
Name	Salma Akter	
Registration Number	0500042503	
Training Course	Masonry	
Training Institute	RISDA Institute of Technolgy (RIT)	
Training Provider	Bangladesh Association of Construction Industry (BACI)	
Age	28 Years	
Batch & Tranche	Batch-1; Tranche-3	
Monthly Income (Tk.)	35,000	
Educational Qualification	SSC	
Nature of Employment	Self-Employment	

Against the odds!

Salma, born in 1995 in the Birulia of Savar Upazila in Dhaka, hails from a humble background, being the youngest among five brothers and two sisters. Despite facing the challenge of being a dwarf since childhood, Salma's determination and resilience have defined her unique journey.

Raised in a society that often mocked her physical disability, Salma encountered numerous obstacles in her education. Despite her father's decision to halt her studies, believing a dwarf daughter had no future, Salma harbored dreams of proving that physical disabilities should not hinder one's potential. She aspired to become a testament to the idea that willpower and passion can pave the way for progress. She is now 28 years old. Her older brother is married but now has come forward to marry has become she is dwarf.

Undeterred by societal laughter and setbacks, Salma discovered the SEIP-BACI training at the RISDA Institute of Technology (RISDA-RIT). Enrolling in the Masonry course, she successfully completed the program. Although initial job interviews proved challenging, Salma persevered until she secured a position. After gaining valuable experience, she took a bold step and launched her own brick and sand business, now earning approximately for Tk.35, 000 per month.

Salma's success extends beyond personal achievement, she shoulders the financial responsibilities of her family, supporting not only herself but also her parents. Her transformative journey, marked by intelligence and confidence, serves as an extraordinary example of overcoming obstacles at every turn.

Attributing her life-changing transformation to the BACI-SEIP training, Salma no longer bears the label of a dwarf in the eyes of society. Instead, she has become a symbol of success and inspiration, particularly for other women facing adversity. Salma stands as a true champion in her personal life, demonstrating that skills acquired through training can illuminate the path to empowerment.

Salma's story resonates as a beacon of hope for marginalized and neglected women, illustrating that they, too, can rise above challenging circumstances. Through her actions, Salma defies age-related expectations, emerging as a miniature giant in her own right. Let us salute the indomitable spirit of Salma Akhtar.

Empowering JOURNEY
the triumphs of SEIP Female Trainees

সাফল্যগাথা-২

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য		
নাম	নীলুফা ইয়াসমীন	
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	3000002695	
প্রশিক্ষণ কোর্স	Food & Beverage Production and Entrepreneurship Development	
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	Women Organization for Self Efficiency (WOSE)	
প্রশিক্ষণদাতা	Bangladesh Women Chamber of Commerce & Industry (BWCCI)	
বয়স	২৫ বছর	
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-১; ট্রাঞ্চ-৩	
মাসিক আয় (টাকা)	১২০,০০০	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	বিএ	
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	আত্ম-কর্মসংস্থান	

"নেমন্তন্ন খাবার ঘরে"র নীলুফার কথা

নীলুফা ইয়াসমীন টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার ভুয়াপুর গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বর্তমান বয়স ২৫ বছর। তারা দু' ভাই-বোন এবং তিনি সবচেয়ে ছোট। তার বাবা অন্যের জমি চাষ করে সংসার চালাতেন। কিন্তু সংসারে স্বচ্ছলতা না আসায় তিনি জীবিকার সন্ধানে পরিবারসহ গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন নারায়ণগঞ্জে। তার বাবা রিকশা চালাতে শুরু করেন এবং নীলুফার মা সেখানে একটি পোশাক কারখানায় যোগ দেন । বাবা-মা কোনোভাবে ৫ সদস্যের পরিবারের জন্য ২ বেলা খাবারের ব্যবস্থা করছিলেন। এর মধ্যে তার বাবা কাজ ছেড়ে গ্রামে ফিরে আসেন। নীলুফা কী করবেন তা নিয়ে গভীর সমস্যায় পড়ে গেলেন। ঠিক তখন ২,৩০০ টাকা বেতনে একটি কিন্ডারগার্টেনে চাকরি পান নীলুফা। বেতন খুব কম ছিল তাই নীলুফা ভাবতেন অনলাইনে ব্যবসা করে বেশি বেশি আয় করবেন। কিন্তু দক্ষতার অভাবে কিছুই করতে পারেননি।

নীলুফা হতাশ হলেও মাথা নত করেননি। তিনি তার আত্মীয়দের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং জানতে পারেন যে নারায়ণগঞ্জে দক্ষতার বৃদ্ধির জন্য সরকারিভাবে প্রশিক্ষণের সুবিধা দেয়া হয়। তিনি সুযোগটি কাজে লাগিয়ে তিনি SEIP প্রকল্পের Food & Beverage Production and Entrepreneurship Development কোর্সটি করেন নারায়ণগঞ্জ থেকে। প্রশিক্ষণটি তার জন্য আশীর্বাদ ছিল কারণ এটি প্রশিক্ষণ ভাতাসহ বিনামূল্যে ছিল। তিনি কোর্সের প্রতিটি কাজ শিখেছেন এবং সফলভাবে পাস করেছেন।

প্রশিক্ষণ নীলুফাকে ব্যবসা করতে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল। আর দেরি না করে তিনি পুরোদমে বিভিন্ন ধরনের কেক, পেস্ট্রি, পুডিং এবং ফাস্টফুড তৈরি করে বিভিন্ন দোকান ও হোটেলে সরবরাহ করতে শুরু করে। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তার মানসম্পন্ন এবং মুখরোচক খাবারের জন্য গ্রাহকদের মনোযোগ এবং আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। এখন নীলুফা বিভিন্ন মজাদার খাবারের পাশাপাশি সাধারণ খাবার (ভাতসহ অন্যান্য) রান্না করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সরবরাহ করেন। প্রকৃতপক্ষে একজন উদ্যোক্তা হিসাবে ক্যারিয়ার শুরু করার জন্য প্রশিক্ষণটি তার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তুলেছিল। এদিকে ব্যবসায় সাহায্য করার জন্য তিনি তার মাকে গ্রাম থেকে ফিরিয়ে আনেন। নীলুফা তার দোকানের নাম রেখেছেন 'নেমন্তন্ন খাবার ঘর' এবং গ্রাহকদের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য চারজন ডেলিভারি ম্যানকে নিযুক্ত করেছেন। খাবার কাজে সহযোগিতা করার জন্য দুজন শ্রমিক নিয়োগ করেছে। বর্তমানে নীলুফা প্রতি মাসে গড়ে ১,২০,০০০ টাকা আয় করেন।

আয়ের পাশাপাশি সমাজে নীলুফার মর্যাদাও বেড়েছে। প্রতি মাসে নীলুফা তার বৃদ্ধ বাবাকে কিছু টাকা পাঠান। তিনি ভবিষ্যতে তার ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছেন এবং বেকার ও দরিদ্র নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবেন। SEIP নারী উদ্যোগ তাদের পথ চলাকে করেছে সহজ।

Success Story-2

Brief Information of Trainee		
Name	Nelofa Easmin	
Registration Number	3000002695	
Training Course	Food & Beverage Production and Entrepreneurship Development	
Training Institute	Women Organization for Self Efficiency (WOSE)	
Training Provider	Bangladesh Women Chamber of Commerce & Industry (BWCCI)	
Age	25 Years	
Batch & Tranche	Batch-1; Tranche-3	
Monthly Income (Tk.)	120,000	
Educational Qualification	BA	
Nature of Employment	Self-Employment	

Nelofa's tale of the "Nemontotonno Khabar Ghor"

Nelofa Easmin was born in a poor family in the Bhuapur village under Ghatail Upazila of Tangail District. She is 25 years old and the younger of two siblings. Unable to continue their livelihood by farming other people's land, her father moved along with his family to Narayanganj in search of better opportunities. Her father began working as rickshaw puller, and her mother managed a job in a garment factory there. They barely managed to get by with a family of five. However, her father eventually left his job and returned to the village. This had pushed Nelofa into a dire situation. It was then that Nelofa found a job at a kindergarten with a salary of only for Tk. 2,300. Despite the low income, she dreamt of earning more by starting an online business, but she lacked the skills to do so.

Nelofa was disheartened but she did not give up. She discussed her situation with her relatives and she was informed about government-funded skills training opportunities in Narayanganj. Then she enrolled for the the Food & Beverage Production and Entrepreneurship Development course under the SEIP project at Women Organization for Self Efficiency (WOSE), Narayanganj. The training was a blessing for her as it was free and included a stipend. She learned every aspect of the course and passed successfully.

The training increased Nelofa's confidence to start a business. Immediately, she started making a variety of cakes, pastries, puddings, and fast food, supplying them to local shops and hotels. In a very short time, she gained customers' attention and trust with her quality and delicious food. Now, Nelofa produces not only delicious snacks but also regular meals (including rice dishes) for various events. The training truly enhanced her confidence to kickstart her entrepreneurial career. To help with the business, she brought her mother back from the village. Nelofa named her business as 'Nemontonno Khabar Ghor' and employed four delivery men to reach her customers along with two workers to help with food preparation. Currently Nelofa earns an average for Tk. 120,000 every month.

Along with Nelofa's income, her social status in society has also increased. Every month, she sends some money to her elderly father. She plans to expand her business in the future and create employment opportunities for unemployed and poor women. SEIP has made the journey easier for female entrepreneurs like her.

সাফল্যগাথা-৩

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	মোছাঃ রাশিদা বেগম
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	3000001479
প্রশিক্ষণ কোর্স	Fashion Design, Product Development and Entrepreneurship Development
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	Anowara Vocational Training Institute
প্রশিক্ষণদাতা	Bangladesh Women Chamber of Commerce & Industry (BWCCI)
বয়স	৪৮ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-১; ট্রান্স-১ (এডিশনাল)
মাসিক আয় (টাকা)	৯০,০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	এইচএসসি
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	আত্ম-কর্মসংস্থান



জীবনযুদ্ধে এক অপরাজিতা রাশিদা

দারিদ্র বেকারত্ব এবং প্রচন্ড মানসিক যন্ত্রণা উপেক্ষা করে জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন মোছাঃ রাশিদা বেগম। রাশিদা দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার রাজবাটি গ্রামে এক দারিদ্রপীড়িত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। চার ভাইবোনের মধ্যে তিনি সবার বড়। তার বাবা একজন কৃষক এবং মা গৃহিণী। তার বৃদ্ধ বাবা নিম্ন আয়ে অন্যের জমি চাষ করে তাদের সংসার চালাতেন। কষ্টার্জিত আয় দিয়ে ছয় সদস্যের সংসার চালানো তার বাবার জন্য সত্যিই কঠিন ছিল। কোনো কারণে একদিন কাজ না করলে পুরো পরিবারকে অনাহারে থাকতে হতো। অসুস্থতায় চিকিৎসার সামর্থ্য তাদের ছিল না।

ছোটবেলা থেকেই রাশিদার লেখাপড়ার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক সক্ষমতার অভাবে এইচএসসির বেশী পড়াশোনা করতে পারেননি। তার বাবা তাকে দিনাজপুর জেলার এক কৃষক পরিবারের ছেলের সাথে বিয়ে দেন। একটি সন্তান জন্মের পর স্বামী যৌতুকের কারণে তাকে ছেড়ে দেন। গর্ভাবস্থায় তাকে খাওয়া নিয়ে অকথ্য নির্যাতন সহ্য করতে হয়। শ্বশুরবাড়ীও নির্যাতন করেন এবং দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে কালো অন্ধকার। পরবর্তীতে আরো একটি বিয়ে হয় এবং সংসারে সুখের আলো নেমে আসে কিন্তু তিনি সন্তানদের লেখাপড়া ও ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েন। জীবনের শুরু থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে তার জীবনে এক ধরনের হতাশা নেমে আসে এবং তিনি তার ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন।

রাশিদার পরিচিত এক ব্যক্তি তাকে জানায় যে SEIP-এর পৃষ্ঠপোষকতায় BWCCI-এর সহযোগিতায় Anowara Vocational Training Institute কর্তৃক বিভিন্ন কোর্সের উপর তিন মাসের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তারপর তিনি আরও তথ্যের জন্য সেখানে যান। জানতে পারেন এটি একটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম। কোনো দ্বিধা ছাড়াই তিনি Fashion Design, Product Development and Entrepreneurship Development এর ১ম ব্যাচে ভর্তি হন এবং সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করেন।

প্রশিক্ষণ শেষ করার পর প্রশিক্ষণার্থী ভাতা হিসেবে যে ৯,০০০ টাকা পেয়েছিলেন সেই টাকা দিয়ে ২০১৯ সালে একটি সেলাই মেশিন কিনে নিজের বাড়িতে 'ফারিহা টেইলার্স' নামে একটি ছোট ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসার শুরুতে তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ৩ বছরে তার বিনিয়োগ তিনগুণ বেড়েছে। প্রথমদিকে তার স্বামীর নেতিবাচক মনোভাব থাকলেও সময়ের বিবর্তনে স্বামীও তাকেও উৎসাহ দেয়। বর্তমানে রাশিদা দোকানে ক্লায়েন্টের চাহিদা এবং কাজের চাপ বৃদ্ধির কারণে পাঁচ জন কর্মী নিয়োগ করেছেন। তার বড় ছেলে স্থানীয় একটি কলেজে এইচএসসি, তার ছোট মেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি এবং ছোট ছেলে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ছে। মাস শেষে তার আয় ৯০,০০০ টাকা। টেইলারিং এর পাশাপাশি শুরু করেন পার্লার ব্যবসা। SEIP'র প্রশিক্ষণ শেষে তিনি পেয়েছেন আত্মবিশ্বাস। তার কর্মীরাও পেয়েছেন SEIP'র প্রশিক্ষণ।

এখন রাশিদা বেগমের পরিবারের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। পরিবারের খাদ্যের মান উন্নত হয়েছে। চিকিৎসা সুবিধা তাদের নাগালের মধ্যে। তাকে বাচ্চাদের পড়াশোনা, স্কুলের ফি বা প্রাইভেট টিউটর নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। আর্থিক চাপের কারণে হতাশা ও অসুখী পরিবার এখন আর নেই। SEIP'র প্রশিক্ষণ নিয়ে রাশিদা জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন।

Success Story-3

Brief Information of Trainee		
Name	Mst Rashida Begum	
Registration Number	3000001479	
Training Course	Fashion Design, Product Development and Entrepreneurship Development	
Training Institute	Anowara Vocational Training Institute	
Training Provider	Bangladesh Women Chamber of Commerce & Industry (BWCCI)	
Age	48 Years	
Batch & Tranche	Batch-1; Tranche-1	
Monthly Income (Tk.)	90,000	
Educational Qualification	HSC	
Nature of Employment	Self-Employment	

Rashida won the battle of life

Rashida Begum emerged victorious in the face of adversity, overcoming poverty, unemployment, and profound emotional pain. Born in a destitute family in Rajbati village, Sadar upazila, Dinajpur district, she was the eldest of four siblings. Her father, a struggling farmer, toiled on meager earnings to support the family of six. The challenges were immense, with the constant threat of starvation during periods of unemployment and the inability to afford medical treatment.

Despite harboring a strong desire for education since childhood, Rashida's financial constraints prevented her from pursuing studies beyond HSC. Compounded by financial difficulties, she was married off to a farmer's son in Dinajpur. The marriage, marred by dowry-related issues, ended in divorce after the birth of their child. Rashida endured unspeakable torture during her pregnancy, and her in-laws added to the torment, casting a shadow over her married life. However, a second marriage brought a glimmer of happiness to the family.

Concerns about her children's education and future weighed heavily on Rashida, as poverty cast a persistent cloud over her life. She came to know that a three-month training program offered by Anowara Vocational Training Institute in collaboration with BWCCI under the auspices of SEIP is completely free, Rashida availed the opportunity without hesitation. The entirely free training program covered various courses, and without hesitation, she enrolled in the 1st batch of Fashion Design, Product Development, and Entrepreneurship Development, successfully completing the training.

Receiving for Tk. 9,000 allowance upon completing the training, Rashida used the funds to purchase a sewing machine in 2019, launching a small business named 'Fariha Tailors' at her home. The initial phase demanded hard work, but her investment tripled in three years. Although initially skeptical, her husband's attitude shifted over time, and he now supports her endeavors. With growing client demand, Rashida expanded her business, employing five staff. Her elder son is pursuing HSC in a local college, her younger daughter is in class six, and her younger son is in class three grade. At the end of each month, her income reaches for Tk. 90,000.

Building on her success in tailoring, Rashida ventured into the beauty parlor business. The SEIP training instilled confidence not only in her but also in her staff, who also benefited from the program. The financial landscape of Rashida Begum's family underwent a transformative change. The quality of household food improved, and access to medical facilities became more attainable. Worries about school fees, private tutors, and children's education became outdated. No longer burdened by financial stress, Rashida stands triumphant, having won the battle of life.

সাফল্যগাথা-৪

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	কুলসুম আখতার
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	1500013975
প্রশিক্ষণ কোর্স	Entrepreneurship Development
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	Bangladesh Bank SME -Dutch-Bangla Bank
প্রশিক্ষণদাতা	Bangladesh Bank
বয়স	২৫ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-২; ট্রাঞ্চ-৩
মাসিক আয় (টাকা)	৫০,০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	গ্রাজুয়েট
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	আত্ম-কর্মসংস্থান



কুলসুম এক সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা

রংপুর জেলার পীরগঞ্জ সদর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে সখীপুর গ্রামে কুলসুমের জন্ম। উপজেলা সদর থেকে পাকা সড়ক ধরে সখীপুরে কুলসুমের বাড়িতে তৈরি করা হয়েছে কেঁচো সার তৈরি করার ছোট-খাটো একটি কারখানা। তিনি নিজেই শুধু এ সার তৈরি করতে শেখেননি বরং আরো বেশ কয়েকজনকে সার তৈরির কৌশল শিখিয়েছেন।

কুলসুমেরা পাঁচ বোন। বাবা রবি আলম অন্যের জমিতে কাজ করে কোনোরকমে সংসার চালান। এ আয় দিয়ে একবেলা খাবার জোটে তো অন্য বেলা উপোস থাকতে হয়। ওই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রামের এক বাড়িতে ঝিয়ের কাজ শুরু করেন তিনি।

২০০৯ সালে সপ্তম শ্রেণিতে ওঠার পর অভাবের কারণে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেলে ঝিয়ের কাজ শুরু করেন কুলসুম আখতার। পরে শিক্ষকের পরামর্শে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার অধীনে বিষমুক্ত সবজি চাষ ও কেঁচো সার তৈরির কৌশল শিখে নেন তিনি। বাড়িতে কেঁচো সার তৈরি করে চলতে থাকে জীবন সংগ্রাম। থেমে থাকেনি পড়াশোনাও। সেই কুলসুম জীবনসংগ্রাম ও পড়াশোনা-দুটোতেই সফল হয়েছেন।

সবজি চাষ ও কেঁচো সার তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ শুরু করেন কুলসুম। বাড়ির একপাশে চালা তুলে সেখানে চারটি রিং বসানো হয়। সকাল-বিকাল মাঠে ঘুরে তাজা গোবর সংগ্রহ করে রিংগুলো ভরিয়ে তোলার পর ওই সংস্থার কাছ থেকে ৬০০টি বিশেষ প্রজাতির কেঁচো এনে রিংয়ের ভেতর ছেড়ে দেওয়া হয়।

SEIP প্রকল্প তার সংগ্রামী জীবনের গল্প আরো নতুন উদ্যোমে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি কেঁচো সার তৈরি এবং তা বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করার উদ্যোগ গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেন। কিন্তু ব্যবসা পরিচালনার জন্য এবং হিসাব-নিকাশ এর রেকর্ড রাখার জন্য তার কোন প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান ছিল না। ব্যবসায় মূলধনের জন্য তার ব্যাংক ঋণের খুব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কিভাবে ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া যায় এবং কিভাবে ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং হিসাব-নিকাশ রাখতে তা তার জানা ছিল না। ফলে ক্ষুদ্র পরিসরে কেঁচো সার তৈরির প্রচেষ্টা তিনি শুরু করলেও খুব বেশী বড় পরিসরে তা শুরু করতে পারেননি।

কুলসুমের এ স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে আসে অর্থ বিভাগে বাস্তবায়নাধীন SEIP প্রকল্প। এ প্রকল্পের অর্থায়নে ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কুলসুম আজ একজন মধ্যম সারির নারী উদ্যোক্তা। SEIP প্রকল্প ও বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তার ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করেছে। ডাচ-বাংলা ব্যাংক তাকে আর্থিক সহযোগিতা করেছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুসংগঠিতভাবে ব্যবসার হিসাব রাখা, নতুন ব্যবসার জন্য প্রস্তাব তৈরি, ব্যবসার আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং লভ্যাংশ সম্পর্কিত রেকর্ড ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে। এই প্রশিক্ষণ তাকে কেঁচো সার তৈরির ব্যবসা প্রসারে আত্মবিশ্বাস জোগায় এবং উদ্যোমী করে তোলে। SEIP প্রকল্পের ও বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতা পাওয়ায় কুলসুম আজ তৃণমূল পর্যায়ের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর একজন নারী থেকে আজ সফল নারী উদ্যোক্তা। তিনি প্রতি মাসে ৫০,০০০ টাকা আয় করেন। তার সংগ্রাম এবং দৃঢ়তা সমাজের অন্যান্য পিছিয়ে পড়া নারীদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে এগিয়ে আসতে সাহস জোগাচ্ছে।

Success Story-4

Brief Information of Trainee		
Name	Kulsum Akther	
Registration Number	1500013975	
Training Course	Entrepreneurship Development	
Training Institute	Bangladesh Bank SME (BB-SME) -Dutch-Bangla Bank	
Training Provider	Bangladesh Bank	
Age	25 Years	
Batch & Tranche	Batch-2; Trache-3	
Monthly Income (Tk.)	50,000	
Educational Qualification	Bachelor Degree	
Nature of Employment	Self-Employment	

Kulsum is a promising entrepreneur

Kulsum, born in Sakhipur village, five kilometers south of Pirganj Sadar in Rangpur district, faced early challenges in life. Despite hailing from a modest background, she persevered in her journey to success. At her home in Sakhipur, along the paved road from the upazila headquarters, Kulsum established a small earthworm fertilizer-manufacturing factory. Not only did she making this fertilizer herself, but also she generously shared her knowledge, teaching others the techniques of fertilizer production.

Raised alongside five sisters, Kulsum's father, Ravi Alam, worked on others' land to sustain the family. The income was often insufficient, leading to days of fasting. In 2009, Kulsoom's education was interrupted, prompting her to start working as a maidservant. Despite the challenges, she did not give up on learning. Encouraged by a teacher, Kulsum acquired skills in non-toxic vegetable cultivation and earthworm fertilizer preparation through a private development organization.

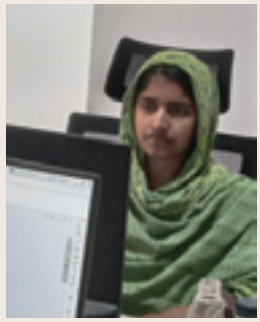
Kulsum's resilience continued as she balanced her studies with the struggle for a better life. She engaged in training on vegetable cultivation and earthworm fertilizer production, implementing these practices at home. The addition of 600 special earthworms, obtained from an organization, further enhanced her vermicomposting efforts.

The SEIP project played a crucial role in advancing Kulsum's journey. With their support, she underwent entrepreneurship development training, gaining essential skills in business management and accounting. Although she initially lacked institutional knowledge for business expansion, the SEIP project, along with Bangladesh Bank and Dutch-Bangla Bank, provided the necessary financial assistance.

Empowered by the training, Kulsum transformed into a mid-level female entrepreneur, successfully expanding her vermicomposting business. Her journey from grassroots struggling woman to a confident and thriving entrepreneur serves as an inspiration. Now, Kulsum earns Tk.50,000 in every month. The SEIP project and Bangladesh Bank's support have not only elevated Kulsum's status but also empowered her to inspire other marginalized women in society to pursue self-employment.

সাফল্যগাথা-৫

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	তানিয়া বিশ্বাস
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	0800007994
প্রশিক্ষণ কোর্স	CAD/CAM Design
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	BEIOA-Light Engineering Training Institute (BLETI), Center-1, Dhaka
প্রশিক্ষণদাতা	Bangladesh Engineering Industry Owners Association (BEIOA)
বয়স	৩৫ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-৬; ট্রাঞ্চ-১
মাসিক আয় (টাকা)	৯০,০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	স্নাতকোত্তর
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	চাকুরি



তানিয়া পেয়েছেন স্বপ্নের সিঁড়ি

তানিয়া বিশ্বাস ১৯৯০ সালে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানাধীন একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বিয়ের কারণে তার বাবার দুটি পরিবার। সাত ভাই-বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট মেয়েটি তানিয়া। স্কুল শিক্ষক বাবা পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন। একজন সহকারী শিক্ষকের পক্ষে ১০ সদস্য বিশিষ্ট পরিবার চালানো খুব কষ্টকর ছিল। নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় তার বাবা মারা যান এবং প্রথম পক্ষের পরিবারের সদস্যরা তাদেরকে একা রেখে আলাদা হয়ে যান। তাই পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য কোনো উপার্জনক্ষম ব্যক্তি না থাকায় তাদের পরিবারে নেমে আসে দারিদ্রের কঠোর নিষ্ঠুরতা।

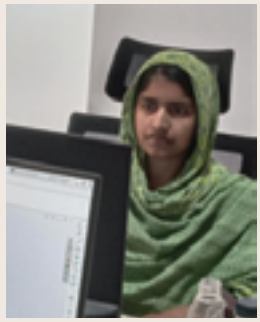
মেয়ের লেখাপড়া ও সংসারের দায়িত্ব মেটাতে তানিয়ার মা সামান্য বেতনে কাজ করে সংসার চালাতে বাধ্য হন। এসএসসি পাশ করে কোনো রকমে টিউশনি করে লেখাপড়া চালিয়ে যান তানিয়া। এইচএসসি পাশ করার পর তাকে বিবাহ দেয়া হয়। স্বামীর অনুপ্রেরণায় ২০১৬ সালে গোপালগঞ্জ সরকারি কলেজ থেকে গণিতে অনার্সসহ স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেট অর্জন করেন। বিয়ের পর শুধু স্বামীর স্বল্প আয়ের ওপর নির্ভর না করে মা ও সন্তানের কথা ভেবে পরিবার নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে থাকেন। স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও কাজের অভিজ্ঞতার অভাবে কোনো চাকরি না পেয়ে হতাশ হন। তবে তিনি আশা ছেড়ে দেননি।

একদিন স্বামীর মাধ্যমে জানতে পারেন যে, BEIOA-এর পৃষ্ঠপোষকতায় SEIP-এর সহায়তায় BEIOA-Light Engineering Training Institute (BLETI), Center-1, Dhaka-এ বিভিন্ন কোর্সের উপর বিনা খরচে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রশিক্ষণের পর কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তাও রয়েছে। তানিয়া CAD-CAM ডিজাইন কোর্সে ভর্তি হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি ২০১৯ সালের মার্চ মাসে অ্যাডভান্স টেকনোলজি অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারে সহকারী ডিজাইনার হিসাবে মাসে ৭,০০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। সে বছরই তিনি ৩৫,০০০ টাকা বেতনে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপে একজন 'ডিজাইনার' হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে সফলভাবে ২ বছর কাজ করার পর তিনি Remark HB লিমিটেড, গজারিয়াতে ৬৫,০০০ টাকা বেতনে সহকারী ব্যবস্থাপক হিসাবে যোগদান করেন। এরপর শুধু স্বপ্নের সিঁড়ি বেঁয়ে তরতর করে উঠে যাওয়া। বর্তমানে তিনি সর্বসাকূল্যে প্রতি মাসে ৯০,০০০ টাকা বেতন পাচ্ছেন।

তানিয়া পরিবারের ব্যয়ের বড় একটি অংশ বহন করেন। তার পরিবারটি আগের চেয়ে অনেক ভালো আর্থিক অবস্থায় আছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, SEIP থেকে তিনি যে সহায়তা পেয়েছেন তা তার জীবনে পরিবর্তনের মূল কারণ। তানিয়া বলেন, "তার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ডিজাইন এবং পণ্যের উন্নয়নসহ একটি বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ করা। BEIOA মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমি দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছি এবং অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এই প্রশিক্ষণ আমার জীবনকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে "। SEIP তানিয়াকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে। তানিয়া পেরেছেন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে।

Success Story-5

Brief Information of Trainee	
Name	Tania Biswas
Registration Number	0800007994
Training Course	CAD-CAM Design
Training Institute	BEIOA-Light Engineering Training Institute (BLETI), Center-1, Wari, Dhaka
Training Provider	Bangladesh Engineering Industry Owners Association (BEIOA)
Age	35 Years
Batch & Tranche	Batch-6; Tranche -1
Monthly Income (Tk.)	90,000
Educational Qualification	Masters
Nature of Employment	Wage Employment



Tania has discovered the path to her dream

Taniya Biswas was born into a lower-middle-class family in 1990, in the Tungipara Upazila of Gopalganj district. Her father had two families due to being married twice. Taniya is the youngest girl among her seven siblings. Her father, a schoolteacher, was the sole breadwinner of their ten-member family. It was a struggle for an assistant teacher to provide for such a large family. When Taniya was in the class nine, her father passed away. The members of the first family left them on their own. This had pushed Taniya's family into severe poverty due to the absence of any earning members.

To meet the educational cost of her daughter and the household responsibilities, Taniya's mother was forced to work for a modest salary to run their family. Taniya managed to continue her studies by tutoring after passing the SSC exams. After completing her HSC, she was married off. Inspired by her husband, Taniya graduated with honors in Mathematics from Gopalganj Government College in 2016. Rather than relying solely on her husband's income, she moved to Dhaka with her family considering the welfare of her mother and child. At the same time, she began attending job interviews. In spite of her postgraduate certificate, the lack of job experience led to disappointment from unsuccessful job searches. However, she did not give up hope.
One day, Taniya's husband informed her about free training programs that are conducted at BEIOA-Light Engineering Training Institute (BLETI), Center-1, Dhaka, under the SEIP-BEIOA, along with the assurance of employment after training. Taniya enrolled in a CAD-CAM design course. Upon completion, she was appointed as an Assistant Designer at the Advance Technology and Training Center in March 2019 with a salary of Tk. 7,000 per month. That same year, she joined the PRAN-RFL Group as a 'Designer' with a salary of Tk.35,000 . After two successful years there, she moved to Remark HB Limited in Gojaria as an Assistant Manager, earning a salary of tk. 65,000. Her career has been ascending since then, and currently, she earns a monthly salary of Tk.90,000.

Taniya now contributes significantly to her family's expenses, and they are in a much better financial position than before. She believes that the support she received from SEIP has been significant in changing her life. Taniya says, "My future dream is to work with design and product development in a large organization. Due to the quality training provided by BEIOA, I have been able to acquire skills and earn a living. This training has significantly changed my life." SEIP has taught Taniya to dream, and she has managed to make those dreams a reality.

সাফল্যগাথা-৬

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	কানিজ ফাতেমা (সোহাগী)
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	3100002536
প্রশিক্ষণ কোর্স	Food & Beverage Production (Cooking)
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	International Training Institute of Culinary Arts (ITICA)
প্রশিক্ষণদাতা	Tourism & Hospitality ISC Project (T&H ISC)
বয়স	৩৬ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-১ ; ট্রাঞ্চ-২
মাসিক আয় (টাকা)	৬৫,০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	এইচএসসি
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	আত্ম-কর্মসংস্থান



সোহাগী এক অদম্য জয়িতার নাম

কানিজ ফাতেমা সোহাগী মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার পুরান বাউশিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। পরিবারের এক ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি সবার বড়। নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় বাল্য বিবাহ হলে তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। তারপর হয়ে পড়েন সন্তানের জননী। জন্ম হয় স্পেশাল চাইল্ড ছেলে ও মেয়ে। সোহাগী যখন জীবন সংগ্রামে লড়াই করছে, তার স্বামী তখন দ্বিতীয় বিবাহ করেন। কিছুদিন পর স্বামী সোহাগীর কাছে আসা বন্ধ করে দেন। এমনকি স্বামী সংসারের কোনো ব্যয় বহন করেন না। উপরন্তু স্বামী সোহাগীর বাবার বাড়ি থেকে যৌতুক আনার জন্য তাকে মানসিক নির্যাতন করতে থাকে। নিরুপায় হয়ে তিনি সন্তানসহ বাবার বাড়ি ফিরে আসেন। বিবাহের বারো বছরের মাথায় তাদের দাম্পত্য জীবনের সমাপ্তি ঘটে। অবসরপ্রাপ্ত অসহায় পিতার পক্ষে অতিরিক্ত তিন জনের ব্যয়ভার বহন করা একবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েটি তখন বাবা-মাসহ তার নিজের সন্তানদের নিয়ে সংসারের হাল ধরতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। সন্তানদের স্কুলে পড়ানো এবং তার স্পেশাল চাইল্ড এর চিকিৎসা করানো ছিলো এক দুরূহ ব্যাপার। সংসারের হালধরার কথা চিন্তা করলেও পড়াশোনা তেমন না জানায় সোহাগী হড়ে পড়ে চিন্তিত। এমন সময় সোহাগী ঢাকায় অধ্যয়নরত ছোট ভাইয়ের মাধ্যমে SEIP প্রকল্পের অধীনে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে হোটেল ও ট্যুরিজম সেক্টরে প্রশিক্ষণের তথ্য জানতে পারেন। তিনি Food & Beverage Production (Cooking) কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

SEIP এর অধীনে Tourism & Hospitality ISC Project (T&H ISC) এর মাধ্যমে International Training Institute of Culinary Arts (ITICA) থেকে Food & Beverage Production (Cooking) এর উপর সোহাগী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষ দিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে রুপচাঁদা সুপার শেফ-২০১৯ প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন তার নজরে আসে এবং সারাদেশে প্রায় কয়েক হাজার প্রতিযোগীর মধ্যে বিভিন্ন স্তর পার হয়ে অবশেষে তিনি প্রথম রানার-আর্প হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি পুরস্কার হিসাবে পান ৩,০০,০০০ টাকার প্রাইজমানি। তিনি বিভিন্ন ফুড কোম্পানিতে যেমন: রুপচাঁদা, পুষ্টি, ডিপ্লোমা, প্রাণ গ্রুপ, আড়ং ডেইরি, ওয়ালটন এবং স্যামসাং এর আমন্ত্রণে Freelancer Recipe Developer হিসেবে কাজ করে আসছেন। এছাড়া দৈনিক প্রত্রিকায় রেসিপি রাইটার হিসেবে কাজ করছেন। একই সাথে বিভিন্ন জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলে বর্তমানে কুকিং শো পরিচালনা করে আসছেন। তাছাড়া তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একজন Certified Assessor। এ ছাড়াও সোস্যাল মিডিয়াতে সোহাগীর ডেরাঘর নামে একটি ক্যাটারিং সার্ভিস অনলাইন ব্যবসা আছে।

বর্তমানে তার মাসিক আয় ৬৫,০০০ টাকা। এই আয়ের মাধ্যমে তিনি তার সংসারের যাবতীয় খরচাদি, সন্তানদের লেখাপড়া ও বিশেষ সন্তানের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করছেন।

Success Story-6

Brief Information of Trainee		
Name	Kanij Fatema (Shohagi)	
Registration Number	3100002536	
Training Course	Food & Beverage Production (Cooking)	
Training Institute	International Training Institute of Culinary Arts (ITICA)	
Training Provider	Tourism & Hospitality ISC Project (T&H ISC)	
Age	36 Years	
Batch & Tranche	Batch-1; Tranche-2	
Monthly Income (Tk.)	65,000	
Educational Qualification	HSC	
Nature of Employment	Self-Employment	

Shohagi an invincible Achiever

Kaniz Fatema Sohagi was born in Bausia village, Munshiganj district, under Ghazaria police station. She is the eldest daughter of a retired police officer, with a younger brother. Her education halted when she married in class nine and became a mother of a special child and a daughter. While struggling to survive with her children, Sohagi's husband remarried, stopped supporting them, and mentally abused her for dowry. Consequently, she and her kids returned to her father's place, ending a twelve-year marriage. The retired father found it impossible to bear the expenses of three more people.

The girl from a lower middle-class family faced confusion in handling her own children and parents. Balancing education for her daughter and treatment for her special child was challenging. Sohagi, concerned about her family's welfare due to her limited academic background, received information about the chance to join free government-funded training in the hotel and tourism sector through the SEIP project from her younger brother who is studying in Dhaka. She decided to enroll in a course for Food and Beverage Production (Cooking).

Sohagi received training in Food & Beverage Production (Cooking) through the Tourism & Hospitality ISC (T&H ISC) under SEIP Project at the International Training Institute of Culinary Arts (ITICA), Dhaka. Applying the knowledge obtained from the course, she began working. Discovering the Rupchanda Super Chef-2019 competition advertisement, she entered the competition, competing against hundreds of candidates nationwide. After successfully navigating several rounds, she emerged as the first runner-up, earning a prize of Tk. 3,00,000.

Sohagi works as a freelance recipe developer for various food companies such as Rupchanda, Pusthi, Diploma, Pran Group, Arang Dairy, Walton, and Samsung. Additionally, she contributes recipes to daily newspapers and hosts cookery shows on popular TV networks. She holds the title of Certified Assessor for the Bangladesh Technical Education Board and manages an online catering business on social media called "Sohagir Deraghar."

Currently, she is making a monthly income for Tk. 65,000. With these earnings, she covers all family expenses, including her children's education and the medical costs for her special child.

Empowering JOURNEY
the triumphs of SEIP Female Trainees

সাফল্যগাথা-৭

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	সুলতানা আফরিন
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	0600034863
প্রশিক্ষণ কোর্স	Sewing Machine Operation -Knit
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	Metro Knitting & Dyeing Mills Ltd. (Factory-2)
প্রশিক্ষণদাতা	Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA)
বয়স	৩৬ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-১; ট্রাঞ্চ-২
মাসিক আয় (টাকা)	২১,০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	দশম শ্রেণী
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	চাকুরি



বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সন্তানের লড়াকু মায়ের গল্প

মোছাঃ সুলতানা আফরিন। তিনি ঝালকাঠী জেলার বাসিন্দা। তার স্বামী কাজের সন্ধানে ঝালকাঠী থেকে ঢাকা আসেন। স্বামী এক বছর তার পরিবারের কোনো খোঁজ-খবর নেন না। তিনি জানতে পারেন যে, তার স্বামী আশুলিয়াতে কোনো এক কারখানায় চাকুরি করেন। অর্থ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তিনি দুই সন্তান (এক সন্তান বুদ্ধি প্রতিবন্ধী)-কে নিয়ে স্বামীকে খুঁজতে ঢাকার আশুলিয়াতে আসেন। স্বামী তার খোঁজ রাখেননি দুঃসময়ে। কিন্তু এক আত্মীয়ার পরামর্শে তিনি কোনো একটি গার্মেন্টসে চাকুরি জন্য মনোস্থির করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়া চাকুরি পাওয়া বেশ কঠিন। একদিন তিনি মাইকে শুনতে পান যে, Metro Knitting & Dyeing Mills Ltd. (Factory-2) এর ট্রেনিং সেন্টারে সেলাই মেশিন ট্রেনিং এ লোক নিয়োগ দেয়া হবে। পরের দিন সকালে তিনি মেট্রো কারখানার গেটে যান। ঐ দিন তাকে Metro Knitting & Dyeing Mills Ltd. (Factory-2)-তে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে মনোনীত করে। সুলতানা আফরিন অবগত হন যে, এটি একটি প্যাকেজ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম যা প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পরে ভাতা ও চাকুরির নিশ্চয়তা প্রদান করে। তখন তিনি লক্ষ্য অর্জনে আশার আলো দেখতে পান। তিনি ট্রাঞ্চ-২ , ব্যাচ-১ এ তালিকাভুক্ত হন। দীর্ঘ দুই মাস প্রশিক্ষণের সুনিপূণ প্রশিক্ষণ কৌশলের মাধ্যমে কোর্সটি সম্পন্ন করেন।

কোর্সটি চালু হওয়ার সাথে সাথে সুলতানা আফরিন দেখতে পান তার লক্ষ্য পূরণের আশার আলো। তিনি সত্যিই প্রশিক্ষণটি উপভোগ করেছেন। প্রশিক্ষণটি ছিল থিওরি এবং প্রাকটিক্যালের মিশ্রন। যখন তার কোনো প্রযুক্তি গত সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তখনই প্রশিক্ষকরা আন্তরিকভাবে তাদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। তারা কর্ম সম্পাদন এর উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন। কোর্স শেষে একটি মূল্যায়ন পরীক্ষা নেয়া হয় যেখানে সুলতানা আফরিন ভালো নম্বর অর্জন করে উত্তীর্ণ হন।

প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাকে ৬ নম্বর গ্রেডে জেনারেল অপারেটর পদে চাকুরির প্রস্তাব দেয়া হয়। SEIP এর প্রশিক্ষণ শুধু চাকুরি দেয়নি, তাকে যোগ্য করে গড়ে তুলেছে ওপরের পদে চাকুরির জন্য। তিনি ৬ নম্বর গ্রেড থেকে প্রমোশন পেয়ে ৩ নম্বর গ্রেডে সিনিয়র অপারেটর-এ পদোন্নতি পান। Metro Knitting & Dyeing Mills Ltd. (Factory-2) এর নজরে আসে এবং তার যোগ্যতার পরীক্ষা নিয়ে সুপারভাইজার পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। বর্তমান তার আয় প্রতি মাসে ২১,০০০ টাকা। তিনি এখন সংসারের খরচ বহন করছেন। স্বামী তার প্রতিষ্ঠার খবর পেয়ে ফিরে এসেছেন। তিনি স্বামীকে একটি মুদি দোকান করে দিয়েছেন। তার স্বামী এখন তার প্রতি অনেক সদয় ও আন্তরিক। সুলতানা আফরিন এখন তার স্বামী ও বাচ্চাদের নিয়ে সুখে দিন পার করছেন। সুলতানা আফরিন মনে করেন যে, SEIP এর প্রশিক্ষণ বদলে দিতে পারে মানুষের জীবন।

Success Story-7

Brief Information of Trainee		
Name	Sultana Afrin	
Registration Number	0600034863	
Training Course	Sewing Machine Operation -Knit	
Training Institute	Metro Knitting & Dyeing Mills Ltd. (Factory-2)	
Training Provider	Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA)	
Age	36 Years	
Batch & Tranche	Batch-1; Tranche-2	
Monthly Income (Tk.)	21,000	
Educational Qualification	Class 10	
Nature of Employment	Wage Employment	

The struggle of a mother of mentally-challenged child

Sultana Afrin, a resident of Jhalkathi district, faced significant challenges when her husband left for Dhaka in search of work, leaving behind her and their two children, one of whom is mentally challenged. Unaware of her husband's whereabouts for a year, she discovered that he was working at a factory in Ashulia. Struggling with financial hardships, Sultana decided to move to Ashulia with her children in search of her husband.

To her disappointment, her husband did not offer support during their difficult times. However, on the advice of a relative, she decided to seek employment in the garment industry. Realizing the difficulty of securing a job without experience, she learned about a sewing machine training program at Metro Knitting & Dyeing Mills Ltd. (Factory-2) through a public announcement.

Motivated by the prospect of a package training program with allowances and job guarantees, she enrolled in Tranche-2, Batch-1. The two-month course, led by skilled trainers, provided a blend of theoretical and practical knowledge. Sultana Afrin found hope and enjoyment in the training with instructors offering sincere assistance in overcoming technological challenges. The emphasis on performance culminated in an assessment test which she successfully passed.

True to the program's promise, Sultana Afrin was offered a job as a General Operator in Grade 6 after completing the training. The SEIP training not only secured employment for her but also paved the way for career advancement. She progressed from Grade 6 to Senior Operator in Grade 3, catching the attention of Metro Knitting & Dyeing Mills Ltd. (Factory-2). Following an aptitude test, she was promoted to the position of supervisor, now earning a monthly income for Tk. 21,000.

Sultana Afrin's success did not stop there. With the newfound stability, she established a grocery store with her husband, who had transformed into a kind and sincere partner. Today, Sultana Afrin and her family live happily, thanks to the transformative impact of SEIP's training. She firmly believes that such programs have the power to change lives for the better.

Empowering JOURNEY
the triumphs of SEIP Female Trainees

সাফল্যগাথা-৮

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	আমেনা খাতুন খুকুমনি
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	3000004716
প্রশিক্ষণ কোর্স	Fashion Design, Product Development and Entrepreneurship Development
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	IDEAL Technical Training Center (ITTC)
প্রশিক্ষণদাতা	Bangladesh Women Chamber of Commerce & Industry (BWCCI)
বয়স	৩৫ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-৪; ট্রাঞ্চ-৩
মাসিক আয় (টাকা)	৪৫,০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	দশম শ্রেণী
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	আত্ম-কর্মসংস্থান



খুকুমনি পরিবারে এনেছে আলো

আমেনা খাতুন খুকুমনি নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর এলাকায় বসবাস করেন। এসএসসি পাশ করার পরই ২০১১ সালে আমেনার বিয়ে হয়। তার স্বামী ছিলেন একজন দোকানদার। গায়ের রং কালো হওয়ায় বিয়ের পর থেকেই আমেনার শাশুড়ী ও ননদ তাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করতে থাকেন। এক পর্যায়ে শাশুড়ী আমেনাকে বাড়ি থেকে বাইর করে দেন। এমতাবস্থায় তার স্বামীর দোকান বন্ধ করে তারা ঐ এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন। তিনি এক বছর অন্যত্র অনেক কষ্টে বসবাস করে পুনরায় শ্বশুর বাড়ির এলাকায় ফিরে আসেন। ইতোমধ্যে তিনি দুই সন্তানের মা হন। এক সময় এই কঠিন পরিস্থিতি আর মোকাবেলা করতে না পেরে আমেনা ভেঙে পড়েন। দিশেহারা হয়ে কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গায় কাজের খোঁজ করতে থাকেন। একদিন তিনি একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পারেন যে, বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের Skills for Employment Investment Program (SEIP) এর অধীনে Bangladesh Women Chamber of Commerce & Industry (BWCCI)-এর সহযোগিতায় IDEAL Technical Training Center (ITTC)-এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। তিনি ট্রান্স-৩ এর ব্যাচ-৪-এর আওতায় "Fashion Design, Product Development, and Entrepreneurship Development " কোর্সে ভর্তি হন এবং সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন।

আমেনা প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ব্লক বাটিক কাজের জন্য কিছু সরঞ্জাম ক্রয় করে প্রথম ব্যবসা শুরু করেন। তিনি দিনরাত পরিশ্রম করে "খুকুমনি কুটির শিল্প" নামে তার নিজের একটি দোকান চালু করেন। বর্তমানে তিনি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রশিক্ষক হিসেবেও কাজ করছেন। তিনি প্রতি মাসে গড়ে ৪৫,০০০ টাকা আয় করেন। এক সময়ের দিশেহারা আমেনা এখন উপার্জন করে সংসারসহ সন্তানের লেখাপড়ার খরচ যোগাচ্ছেন।

আমেনা আজ স্বাধীন উদ্যোক্তা। সমাজে তার মর্যাদা বেড়েছে। তিনি তার সাধ্যমত অন্যদেরও সাহায্য করেন। দুর্বল ও দুস্থ নারীদের সাহায্য করতে চান আমেনা। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে ৬৫ জন নারী কাজ করছে। প্রতিটি নারী গড়ে প্রতি মাসে ৫,০০০-৭,০০০ হাজার টাকা আয় করে তার প্রতিষ্ঠান থেকে। তিনি তার ব্যবসা আরো সম্প্রসারণের কথাও ভাবছেন। SEIP এর প্রশিক্ষণ নিয়ে কালো রঙের আমেনা হয়ে উঠেছেন পরিবারের আলো।

Success Story-8

Brief Information of Trainee		
Name	Amena Khatun Khuku Moni	
Registration Number	3000004716	
Training Course	Fashion Design, Product Development, and Entrepreneurship Development	
Training Institute	IDEAL Technical Training Center (ITTC)	
Training Provider	Bangladesh Women Chamber of Commerce & Industry (BWCCI)	
Age	35 Years	
Batch & Tranche	Batch-4, Tranche-3	
Monthly Income (Tk.)	45,000	
Educational Qualification	Class 10	
Nature of Employment	Self-Employment	

Khukumoni brought light to her family

Amena Khatun Khukumni resides in the Bandar area of Narayanganj district. After completing her SSC in 2011, she entered into matrimony with a shopkeeper. Unfortunately, her journey took a challenging turn as she faced mental torment from her mother-in-law and sister-in-law due to her dark complexion. The situation escalated to the point where Amena was ousted from her marital home, compelling them to close her husband's shop and relocate.

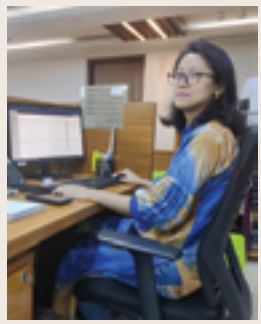
For a year, Amena and her family lived away from their original area, seeking refuge in her father-in-law's home. Amidst these hardships, she became a mother of two children. Struggling to cope, Amena determined, embarked on a quest for employment. Fate smiled upon her when she learned about the Skills for Employment Investment Program (SEIP) by the Bangladesh Government Ministry of Finance. She enrolled in the "Fashion Design, Product Development, and Entrepreneurship Development" course under Batch-4 of Trans-3 at the IDEAL Technical Training Center (ITTC) in collaboration with the Bangladesh Women Chamber of Commerce & Industry (BWCCI).

Armed with newfound skills, Amena launched her entrepreneurial journey, investing in equipment for block batik work. Through tireless effort, she established her own shop, "Khukumni Kutir Shilpa." Simultaneously, she became a trainer in the Narayanganj City Corporation. Amena's monthly earnings now average for Tk. 45,000 enabling her to contribute to her family's education expenses.

From a point of desperation, Amena has transformed into an independent entrepreneur, elevating her status in society. She is not only financially supporting her family but has also become a beacon for others. Compassionate and driven, Amena aims to assist vulnerable and distressed women. Currently, 65 women are employed in her company, each earning for Tk. 5000-7000 monthly. She envisions expanding her business further, fueled by the empowerment she received through SEIP training. Amena, once in the shadows, has emerged as a guiding light for her family and community.

সাফল্যগাথা-৯

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	হীরা চাকমা
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	3900000669
প্রশিক্ষণ কোর্স	Post Graduate Diploma in Knitwear Industry Management
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	BRAC Institute of Governance and Development, BRAC University
প্রশিক্ষণদাতা	EDC-BRACU
বয়স	২৭ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-১ ট্র্যাঞ্চ-৩
মাসিক আয় (টাকা)	৩২,০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	স্নাতক
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	চাকুরি



হীরা চাকমা এক সৈনিকের নাম

হীরা চাকমা ১৯৯৫ সালে খাগড়াছড়ি জেলার সদর থানার অন্তর্গত এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হীরা তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড'-এ ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করে তার বাবা তাদের সংসার চালাতেন। বাবা হঠাৎ বেকার হয়ে পড়েন এবং পরিবারে নেমে আসে দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর কষাঘাত। হীরা তার শিক্ষার খরচ বহন করার জন্য এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করার পরে গৃহশিক্ষকের কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি পরিবারের অভাব-অনটন দেখে তিনি একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্র ঋণ নিয়ে তার পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কাঁধে নেন।

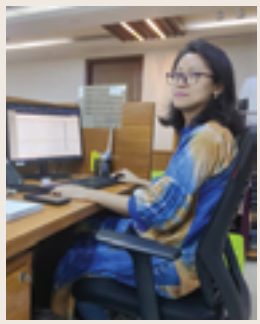
হীরা শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তিনি ২০১৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ থেকে সাফল্যের সাথে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় স্নাতক সম্পন্ন করেন। মাত্র ৮,০০০ টাকা বেতনে কুমিল্লায় জিহান ফুটওয়ার লিমিটেডে কাজ করার মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু করেন। ২০২০ সালে 'জিএমএস কম্পোজিট নিটওয়্যার লিমিটেড, শ্রীপুর, গাজীপুর'-এ যোগদান করেন। হীরা সহকর্মীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, BRAC Institute of Governance and Development এর অধীনে EDC-BRACU-তে নিটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি ম্যানেজমেন্টের উপর ১২ মাস মেয়াদি একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থবিভাগের SEIP-এর স্পন্সরশিপে সম্পূর্ণ বিনামূল্যের একটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম। কোনো দ্বিধা ছাড়াই তিনি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হন। কোর্সের ১২ মাসের মধ্যে একটি দিন ছাড়া আর কোন ক্লাসে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন না।

তিনি সফলতার সাথে যথাসময়ে কোর্সটি শেষ করেন এবং দক্ষ হয়ে ওঠেন। প্রশিক্ষণের পর তিনি সহকারী মার্চেন্ডাইজার থেকে 'মার্চেন্ডাইজার' পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। পদোন্নতির সাথে সাথে তার বেতন ১৮,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩২,০০০ টাকা হয়। সম্প্রতি হীরা চাকুরি পরিবর্তন করে এখন এসকিউ গ্রুপে চাকুরি করছেন।

পরিবারটির আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায়ে এখন অনেক ভালো। হীরা আত্মবিশ্বাসের সাথে জানান, "আমি এখন অনেক ভালো আছি। আমি আমার পরিবার পরিচালনায় একটা বড় ভূমিকা রাখছি, এটাই আমাকে আনন্দ ও তৃপ্তি দেয়। এক বছরের এই প্রশিক্ষণ আমার জীবনে এত বড় পরিবর্তন আনবে, আমি কখনো কল্পনাও করিনি। প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই আজ আমি আমার দক্ষতার উন্নয়ন করতে পেরেছি এবং এই প্রশিক্ষণ আমার জীবনকে অনেক এগিয়ে দিয়েছে।" হীরা আরও বলেন, "আমার স্বপ্ন হল বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের অন্যতম অনুকরণীয় ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা এবং নতুন পণ্য প্রবর্তন ও উন্নয়নের মাধ্যমে এই শিল্পকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়া"।

Success Story-9

Brief Information of Trainee	
Name	Hira Chkma
Registration Number	3900000669
Training Course	Post Graduate Diploma in Knitwear Industry Management
Training Institute	BRAC Institute of Governance and Development, BRAC University
Training Provider	EDC-BRACU
Age	27 Years
Batch & Tranche	Batch-1; Tranche-3
Monthly Income (Tk.)	32,000
Educational Qualification	Graduation
Nature of Employment	Wage Employment



Hira is the name of a soldier

Hira Chakma was born in 1995 into a lower-middle-class family in the Sadar Upazilla of Khagrachhari district. Hira was the only child of his parents. His father was an electrician with the 'Chittagong Hill Tracts Development Board' and supported the family through this profession. But, he suddenly became unemployed, forcing them into severe poverty. After completing her Higher Secondary Certificate (HSC) examinations, Hira began tutoring to support her educational expenses. Due to her family's hardship, she took a student loan from an institution to shoulder the responsibility of supporting her family.

Hira has been exceptionally intelligent since childhood. In 2019, she successfully completed her Bachelor's degree in International Business from the Faculty of Business Administration at the presitigous Dhaka University. She began her career at Jihan Footwear Limited in Comilla with a salary of just 8,000 Taka. In 2020, she joined at GMS Composite Knitwear Limited, Sreepur, Gazipur. Hira learned from a colleague about a 12-month training program in Knitwear Industry Management conducted by EDC-BRACU under the BRAC Institute of Governance and Development. This training program, sponsored by the SEIP project under the Finance Division of the Ministry of Finance, was completely free of charge. Without any hesitation, she enrolled in the Postgraduate Diploma course. She was very diligent at her class and during the 12-month course she was absent from class only once.

She successfully completed the course on time and became skilled. After the training, she was promoted from Assistant Merchandiser to the position of Merchandiser. With her promotion, her salary increased from 18,000 Taka to 32,000 Taka. Recently, she has changed her job and is now working at SQ Group.

The financial condition of her family is now much better compared to earlier situation. Hira confidently states, "I am doing much better now. Playing a significant role in managing my family brings me joy and satisfaction. I never imagined that a one-year training program would bring such a huge change in my life. It is through this training that I have been able to improve my skills and advance my life significantly." Heera further adds, "My dream is to establish myself as a role model in Bangladesh's garment industry and to take this industry to the next level through the innovation and development of new products."

Empowering JOURNEY
the triumphs of SEIP Female Trainees

সাফল্যগাথা-১০

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	নিলুফা ইয়াসমিন
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	3800002127
প্রশিক্ষণ কোর্স	Electrical Installation and Maintenance
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	SAIC Professional Training Center, Mymensigh
প্রশিক্ষণদাতা	Real Estate & Housing Association of Bangladesh (REHAB)
বয়স	৩৩ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-৩; ট্রাঞ্চ-২
মাসিক আয় (টাকা)	২০,০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	এইচএসসি
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	আত্ম-কর্মসংস্থান



"বিদ্যুৎ আপা" নিলুফা

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার কুশমাইল ইউনিয়নের চকরাধাকাইন গ্রামের দরিদ্র আব্দুল বারেক বেপারী ও মৃত আম্বিয়া খাতুনের মেয়ে নিলুফা ইয়াসমিন। নিলুফা তিন বোনের মধ্যে দ্বিতীয়। সংসারে অভাবের কারণে অষ্টম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় তাঁকে একই গ্রামে বিয়ে দেয়া হয়। পরে তিনি স্বামীর সাথে ঢাকা চলে আসেন। লেখাপড়ার আর সুযোগ হয়নি নিলুফার। স্বামী একটি কোম্পানির গাড়িচালক। তাঁর অল্প বেতনের চাকরিতে দুজনের ঢাকায় থাকা-খাওয়া কষ্টকর হয়ে ওঠে। এদিকে ততদিনে একটি কন্যা সন্তানের মা হন তিনি। তাই নয় বছর আগে তিন বছরের মেয়ে তাবাসুমকে নিয়ে চকরাধাকানাই গ্রামে বাবার বাড়িতে চলে আসেন নিলুফা। স্বামীর কাছ থেকে তেমন আর্থিক সহযোগিতা না পাওয়ায় স্বপ্ন দেখেন আত্মনির্ভরশীল হওয়ার। নিজে কিছু একটা করার।

নিলুফা হঠাৎ এক আত্মীয়ের মাধ্যমে SEIP এর স্কিল ট্রেনিং সম্পর্কে জানতে পারেন। তাঁর আত্মীয় তাঁকে বিদ্যুৎ মিস্ত্রির কাজের ওপর তিন মাসের প্রশিক্ষণ নেয়ার পরামর্শ দেন। অনেকেই আবার বিদুৎ মিস্ত্রির প্রশিক্ষণের বিরোধিতাও করেন। কিন্তু নিলুফা ছিলেন অনড়। পরবর্তীতে বাবা ও নিকট আত্মীয়ের পরামর্শক্রমে এবং গ্রামে কোন মহিলা ইলেকট্রিশিয়ান না থাকায় এসইআইপি-রিহ্যাব প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত SAIC Professional Training Center, ময়মনসিংহে Electrical Installation and Maintenance কোর্সে তিন মাসের প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি হন নিলুফা ইয়াসমিন। প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে প্রশিক্ষণের জন্য বের হলে বিভিন্ন নেতিবাচক মন্তব্য শুরু করে গ্রামের মানুষ। ঢাকায় তাঁর স্বামীর কাছেও নালিশ করে তারা। সব বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে জুলাই ২০১৯ - এ প্রশিক্ষণ শেষ করেন তিনি।

প্রশিক্ষণ শেষ করে তিনি একজন ইলেকট্রিশিয়ানের কাছে দৈনিক ৪০০ টাকা হাজিরার ভিত্তিতে প্রায় ৭ মাস কাজ করেন। নারী ইলেকট্রিশিয়ান বিবেচনায় অনেকেই তাকে দিয়ে কাজ করাতে রাজি হতো না। তবে কাজের দক্ষতা ও সুনাম বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি নিজ উদ্যোগে কাজ করতে শুরু করেন। প্রথমে আশ-পাশের বাড়িগুলোতে বিদ্যুতের কাজ করেন। এছাড়াও তিনি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি ইলেকট্রিক্যাল পণ্যের ব্যবসা শুরু করেন যেখানে তাঁর অংশ ৪০ শতাংশ। ব্যবসা ও ইলেকট্রিক্যাল কাজের মাধ্যমে তাঁর আয় হয় প্রতি মাসে প্রায় ২০,০০০ টাকা। সফল নিলুফা ইয়াসমিন তাঁর কাজের পাশাপাশি পড়াশোনা চালিয়ে যান।

হাতে কাজ এলেই আকাশি রঙের গাউন ও হলুদ হেলমেট পরে হাতে সরঞ্জামের ব্যাগ নিয়ে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে ছুটে যান নিলুফা। বাড়ি বাড়ি বিদ্যুতের কাজ করেন। এ থেকে অর্জিত টাকা খরচ করেন সংসারে এবং সন্তানকে লেখাপড়ায় ব্যয় করেন। ছয় মাস আগেও যে গ্রামের মানুষ তিরস্কার করেছে তারাই এখন তাঁর কাজের প্রশংসা করেন। তাঁকে বিদ্যুৎ আপা-নিলুফা' বলে ডাকে। তিনি গ্রামের মানুষের কাছে একজন সফল নারী আত্মকর্মীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নিলুফা ইয়াসমিন পেশায় এখন পুরোদস্তুর বিদ্যুৎ মিস্ত্রি । বিদ্যুৎ আপা নিলুফা যখন আলো জ্বালাতে ছোটেন গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে তখন মানুষের মনেও জ্বলে ওঠে প্রগতির আলো।

Success Story-10

Brief Information of Trainee	
Name	Nilufa Yasmin
Registration Number	3800002127
Training Course	Electrical Installation and Maintenance
Training Institute	SAIC Professional Training Centre, Mymensingh
Training Provider	Real Estate and Housing Association of Bangladesh (REHAB)
Age	33 Years
Batch & Tranche	Batch 3; Tranche-2
Monthly Income (Tk.)	20,000
Educational Qualification	HSC
Nature of Employment	Self-Employment



"Biddyut Apa" Nilufa

Nilufa Yasmin is the daughter of impoverished Abdul Barek Bepari and late Ambia Khatun of Chakradhakain village of Fulbaria Upazila under Mymensingh district. Nilufa, the second of three sisters, was married off in the same village while in the class eight due to the family's poverty. She later moved to Dhaka and she did not get the opportunity to continue her education further. Her husband is a driver for a company, and his insufficient income made their living in Dhaka very difficult. She became a mother of a daughter. Being unable to bear their living expenses, Nilufa returned to her father's home nine years back with her three years old daughter. She did not receive adequate financial support from her husband which led her to dream of becoming self-reliant, and to start something of her own.

Nilufa Yasmin unexpectedly learned about the SEIP skill training from a relative. He suggested her to undertake a three-month course in electrical work. Many people opposed the idea of becoming an electrician. However, Nilufa remained determined. Following her father and other relatives' advice, and learning that there is a lack of female electricians in her village, Nilufa enrolled in the Electrical Installation and Maintenance course at SAIC Professional Training Center, Mymensingh, under the SEIP-REHAB project. During her training, she faced negative remarks from villagers every morning and complaints were made to her husband too in Dhaka. Nevertheless, by overcoming all obstacles and hindrances, she persevered and completed her training in July 2019.

After completing her training, Nilufa worked for about seven months under an electrician on a daily salary of 400 taka. Initially, as a female electrician, many were reluctant to hire her. However, as her skills and reputation grew, she started working independently. She began with electrical work in neighboring houses and entered started a partnership business of electrical products, where she owns 40% of the share. Through her business and electrical work, she now earns for Tk. 20,000 per month. Furthermore, this successful lady continues her studies alongside her tremendous work.

Whenever she finds work, Nilufa dresses in a sky-blue gown and a yellow helmet, and grabs her toolbox, and rushes from one village to another to do electrical work. She spends her earnings on her household and her child's education. Those who once looked down on her now praise her work. She is affectionately called "Biddyut Apa-Nilufa" by the villagers, and it is now a shining example of a successful self-reliant woman to her community. Nilufa Yasmin is now a full-fledged electrician. As "Biddyut Apa Nilufa" lights up corners of her village, she kindles a light of progress in people's hearts.

সাফল্যগাথা-১১

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য		
নাম	নদী খাতুন	
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	3200002005	
প্রশিক্ষণ কোর্স	Packing Technician	
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	PRAN (PAL) Training Center, Natore	
প্রশিক্ষণদাতা	Bangladesh Agro Processors Association (BAPA)	
বয়স	২৮ বছর	
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-৩; ট্রাঞ্চ-২	
মাসিক আয় (টাকা)	৩০,০০০	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	এসএসসি/ডিপ্লোমা	
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	চাকুরি	

হেরে যাননি নদী

নদী খাতুন নাটোর জেলার অন্তর্গত নাটোর সদর উপজেলার চন্দনপুর গ্রামে এক হতদরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নদীর পিতা একজন কৃষক এবং তার মাতা একজন গৃহিণী। সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম পিতার স্বল্প আয়ে সংসার চালানো প্রতিনিয়ত দুরহ হয়ে পড়ছিল। এই নিদারুন সময়ে নদীর পিতা অসুস্থ হওয়ায় এক পর্যায় সংসার চালানোর দায়িত্ব পরিবারের বড় সন্তান নদীর ওপর পড়ে।

পরিবারের নিদারুণ সংকটে একদিন নদী PRAN (PAL) Training Center, Natore এর গেটে বিনামূল্যে SEIP-BAPA প্রকল্পের তিন মাস মেয়াদি প্যাকেজিং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কিত একটি ব্যানার দেখতে পান। সে সময় তিনি উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রবেশদ্বারে নিরাপত্তা রক্ষীর সাথে কথা বলে বিস্তারিত জানতে পারেন। তারই ধারাবাহিকতায় SEIP - BAPA প্রকল্পের আওতায় PRAN (PAL) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে Packing Technician বিষয়ের উপর তিন মাস মেয়াদি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ চলাকালীন তার অসীম আগ্রহ ও মেধার পরিচয় পাওয়া যায়।

SEIP প্রকল্প হতে সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষে দক্ষতার ভিত্তিতে যথাযথভাবে মূল্যায়নের মাধ্যমে সনদপত্র অর্জন করে PRAN (PAL) Agro Ltd. কারখানায় প্যাকেজিং বিভাগে সহকারী অপারেটর পদে চাকুরিতে যোগদান করেন। কর্ম দক্ষতার ফলে বর্তমানে নদী পদোন্নতি পেয়ে সুপারভাইজার হিসাবে মাসে ১৫,০০০ টাকা উপার্জন করেন এবং পাশাপাশি বাপা সেইপ প্রকল্পের সহকারি প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন এবং প্রতি মাসে সব মিলিয়ে ৩০ হাজার টাকা উপার্জন করেন।

নদীর এই সফলতা পরিবারের সচ্ছলতার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গণ্য হয় এবং তার সহপাঠী বা সমবয়সীদের কাছে বর্তমানে নদী একজন সফল ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত। উল্লেখ্য, তিনি শত প্রতিকূলতার মাঝেও ইলেক্ট্রো মেডিক্যাল টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা কোর্সে সম্পন্ন করেছেন।

নদী আজ তার পরিবারের অর্থনৈতিক হাল ধরেছেন। তিনি সংসারের যাবতীয় খরচাদি এবং ভাই-বোনদের পড়াশোনার খরচ প্রদানেও সহায়তা করেন। নদী একজন দক্ষ নারী কর্মী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। ভবিষ্যতে তিনি প্যাকেজিং বিভাগে কাজের সফলতার মাধ্যমে আরও উপরের পদে অধিষ্ঠিত হতে চান। একসময় সমাজে অবহেলিত নদী SEIP'র দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার ফলে তার জীবনে অর্থনৈতিক সফলতার সাথে সামাজিক মর্যাদার স্বীকৃতিও পেয়েছেন।

Success Story-11

Brief Information of Trainee	
Name	Nadi Khatun
Registration Number	3200002005
Training Course	Packing Technician
Training Institute	PRAN (PAL) Training Center, Natore
Training Provider	Bangladesh Agro Processors Association (BAPA)
Age	28 Years
Batch & Tranche	Batch 3; Tranche-2
Monthly Income (Tk.)	30,000
Educational Qualification	SSC/Diploma
Nature of Employment	Wage Employment



Nadi could not be defeated

Nadi Khatun was born in a poor and destitute family of Chandanpur village of Natore Sadar Upazila under Natore Distrct. Her father is a farmer and mother housewife. It was difficult for his father to run the family as a sole income earner. During this difficult time, her father fell sick and unable to earn income as a result family responsiblity automatically vested to the elder daughter of Nadi Kahatun.

In this destitute condition of the family, Nadi Khatun found some ray of hope by seeing an admission notice through a banner that the SEIP-BAPA project is rendering skills training on Packaging course at PRAN Training Center, Natore. She enquired more about the training program to the security personnel of the training center. She was very much enthusiastic about SEIP training program and finally enrolled in the three months' duration packaging course. She successfully completed training course on Packaging course and performed very well in the assessment of skills under SEIP project.

On successful completion of assessment of skills, she got certificate from SEIP-BAPA project. Afterward, she got a job at PRAN (PAL) Agro Ltd as an Assistant Operator under the packaging department. She performed very well in her job through applying knowledge and skills what she acquired from the SEIP-BAPA project. The management of the company was satisfied on her performance and promoted to the position of Supervisor with a monthly salary of Tk 15,000. Besides, she is also woking as an Assistant Trainer under SEIP-BAPA project. Now her total income per month is Tk 30,000.

Nadi is now considered as a successful role model for the friends and neighbours in her village. It is worth to mention that she continued her education and successfully completed Diploma in Medical Technology through addressing lot of challenges and hardships.

Nadi has taken the financial responsibility of her family. She is now supporting the family expenditures as well as helping education of the siblings. She has established herself as a successful woman through acquiring necessary skills. She dream to have achieved higher level of career in the Packaging department of the company. Once neglected Nadi is now recognized by the society as a successful woman due to the contribution of the skills training program of SEIP.

Empowering JOURNEY
the triumphs of SEIP Female Trainees

সাফল্যগাথা-১২

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য		
নাম	মোহনা হোসেন	
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	3600000731	
প্রশিক্ষণ কোর্স	Post-graduate Diploma in Textiles	
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	EDC-BUTEX	
প্রশিক্ষণদাতা	Bangladesh University of Textiles (BUTEX)	
বয়স	২৮ বছর	
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-১, ট্রাঞ্চ-৩	
মাসিক আয় (টাকা)	৮৫,০০০	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	বিএসসি (ট্রেক্সটাইল) ইঞ্জিনিয়ারিং	
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	চাকুরি	

মেধাবী মোহনার এগিয়ে যাওয়ার গল্প

মোহনা হোসেনের গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জ। বাবা বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে চাকুরি করেন এবং মা একজন গৃহিনী। চাকুরির সুবাদে তার বেড়ে ওঠা ও লেখাপড়া চট্টগ্রামে। তিনি চট্টগ্রাম নেভি স্কুল এন্ড কলেজ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। অতঃপর ২০১৭ সালে তিনি Textile Engineering College, Chittagong(CTEC) থেকে বিএসসি (ট্রেক্সটাইল) ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করেন। স্নাতক সম্পন্ন হওয়ার পরপরই তিনি প্যাসিফিক জিন্স ফ্যাক্টরি, সিইপিজেডে চাকরির সুযোগ পান এবং প্রায় দুই বছর সেখানে কাজ করেন। তিনি মাসিক ২৫ হাজার টাকা বেতনে সহকারী মার্চেন্ডাইজার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। চাকরির উচ্চ সোপান তাকে ডাক দেয় নতুন নতুন পথ, নতুন যাত্রা। গাজীপুরে অবস্থিত একটি বহুজাতিক কোম্পানি ডেকাথলন স্পোর্টস বিডি-তে যোগদানের করেন।

ক্যারিয়ারে উন্নতি মোহনার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে ওঠে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে BUTEX–এ চলমান Post-graduate Diploma in Textiles কোর্সের বিষয়টি তিনি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারেন। অতঃপর তিনি কোর্সে ভর্তি হন। মোহনা EDC-BUTEX এর সর্বাত্মক সহায়তায় গ্রেড-A পেয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন। ট্রান্স-৩ এর আওতায় ইন্টেক-১ এর ব্যাচ-১ হতে মোহনা হোসেন-ই একমাত্র প্রশিক্ষণার্থী যিনি ৮০-৯০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করেছেন।

EDC-BUTEX -এ ভর্তির সময় তিনি প্রোডাকশন লিডার হিসেবে ডেকাথলন স্পোর্টস বিডি-তে কর্মরত ছিলেন। প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর তিনি একই প্রতিষ্ঠানের প্রোডাকশন লিডার ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এন্ড ডেভলপমেণ্ট পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। উল্লেখ্য যে, EDC-BUTEX এ ভর্তির সময় তার বেতন-ভাতাদি ৬৮,০০০ টাকা থাকলেও প্রশিক্ষণের পর ৮৫,০০০ টাকায় উন্নীত হয়।

মোহনা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আয় বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং আমাদের দেশের টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে এই ধরনের ডিপ্লোমা কোর্স খুবই প্রয়োজনীয়। SEIP এর প্রশিক্ষণ তার আর্থিক সুবিধার এবং পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়েছে। কাজের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, এই প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা তার চাকরির উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। এই কোর্স তার চাকরির ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছে, তাকে যোগ্য মানব সম্পদ হিসাবে রূপান্তরিত করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে এবং তার জীবন ও জীবিকা উন্নত করেছে। আমাদের সমাজের নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে মোহনা হোসেন এর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন সাধনে অন্যান্য নারীদের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় উদাহরণ হতে পারে।

Success Story-12

Brief Information of Trainee		
Name	Mohona Hossain	
Registration Number	360000731	
Training Course	Post-graduate Diploma in Textiles	
Training Institute	EDC-BUTEX	
Training Provider	Bangladesh University of Textiles (BUTEX)	
Age	28 Years	
Batch & Tranche	Batch 1; Tranche-3	
Monthly Income (Tk.)	85,000	
Educational Qualification	B.Sc Engineering in Textile	
Nature of Employment	Wage Employment	

The story of the brilliant Mohona moving forward

Mohona Hossain comes from Sirajganj. Her father serves in the Bangladesh Navy while her mother is a housewife. Due to her father's profession, Mohona was raised and educated in Chattagram. She completed her secondary and higher secondary education at the Chattagram Navy School and College. In 2017, she earned a B.Sc in Textile Engineering from the Textile Engineering College, Chattagram (CTEC).

After her graduation, Mohona got job opportunity at the Pacific Jeans Factory in CEPZ, where she worked for approximately two years as an Assistant Merchandiser. At that time, she was earning a monthly salary of Tk 25,000. But a person is as big as their dreams. The varied nature of her job took her to new paths, new journeys. She then joined a position at a multinational company, Decathlon Sports Bd., located in Gazipur.

Mohona Hossain's dedication to her career development became an integral part of her life's focus. She came to know about the ongoing Post-Graduate Diploma in Textiles course at BUTEX on weekends through social media (Facebook). She later enrolled in the course. Among the participants in Batch-1 of Intake-1 under Tranche-3, Mohona Hossain stood out as the sole trainee who achieved outstanding marks ranging between 80-90%. This achievement highlighted her exceptional performance and dedication to her studies.

At the start of her journey with EDC-BUTEX, Mohona was working as a Production Leader at Decathlon Sports BD. Her remarkable performance during the program led her to get a promotion within the same company as a role of Production Leader in Industrialization and Development. Also, to be noted is, initially earning Tk. 68,000 upon joining EDC-BUTEX, her remuneration significantly rose to Tk. 85,000 after the successful completion of the training from EDC-BUTEX.

Mohona firmly believes that diploma courses of this nature are crucial for increasing income, empowering women, and contributing to the sustainable development of our country. The training from SEIP has enhanced her financial benefits and professional skills. Alongside her work experience, the knowledge gained from this training has played a significant role in her career advancement. This course has transformed her perspective in her job, turned her into a skilled human resource, and improved her life and livelihood. In the pursuit of women's development in our society, Mohona Hossain's economic and social advancements can serve as a commendable example for other women.

সাফল্যগাথা-১৩

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	চন্দ্রা বিশ্বাস
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	2700014907
প্রশিক্ষণ কোর্স	Pattern Making, Grading & CAD-CAM Operation
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	Centre of Excellence for Leather Skill Bangladesh Ltd.
প্রশিক্ষণদাতা	Leathergoods And Footwear Manufacturers and Exporters Association of Bangladesh
বয়স	২৭ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-০৭, ট্রাঞ্চ-২
মাসিক আয় (টাকা)	৩৩,০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	স্নাতক
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	চাকুরি



চন্দ্রার স্বপ্ন আর স্বপ্ন নয়

চন্দ্রা বিশ্বাস গাজীপুর জেলার টঙ্গীর মুন্নুনগরে বসবাস করেন। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা চন্দ্রা ২০১৯ ঢাকা সিটি কলেজ থেকে কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিএসসি সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি ২০১৯ এর সেপ্টেম্বরে এক্সপ্রেস লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড (লোট্রো)-তে একজন মার্চেন্ডাইজিং অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। বাবা মারা যাওয়ায় বড় মেয়ে হিসেবে তাকে চার সদস্যের পরিবারের দায়িত্বগ্রহণ করতে হয়।

মার্চেন্ডাইজিং অফিসার হিসেবে যোগদানের পূর্বে ডিজাইনিং ও অটোমেশন নিয়ে তার যথেষ্ট আগ্রহ থাকলেও স্যু ডিজাইনিং এর জন্য কারিগরি, প্রযুক্তিগত দক্ষতা তার ছিল না। তিনি এ বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সন্ধান করতে থাকেন। একদিন Pattern Making, Grading & CAD-CAM Operation" এর ট্রেনিং সম্পর্কে জানতে পারেন যে, LFMEAB-SEIP প্রকল্পের অধীনে গাজীপুরের Centre of Excellence for Leather Skill Bangladesh Ltd.- এ কোর্সটি করার সুযোগ আছে। এখানে তিনি প্যাটার্ন মেকিং, গ্রেডিং ও ক্যাড ক্যাম অপারেশন কোর্সের সপ্তম ব্যাচে ভর্তি হয়ে সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ শেষ করেন।

চন্দ্রা প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং দক্ষতা কর্মক্ষেত্রে প্যাটার্ন মেকিং, সাইজ গ্রেডিং-এ কাজে লাগান। ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও প্রশিক্ষণটি তার দারুণ কাজে লাগে। তার কোম্পানিতে স্যু ডিজাইনিং-এর যে সফটওয়্যার এবং CAD-CAM মেশিনগুলো অচল অবস্থায় পড়ে ছিল তা চন্দ্রা কাজে লাগান।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি অচল মেশিন চালু করায় অপারেশনের সময় কমে যায় এবং উৎপাদনশীলতা বেড়ে যায়। চন্দ্রা বিশ্বাস বলেন "একজন মেয়ে হিসাবে আমি আমার পিতার অনুপস্থিতিতে পরিবারের ব্যয় বহন করতে সক্ষম হওয়ায় গর্ববোধ করছি। পারিবারিক আয়ে আমার অবদান রয়েছে। এখন আমি অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং সমাজে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করছি।" তার সুপারভাইজার বলেন, ‘‘চন্দ্রার প্রশিক্ষণের আগে জুতার সাইজ গ্রেডিং তাদের বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করতে হতো। কিন্তু প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর এখন এই কাজটি চন্দ্রা নিজেই সম্পাদন করতে পারেন যা আমাদের সময় এবং টাকা উভয়ই সাশ্রয় করছে। আমরা তার জন্য গর্ববোধ করি।’’

চন্দ্রার উদ্যোগ এবং কঠোর পরিশ্রম কোম্পানি কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সিনিয়র অফিসার (প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট) পদে পদোন্নতি পান। ফলস্বরূপ তিনি এখন প্রায় ৩৩,০০০ টাকা মাসিক বেতন পান যা তার কর্মজীবনে কঠোর পরিশ্রম ও সাফল্যের প্রমাণ। তার শেখার আগ্রহ এবং নতুন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার ইচ্ছা তাকে শুধুমাত্র পেশাগতভাবেই এগিয়ে যেতে সাহায্য করেনি; বরং তার কোম্পানির উন্নতিতেও সাহায্য করেছে। সফলতার জন্য চাই প্রশিক্ষণ ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ। চন্দ্রা সেটাই করেছেন।

Success Story-13

Brief Information of Trainee	
Name	Chandra Biswas
Registration Number	2700014907
Training Course	Pattern Making, Grading & CAD-CAM Operation
Training Institute	Centre of Excellence for Leather Skill Bangladesh Ltd.
Training Provider	Leathergoods and Footwear Manufacturers & Exporters Association of Bangladesh (LFMEAB)
Age	27 Years
Batch & Tranche	Batch-7; Tranche-2
Monthly Income (Tk.)	33,000
Educational Qualification	Graduate (B.Sc in Computer Science and Engineering)
Nature of Employment	Wage Employment



Chandra's dream is no more a dream

Chandra Biswas lives in Tongi Mununagar, part of the Gazipur district. Raised in a middle-class life, she earned her BSc degree in Computer Science and Engineering from Dhaka City College in 2019. At the month of September of the same year, she stepped into the job as a Merchandising Officer with Express Leather Products Limited, commonly known by its brand name, Lotto. The loss of her father meant that Chandra, as the eldest in her family, had to take the responsibility for a family of four.

Even though Chandra had more passion for designing and automation, she lacked the highly sophisticated skills to do such tasks as a Merchandising Officer. She was determined to acquire the deep technical skills & academic knowledge, so she actively sought opportunities to gain knowledge and expertise in this field. By this time, she heard about a training program called "Pattern Making, Grading & CAD-CAM Operation" under LFMEAB-SEIP project at the Centre of Excellence for Leather Skill Bangladesh Ltd. in Gazipur.

She enrolled in the seventh batch of the Pattern Making, Grading & CAD-CAM Operation course under LFMEAB-SEIP skills training program. At her company, she applied the knowledge and skills gained from training to her work in pattern making and size grading. The training also helped her tremendously in communicating with the customers. Chandra effectively utilized the shoe designing software and CAD-CAM machines at her company that had been idle before. After receiving training, she managed to get them operational, which reduced operation time and increased productivity.

Chandra Biswas said, "As a girl, I am proud to have been able to support my family financially in the absence of my father. My contribution is significant to our family income. Now, I am financially strong and live a respected life in society." Her supervisor added, "Before Chandra's training, we had to outsource our shoe size grading. But after her training, Chandra can perform this task herself, which saves both time and money for us. We are really proud of her."

Chandra's initiative and hard work have earned her recognition at the company. Within a short period, she was promoted to the position of Senior Officer (Product Development). As a result, she now earns a monthly salary of 33,000 taka, which is a testament to her diligence and success in her career. Her eagerness to learn and willingness to take on new challenges have not only advanced her professionally but have also contributed to her company's improvement. Success requires embracing training and challenges, and Chandra has done just that.

সাফল্যগাথা-১৪

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য		
নাম	পাওলিনা কিস্কু	
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	2600015884	
প্রশিক্ষণ কোর্স	Electrical & Navigation Equipment Installation	
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	Karupanya Technical Training Center, Thakurgaon	
প্রশিক্ষণদাতা	Association of Export Oriented Shipbuilding Industries of Bangladesh (AEOSIB)	
বয়স	২০ বছর	
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-২, ট্রাঞ্চ-৩	
মাসিক আয় (টাকা)	১৭,০০০	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	৮ম	
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	আত্ম-কর্মসংস্থান	

পাওলিনা এখন আলোর কারিগর

পাওলিনা কিস্কু একজন ২০ বছর বয়সী সাঁওতাল আদিবাসী। দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। ঠাকুরগাঁও জেলার একটি ছোট গ্রামে বেড়ে ওঠেন। পাওলিনা কিস্কুর বাবা একজন দিনমজুর এবং তার মা একজন গৃহকর্মী। পাওলিনা কিস্কুর রয়েছে দুইজন ছোট ভাই-বোন। তিনি জানতেন যে, তার বাবা-মা তাদের সবাইকে স্কুলে পাঠানোর সামর্থ্য রাখেন না। তাই তিনি স্কুল ছেড়ে দেন এবং তার বাবা-মাকে বাড়ি ও খামারের কাজে সাহায্য করার একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নেন । একদিন পাওলিনা কিস্কু এক লিফলেটের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও শহরে Karupanya Technical Training Center-তে AEOSIB-SEIP এর Electrical & Navigation Equipment Installation প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সর্ম্পকে জানেন। তিনি এ সুযোগটি কাজে লাগিয়ে বৈদ্যুতিক কাজ সম্পর্কে জানার জন্য এবং দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান হবার স্বপ্ন দেখেন। তাই তিনি Karupanya Technical Training Center, Thakurgaon -তে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড নেভিগেশনাল ইকুইপমেন্ট ইন্সটলেশন এর তিন মাসের কোর্সের ২য় ব্যাচে ভর্তি হন।

পাওলিনা কিস্কু সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করার পর Electrical & Navigation Equipment Installation কোর্সের সার্টিফিকেট পান এবং ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ খুঁজতে শুরু করেন। পরবর্তীতে Karupanya Technical Training Center-এর জব প্লেসমেন্ট সেলের মাধ্যমে তিনি সহকারী ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে সততা ইলেকট্রিক, জেলা পরিষদ মার্কেট, চৌরাস্তা, ঠাকুরগাঁও-এ মাসিক ৮ হাজার টাকা বেতনে চাকরি শুরু করেন। কিন্তু তার বাড়ি থেকে কর্মস্থলের দূরত্ব অনেক বেশি থাকায় বাধ্য হয়েই তাকে কাজ ছাড়তে হয়। কিন্তু চাকুরি ছাড়লেও থেমে যাননি কিস্কু। এরপর তিনি নিজেই ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি মেরামতের ব্যবসা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি AEOSIB-SEIP থেকে প্রশিক্ষণ উপবৃত্তির সহায়তায় এবং কারুপণ্য টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের জব প্লেসমেন্ট সেলের মাধ্যমে স্থানীয় বাজারে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু করেন। তার দোকানে দুই-তিনজন সহপাঠীদেরও কাজের ব্যবস্থা করেন। পাওলিনা কিস্কু তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রিক্যালের পণ্য বিক্রির পাশাপাশি বিভিন্ন বাসা বাড়ি ও দোকানে কাজের অর্ডার নেন।

প্রথম দিকে ব্যবসা ধীর ছিল কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এলাকার লোকজন তার দক্ষতা এবং পেশাদারিত্ব লক্ষ্য করতে শুরু করেন। তার ব্যবহার ও কাজে মুগ্ধ হয়ে আরও বেশি গ্রাহক পেতে থাকেন। বর্তমানে তার মাসিক আয় ১৭,০০০ টাকা। আজ পাওলিনা কিস্কু একজন সফল ইলেকট্রিশিয়ান এবং সে তার নিজস্ব বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি মেরামতের ব্যবসা চালান। তিনি এখন তার পরিবারকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেন এবং ছোট ভাই-বোনদের দেখাশোনা করেন।

Success Story-14

Brief Information of Trainee	
Name	Paulina Kisku
Registration Number	2600015884
Training Course	Electrical & Navigation Equipment Installation
Training Institute	Karupanya Technical Training Center, Thakurgaon
Training Provider	AEOSIB-SEIP Project
Age	20 Years
Batch & Tranche	Batch-2; Tranche-3
Monthly Income (Tk.)	17,000
Educational Qualification	VIII
Nature of Employment	Self-Employment



Paulina a beacon of light

Paulina Kisku is a 20-year-old Santal indigenous woman, was born and raised in a small village in Thakurgaon district. Coming from a poor family, her father works as a daily wage laborer, while her mother is a homemaker. Growing up with two younger siblings, Paulina realized her parents could not afford to send them to school. In light of this, she made the tough decision to leave school and assist her family with household and farm responsibilities.

One day, Paulina learned about the Electrical and Navigation Equipment Installation Training Program offered by AEOSIB-SEIP at Karupanya Technical Training Center in Thakurgaon through a leaflet. Seizing this opportunity, she enrolled in the second batch of a three-month course to gain skills in electrical work. This training allowed her to pursue her dream of becoming a skilled electrician.

After successfully finishing her training, Paulina Kisku obtained a certificate in Electrical and Navigation Equipment Installation and began seeking employment as an electrician. Subsequently, with the assistance of the job placement cell at Karupanya Technical Training Center, she secured a position as an Assistant Electrician at Satta Electric in Zilla Parishad Market, Chaurasta, Thakurgaon, earning a monthly salary of BDT 8,000. However, due to the distance from her home to work, she had to resign.

Undeterred, Kisku, driven by her self-belief, decided to embark on a new venture. She initiated her own business, specializing in repairing electrical equipment. The job placement cell at Karupanya Technical Training Center in Thakurgaon guided her in the initial setup. She mentioned that the stipend received from AEOSIB-SEIP served as the initial investment in her business. Kisku also hired three of her classmates to work in her shop. Her business involves selling various electric products and undertaking house wiring projects in different residences and shops.

At first, the business had a slow start, but as time passed, Paulina Kisku's skills and professionalism caught the attention of people in the area. Her impressive behavior, dedication, and work ethics more and more customers. Currently, she earns approximately BDT 17,000 per month. Paulina Kisku has evolved into a successful electrician, managing her own electrical equipment repair business. She now provides financial support to her family and takes care of her younger siblings.

সাফল্যগাথা-১৫

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য		
নাম	সাবিনা ইয়াসমিন সোমা	
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	0400031886	
প্রশিক্ষণ কোর্স	Digital Marketing(TR-1 Add)	
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	BASIS Institute of Technology and Management, Dhaka	
প্রশিক্ষণদাতা	Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS)	
বয়স	৩০ বছর	
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-৩০, ট্রাঞ্চ-১	
মাসিক আয় (টাকা)	৪৫,০০০	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	গ্রাজুয়েট	
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	চাকুরি	

সাবিনার এগিয়ে যাওয়া

সাবিনা ইয়াসমিন সোমা ঢাকার পল্লবি এলাকার একজন বাসিন্দা। বাবা, মা, ৩ ভাই বোন মিলিয়ে মোট ৫ সদস্যের পরিবার। পরিবারের প্রধান সদস্য বাবা দীর্ঘ দিন অসুস্থতার কারণে শয্যাশায়ী। পরিবারের পরবর্তী উপার্জনকারী ব্যক্তি বড় ভাইয়ের আয় অপ্রতুল। বড় ভাইয়ের বিয়ে এবং তার সংসার আলাদা হবার পর পরিবারের পুরো দায়িত্ব তার নিজের উপর চলে আসে। নিজের ছোট বোনের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াটাও তার দায়িত্ব। সংসারের খরচ এবং ছোট বোনের লেখাপড়ার খরচ যোগাতে হিমশিম খেতে হয় তাকে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স সম্পন্ন করার পর চাকরির অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাবে চাকরি পাওয়া তার জন্য কঠিন হয়ে উঠে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত এই পরিবারটি তখন আর্থিকভাবে ভীষণ কষ্টের মাঝে থেকেই দিন পার করছিলো।

একদিন সাবিনা ফেইসবুক এর মাধ্যমে BASIS-SEIP Project এর BITM এর প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারেন। অতঃপর Digital Marketing–এ শুরু হয় তার প্রশিক্ষণ। ৩ মাসের দক্ষ প্রশিক্ষকের নিবিড় তত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ হয়ে উঠেন। পাশাপাশি BASIS-SEIP এর Job Placement Team এর Career Guideline এর মাধ্যমে পান Career Development এর সঠিক দিক নির্দেশনা।

প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পরে Job Placement Team এর সহযোগিতায় তিনি Euro Vigil (Pvt.) Ltd.-তে পেয়ে যান তার কাঙ্ক্ষিত চাকরি। প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে, দক্ষতা যাচাই পূর্বক Executive - Admin পদে, ১৩,০০০ টাকা মাসিক বেতনে নিয়োগ পান। এখানে তার মূল দায়িত্ব ছিল অফিসের প্রশাসনিক কাজ করার পাশাপাশি Social Media Marketing (Digital Marketing) পুরো কাজ দেখভাল করা। এ সময় থেকে পরিবারকে তিনি আর্থিকভাবে সহযোগিতা শুরু করেন। বাবা আর ভাই না পারলেও সংসারের হাল ধরেন সাবিনা। কাজের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে তার ক্যারিয়ারে তিনি উল্ল্যেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আজ তিনি জিয়ানোলজিয়া (Jeanologia) নামক প্রতিষ্ঠানে Logistics and Customer Experienced Specialist হিসেবে মাসিক ৪৫,০০০ টাকা বেতনে কর্মরত আছেন।

বর্তমানে সাবিনা তার পরিবার নিয়ে পূর্বের তুলনায় স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করছেন। তিনি তার দক্ষতা উন্নয়ন, চাকুরি লাভ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য BASIS-SEIP Project সহ BASIS Institute of Technology & Management (BITM) এর সংশ্লিষ্ট সবার নিকট কৃতজ্ঞ।

Success Story-15

Brief Information of Trainee	
Name	Sabina Yasmin Soma
Registration Number	0400031886
Training Course	Digital Marketing
Training Institute	BASIS Institute of Technology & Management (BITM), Dhaka
Training Provider	Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS)
Age	30 Years
Batch & Tranche	Batch-30, Tranche-1
Monthly Income (Tk.)	45,000
Educational Qualification	Graduate
Nature of Employment	Wage Employment



Sabina still standing strong

Sabina Yasmin Soma is a resident of the Pallabi area in Dhaka. She belongs to a family of five, including her parents and three siblings. Her father, the main breadwinner of the family, has been bedridden for a long time due to illness. Whereas, the income of her older brother, the next earner, is insufficient. After her brother's marriage, he separated from the family, and the full responsibility of the family finances fell on Sabina. Ensuring the continuation of her younger sister's education also became her responsibility. Ultimately, the burden of the household expenses and her sister's educational costs became a grueling struggle for her. In addition, after completing her honors degree under the National University, finding a job became a challenge due to her lack of experience and skills. At that time, her lower-middle-class family was living in severe financial hardship.

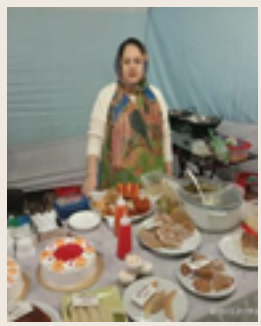
One fateful day, Sabina learned about the training at BITM under the BASIS-SEIP Project through Facebook. Subsequently, she began her training in Digital Marketing course for three months. There, she became proficient under the close supervision of skilled trainers. Alongside this, she received proper career development guidance through the Career Guideline of BASIS-SEIP's Job Placement Team.

After completing her training, Sabina secured her desired position at Euro Vigil (Pvt.) Ltd. with the assistance of the Job Placement Team. Through a competitive selection process, she was appointed as an Executive - Admin with a monthly salary of 13,000 taka. Her primary responsibility there was to manage the administrative work of the office along with managing the entire Social Media Marketing (Digital Marketing) tasks. It was from this time that she began to financially support her family, taking the responsibility when her father and brother were unable to. Through her skill and experience, Sabina achieved significant success in her career. Continuing this road to success, today she now works as a Logistics and Customer Experience Specialist at a company named Jeanologia, earning a monthly salary for Tk. 45,000.

Currently, Sabina is living a much more comfortable life with her family compared to her earlier struggles. She is grateful to everyone associated with the BASIS-SEIP Project and the BASIS Institute of Technology & Management (BITM) for their role in her skill development, job acquisition, socio-economic advancement, and her financial independence.

সাফল্যগাথা-১৬

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	মোসাররাৎ শাহীন পিয়া
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	3000004078
প্রশিক্ষণ কোর্স	Food and Beverage Production and Entrepreneurship Development
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	Hope Technical Institute, Khulna
প্রশিক্ষণদাতা	Bangladesh Women Chamber of Commerce and Industry (BWCCI)
বয়স	৪০ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-৩; ট্রাঞ্চ-৩
মাসিক আয় (টাকা)	৩৫,০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	এইচএসসি
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	আত্ম-কর্মসংস্থান



পিয়ার রসুই ঘরের গল্প

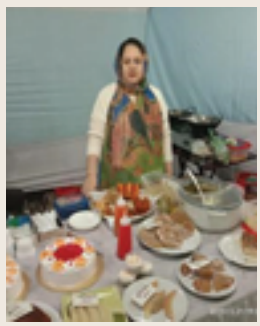
মোসাররাৎ শাহীন পিয়ার জন্ম বাগেরহাট জেলায়। বর্তমানে তিনি স্থায়ীভাবে খুলনায় বসবাস করছেন। তার স্বপ্ন ছিল উদ্যোক্তা হবার। স্বল্প পরিসরে ঘরে খাবার তৈরি করে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে খাবার ডেলিভারি করতেন বছর পাঁচেক ধরে। ক্ষুদ্র সেই ব্যবসার গণ্ডি বাড়ানোর চিন্তা থেকে ফেসবুকে একটা পেইজও খুলেছিলেন। কিন্তু আশানুরূপ সাড়া মিলছিল না। কিভাবে ব্যবসার পরিধি বাড়ানো যায় সে ভাবনা থেকেই বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারেন ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রডাকশন অ্যান্ড এন্ট্রপ্রিনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক কোর্সের খবর। খাবারের স্বাদ ও গুণগত মান বাড়ানোর ভাবনা থেকেই ভর্তি হন খুলনার হোপ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে।

সরকারের স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) প্রকল্পের আওতাধীন দুই মাসের প্রশিক্ষণ থেকে পিয়া'র উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যাত্রা শুরু। প্রশিক্ষণের কেন্দ্রে গিয়ে তিনি স্বাস্থ্যসম্মত আর মজাদার খাবার রান্নার কৌশলের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ থেকে রান্না বিষয়ক ব্যবসার প্রসার কিভাবে বাড়ানো যায় তার খুঁটিনাটি শিখেছেন। ফলে স্বাস্থ্যকর ও মানসম্মত খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে গ্রাহক সন্তুষ্টির বিষয়টি এখন তার প্রধান বিবেচনার বিষয়। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন খুলনার ক্রসরোডের ফুড ডেলিভারি প্রতিষ্ঠান "পিয়া'স কুইজিন"।

"পিয়া'স কুইজিন" আজ শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের কারণে পরিচিতি ও ব্যবসা বেড়েছে। তিনি একটি প্রশিক্ষিত দল গড়ে তুলেছেন। বড় কোনো অর্ডার পেলে তারা তার কাজে সহযোগিতা করে। খুলনা শহরের পাশাপাশি শহরের বাইরেও এখন পিয়া'স কুইজিনের খাবার পৌঁছে যাচ্ছে। পূর্বে তার মাসিক আয় ছিল ৫,০০০ টাকা। এখন তার মাসিক আয় গড়ে ৩৫,০০০ টাকা। স্বামীর পাশাপাশি নিজে এখন সংসারে আর্থিক অবদান রাখতে পারছেন। শুধু সংসারে অবদান রাখাই নয়, পিয়া আশেপাশের মেয়েদের রান্না শিখিয়ে স্বাবলম্বী করে তুলছেন।

শুধু প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিয়েই থেমে থাকেননি পিয়া। প্রতিনিয়ত আরো নতুন নতুন প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষতা বাড়ানোর কাজ করে চলেছেন। পিয়া'র রান্নার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে গোটা খুলনা জুড়ে। পেয়েছেন নানা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার স্বীকৃতি । প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা নিয়ে পিয়া বলেন, SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণ অনেক উন্নতমানের। প্রশিক্ষকগণ আন্তরিকতার সাথে তাকে শিখিয়েছেন। আজকের উদ্যোক্তা হবার পিছনে ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রডাকশন অ্যান্ড এন্ট্রপ্রিনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট কোর্স অনেক সাহায্য করেছে। তার মতে, গৃহিনী পিয়া থেকে উদ্যোক্তা প্রিয়া পিয়া উপযুক্ত প্রশিক্ষণ আর দক্ষতা যে কীভাবে একজন নারীকে প্রতিশ্রুতিশীল ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তায় বদলে দিতে পারে তারই উদাহরণ পিয়া। তিনি তাঁর ব্যবসা আরো বড় করার বিষয়ে আশাবাদী।

Success Story-16

Brief Information of Trainee		
Name	Mosarrat Shaheen Piya	
Registration Number	3000004078	
Training Course	Food and Beverage Production and Entrepreneurship Development	
Training Institute	Hope Technical Institute, Khulna	
Training Provider	BWCCI	
Age	40 Years	
Batch & Tranche	Batch-3, Tranche-3	
Monthly Income (Tk.)	35,000	
Educational Qualification	HSC	
Nature of Employment	Self-Employment	

A tale of Piya's cuisine

Mosarrat Shaheen Piya was born in Bagerhat District. Now she is permanently residing in Khulna. From early age, she dreamt to be an entrepreneur. She was preparing and delivering food to his relatives for about five years in a small scale from home. She also opened a facebook page with an expectation of improving her business. Nevertheless, she did not get the anticipated responses. While thinking of how to expand the scope of the business, she was informed about the training course on "Food and Beverage Production and Entrepreneurship Development" from her friends. In order to increase the taste and quality of food, she got herself admitted in the Hope Technical Institute, Khulna.

Piya's journey to establishing as an entrepreneur began with this two-month training under the "Skills for Employment Investment Program (SEIP)" of Government of Bangladesh. While attending the training course, she learnet the techniques of cooking healthy and delicious food as well as the details of how to inflate the culinary business. She learned that customer's satisfaction is the prime concern in any business. She established her food delivery company "Piya's Cuisine" at the Crossroad in Khulna City taking customer satisfaction, in serving healthy and quality food, as her prime consideration.

The "Pia's Cuisine" today stood on a resilient foundation. For serving delicious and healthy food her popularity and business has increased. She has built a trained team for her help. They help her in doing works upon getting big orders. The food of Pria's Cuisine is now reaching outside of the city. Earlier her monthly income was tk.5,000 and It has reached to her for tk. 35,000 monthly. She is now able to contribute financially to the family with her husband. Not only contributing to the family, Piya is also making local girls self-reliant.

Piya is working to improve her skills with new training beside her basic training. The fame of Priya's cooking has spread all over Khulna. She received recognition from various institutions and organizations. Piya said about her training experience that the training of SEIP project is outstanding. The Trainers taught her with sincerity. The Food and Beverage Production and Entrepreneurship Development course has helped her a lot to become today's entrepreneur. According to her opinion, Piya's journey from homemaker Piya to entrepreneur Piya was not as smooth as the story page of a book. Pia is an example of how a proper training and skills can transform a woman into a promising businessperson and entrepreneur. She is enthusiastic to making her business bigger.

সাফল্যগাথা-১৭

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	কথা রানী দে
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	4600000104
প্রশিক্ষণ কোর্স	National Skill Certificate in Caregiving for Elderly People
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	Kumudini Trade Training Institute, Mirzapur, Tangail
প্রশিক্ষণদাতা	Kumudini Welfare Trust of Bengal (Bd) Limited
বয়স	২৪ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-৩; ট্রাঞ্চ-৩
মাসিক আয় (টাকা)	৩৫,০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	এইচএসসি
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	চাকুরি



"কথা রানী" কথা রেখেছেন

পিতা কালিদাস চন্দ্র দে ও মা আল্পনা রাণী দে'র কন্যা কথারাণী দে। তিনি টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলা সদরের আঙ্গিনাপাড়া গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। কথারাণী দে'র জন্মের পূর্বেই তার পিতা পরিবারের সকলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে চলে যান। ভাই-বোনদের মধ্যে কথারাণী ছোট। তার মা মধুপুর পৌরসভায় স্বাস্থ্য সহকারী (চুক্তিভিত্তিক) হিসেবে চাকুরি করেন। যৎসামান্য বেতনের চাকুরি করে পরিবারের ব্যয়-ভার নির্বাহ এবং ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ পরিচালনা করা মায়ের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। পরিবারের আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেও কথারাণী নিজের অদম্য প্রচেষ্টায় নিজের পড়ালেখা অব্যাহত রাখেন। পড়ালেখা শেষে চাকুরি করে মায়ের পাশে দাঁড়ানোর কথা দেয় মাকে।

কথারাণী দে তার এক আত্মীয়ের মাধ্যমে Skills for Employment Investment Program (SEIP) - এর অধীনে সম্পূর্ণ সরকারি ব্যয়ে কুমুদিনীতে ছয় মাস মেয়াদি Caregiving প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পর্কে জানতে পারেন। অতঃপর তিনি Kumudini Trade Training Institute, Mirzapur কেন্দ্রে ৬ মাস মেয়াদি কেয়ারগিভিং কোর্স-এ ভর্তি হন এবং মনোযোগ সহকারে কোর্স করেন। তিনি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) কর্তৃপক্ষ পরিচালিত কেয়ারগিভিং এবং American Caregiving Association-এর অনলাইন প্রশিক্ষণে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে তিনি আয়াত কেয়ার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকায় কেয়ারগিভিং ইন্সট্রাক্টর হিসেবে কর্মরত। তিনি এনএসডিএ-এর অধীনে কেয়ারগিভিং অ্যাসেসর পার্ট সম্পন্ন করে NSDA-এর অ্যাসেসর হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন ।

কথারাণী দে কেয়ারগিভিং কোর্স-এর প্রশিক্ষক এবং অ্যাসেসর হিসাবে কাজ করছেন। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অ্যাসেসর হিসেবে অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম সুনামের সাথে পরিচালনা করছেন। সর্বসাকুল্যে এখন তার মাসিক আয় ৩৫,০০০ টাকা। পরিবারে যে কোনো প্রয়োজনে কথারাণী আর্থিক অবদান রাখছেন। পরিবারে ও সমাজে তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি এখন সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত নারী। তার আত্মমর্যাদা ও মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে। কথারাণী দে'র সফলতা দেখে অনেক কর্মহীন নারী SEIP-এর কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণ গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়েছে।

Success Story-17

Brief Information of Trainee	
Name	Katha Rani Dey
Registration Number	4600000104
Training Course	National Skills Certificate in Caregiving
Training Institute	Kumudini Trade Training Institute, Mirzapur, Tangail
Training Provider	Kumudini Welfare Trust of Bengal (BD) Ltd.
Age	23 Years
Batch & Tranche	Batch-1, Tranche-2
Monthly Income (Tk.)	35,000
Educational Qualification	HSC
Nature of Employment	Self-Employment



"Kotharani" can keep her words

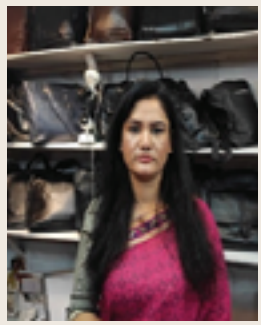
Kotha Rani Dey, the youngest child of Kalidas Chandra Dey and Alpana Rani Dey, is a permanent resident of Aangina Para in the Madhupur Upazilla of Tangail district. Before her birth, Kotha's father severed ties with the family and left them. Her mother works as a contractual Health Assistant in Madhupur Upazilla. With her modest income, it was challenging for her to cover the family expenses and the educational costs of the children. Despite the financial hardship, Kotha continued her education through sheer determination. She promised her mother to support her by finding employment after completing her studies.

Kotha discovered through a relative about a six-month Caregiving training course at Kumudini funded by the Skills for Employment Investment Program (SEIP). She enrolled for the caregiving course at Kumudini Trade Training Institute in Mirzapur, Tangail and completed it with utmost dedication. She passed the caregiving courses assessed by the National Skill Development Authority (NSDA) and also the online training by the American Caregiver Association successfully. Currently, she is working as a Caregiving Instructor at Ayat Care Training Institute in Dhaka. She has also completed the Assessor Course under NSDA.

Kotha is now an active instructor and assessor for the Caregiving course. She has been conducting assessments for various training institutions with high reputation. Her total monthly earnings are now 35,000 taka, and she contributes financially to her family's needs. Because of this, Kotha's importance in her family and society has increased, and it establishing her as a respected woman in the community. Her self-esteem and confidence have also grown tremendously. Furthermore, many unemployed women have been inspired to enroll in SEIP's caregiving training programs after witnessing Kotha Rani Dey's success.

সাফল্যগাথা-১৮

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	রেজবিন খানম
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	3700000190
প্রশিক্ষণ কোর্স	Graduate Diploma in Leather and Footwear Management Program
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	Executive Development Centre (EDC)-EWU
প্রশিক্ষণদাতা	East West University (EWU)
বয়স	৪১ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-৭, ট্র্যাঞ্চ-২
মাসিক আয় (টাকা)	১,৩০,০০০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা	এমবিএ
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	আত্ম-কর্মসংস্থান



সফল উদ্যোক্তা রেজবিন

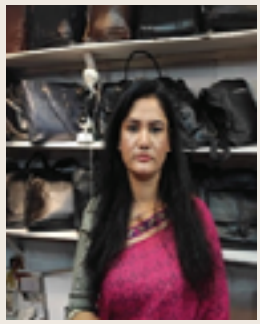
রেজবিন খানম মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গাইবান্ধা থেকে মাস্টার্স করেছেন। পরে স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর তিনি বেপজা স্কুল অ্যান্ড কলেজ,সাভারের শিক্ষক হিসেবে তার ক্যারিয়ার গড়ে তোলার লক্ষ্যে যোগ দেন।

উদ্যোক্তা হিসাবে তিনি ২০১২ সালে চামড়া শিল্পের কাটিং নাইফ এর ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৪ সালে ছোট স্কেলে জুতার কারখানা চালু করেন। তার ব্যবসার প্রাথমিক পর্যায়ে ভোক্তারা ছিলেন কারখানার শ্রমিকদের মতো দরিদ্র মানুষ। এক পর্যায়ে রেজবিন অনুভব করেছিলেন যে, ব্যবসা পরিচালনার উপর একটি প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এ বিষয়ে তাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন লেদার টেকনোলজি কলেজের এক শিক্ষক। পরামর্শ অনুযায়ী তিনি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে Graduate Diploma in Leather and Footwear Management Program-এ স্নাতক ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হন। কোর্স থেকে তিনি ব্যবস্থাপনা, মান নিয়ন্ত্রণ এবং মূল্যবান জ্ঞান অর্জন করেন অর্থায়নসহ তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কিভাবে ব্যবসা চালাতে হয় তাও শিখেছিলেন। একটি নির্দিষ্ট পণ্যের ব্র্যান্ডিংও একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা ছিল। কোর্স শেষ করার পর ২০১৯ সালে তিনি প্রথমে চামড়াজাত পণ্যের একটি ছোট উদ্যোগ শুরু করেন ধামরাই বিসিক নগরে। পরে গাইবান্ধায় আরেকটি কারখানা স্থাপন করেন। কারখানায় মোট কর্মরত আছেন ২০০ জন শ্রমিক। তার কারখানার সকল শ্রমিকই গাইবান্ধার নদী ভাঙ্গনের শিকার। তিনি প্রতি মাসে ১,৩০,০০০ টাকা আয় করেন।

রাজবিন পিপলস লেদার ইন্ডাস্ট্রিজের স্বত্বাধিকারী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাকে জাতীয় এসএমই বিজনেস অ্যাওয়ার্ড-২০২০ প্রদান করেছেন। বর্তমানে তিনি পিপলস ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস (বিসিক, গাইবান্ধা) এর ব্যবস্থাপনা অংশীদার, এসএমই ফাউন্ডেশনের সাধারণ বোর্ডের সদস্য এবং বিসিক সার্ভিলিউটিসিআই ট্রাস্টের পরিচালনা পর্ষদের একজন পরিচালক, পাশাপাশি এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিসিক উদ্যোক্তা ফোরাম হিসেবে কাজ করছেন। BSCIC DITF-2020-এ রাজবিন শ্রেষ্ঠ নারী উদ্যোক্তা পুরস্কারে ভূষিত করেছে এবং EPB DITF-2022-এ তাকে দ্বিতীয় সেরা নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার দিয়েছে। পূর্বে তিনি SME ফাউন্ডেশন, SCITI, BSCIC, ILO এবং BIDA-তে রিসোর্স পারসন/ট্রেনার হিসেবে কাজ করেছেন।

রেজবিন বলেন, “SEIP এর প্রশিক্ষণ আমাকে একজন হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে একটি বড় উপকার করেছে। আমি একজন সফল উদ্যোক্তা । আমার বর্তমান অবস্থানের জন্য SEIP প্রতি কৃতজ্ঞ।”

Success Story-18

Brief Information of Trainee		
Name	Razbin Khanom	
Registration Number	3700000190	
Training Course	Graduate Diploma in Leather and Footwear Management	
Training Institute	Executive Development Centre (EDC) East West University	
Training Provider	East West University	
Age	41	
Batch & Tranche	Batch-7; Tranche-2	
Monthly Income (Tk.)	1,30,000	
Educational Qualification	MBA	
Nature of Employment	Self-Employment	

Razbin : a successful enterpreneur

Razbin Khanom comes from a middle-class family. She obtained her Master's degree from Gaibandha under the National University. Later, she obtained an MBA degree from Stamford University. Subsequently, she joined BEPZA School and College in Savar to pursue a career as a teacher.

As an entrepreneur, she established a factory of cutting knives for the leather industry in 2012. In 2014, she started a shoe factory in a small scale, targeting a market segment, especially for lower-income customers - mainly local people and factory workers. From her starting-up of business, Razbin realized that the matching of managerial skills aligned with technical knowledge of leather and footwear production is very fundamental for being a competitive player in local and global market. Following this realization, she eagerly sought an opportunity to enhance her knowledge by pursuing a degree from a reputable graduate diploma program. Finally, a faculty member from the Leather Technology College assisted her by providing information about the nine-month Post Graduation Diploma program in Leather and Footwear Management at East West University, offered under the SEIP project.

Razbin enrolled in this program and a new episode of her life begins. As a trainee, she was passionate, keen, and very enthusiastic to learn about new tools, managerial, and leadership skills. At the end of the diploma program, she was a top-notch candidate to be a competent entrepreneur. Moreover, she gathered a vast experiences and practical knowledge in management, quality control, and finance along with how to run a business in national and international contexts. She also focused on new marketing strategies, such as the branding of new products as well as product designs. In 2019, she completed this nine-month graduate diploma, and then she started a small leather goods venture in Dhamrai BSCIC Nagar. Later, she established another factory in Gaibandha to expand market in locality, and to create employment opportunities, especially for workers who were from the river-erosion areas of Gaibandha. The success of this plan is evident as a total of 200 workers are currently employed in the factory.

Now, Razbin is the owner of People's Leather Industries. It is a great of honor that the Hon'ble Prime Minister accoladed her with the National SME Business Award-2020. Currently, she is one of the managing partners of People's Footwear & Leather Goods (BSCIC, Gaibandha), a member of the general board of SME Foundation and a director on the board of directors of BSCIC SERWTCI Trust, as well as its managing director, BSCIC Entrepreneurs forum. Razbin's remarkable contributions have earned her accolades, including the Best Woman Entrepreneur Award at BSCIC DITF-2020 and the Second-Best Woman Entrepreneur Award at EPB DITF-2022. Her extensive experience includes working as a Resource Person/Trainer at SME Foundation, SCITI, BSCIC, ILO, and BIDA. Her dedication to fostering entrepreneurship is evident through her role as a leader in various organizations and forums.

Razbin Khanom says "The training from SEIP has been immensely beneficial in preparing myself as an entrepreneur. I am a successful businessperson, and I am grateful to SEIP for playing a significant role in my current position."

Empowering JOURNEY
the triumphs of SEIP Female Trainees

সাফল্যগাথা-১৯

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য		
নাম	স্নিগ্ধা রায়	
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	4300000775	
প্রশিক্ষণ কোর্স	Post Graduate Diploma in Garment Business (PGD-GB)	
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	IBA, University of Dhaka	
প্রশিক্ষণদাতা	Institute of Business Administration University of Dhaka	
বয়স	২৭ বছর	
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-১১, টি-৩	
মাসিক আয় (টাকা)	৪০,০০০ টাকা	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	গ্র্যাজুয়েট	
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	চাকুরি	

স্নিগ্ধার গল্পঃ সংগ্রাম থেকে সাফল্য

পিরোজপুরের স্নিগ্ধা রায় বাবা-মায়ের বড় মেয়ে। বাবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও মা গৃহিণী। তার বাবা প্রায় ১০ বছর পূর্বে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বাবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার কারণে ছোটবেলা থেকেই অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছে তাদের। শৈশব থেকেই তিনি মেধাবী ছিলেন। অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও স্নিগ্ধা রায় দমে যাননি। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ঈর্ষনীয় সাফল্য দেখান। কলেজ জীবন তাকে টিউশন করে নিজের পড়ালেখার খরচ বহন করতে হয়েছে। তিনি ২০২২ সালে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি পাশ করেন।

গ্র্যাজুয়েশন করার পর তিনি তিনি ইন্টারস্টফ এ্যাপারেলস লিমিটেডে স্বল্প বেতনে যোগদান করেন। SEIP এর আওতায় আইবিএ এর Post Graduate Diploma in Garment Business (PGD-GB) কোর্স করার পূর্বে এক্সিউটিভ পদে তার বেতন ছিল ২৫,০০০ টাকা। তিনি তার ক্যারিয়ারে উন্নতি করার জন্য চাকুরি পরিবর্তন করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ট্রেক্সটাইল/গার্মেন্টস সেক্টরের ওপর তার উচ্চতর প্রফেশনাল প্রশিক্ষণ না থাকায় কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট সেক্টরে তিনি সফল হচ্ছিলেন না। এরূপ বিভিন্ন মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন যে, দেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান আইবিএ-তে Post Graduate Diploma in Garment Business (PGD-GB) নামক একটি প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ বিনামূলে করানো হয়।

স্নিগ্ধা রায় উক্ত কোর্সের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং নির্বাচিত হন। আইবিএ-তে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স করার পর তিনি লাবিব ডায়িং মিলসে চাকুরি নেন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পদে এবং তার বেতন উন্নীত হয় ৪০,০০০ টাকায়। আইবিএ থেকে কোর্স করায় ভাইভাতে তিনি অতিরিক্ত সুবিধা পেয়েছিলেন এবং তার বেতন বৃদ্ধিতেও SEIP এর পিজিডি-জিবি কোর্সটি যথেষ্ট সাপোর্ট করেছে। তিনি এখন তার পরিবারকে যথেষ্ট আর্থিক সাপোর্ট দিতে পারছেন।

আইবিএ এর পিজিডি এর মাধ্যমে তিনি গার্মেন্ট ব্যবসার সাথে জড়িত শাখাগুলো সম্পর্কে ধারনা অর্জন করেন। পাশাপাশি কোর্সটি তার গ্র্যাজুয়েশন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে কোর্সটি তাকে গার্মেন্টস সেক্টরে বিশেষভাবে মূল্যায়িত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। আইবিএ এর মত একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে যুগোপযোগী কোর্সটি করার ফলে তার আত্মবিশ্বাস অনেকটা বেড়েছে। তিনি মনে করেন যে, বাংলাদেশে RMG সেক্টরে অনেক দক্ষ, আত্মবিশ্বাসী ও যোগ্য ব্যবস্থাপক তৈরিতে এই কোর্সটি একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

Success Story-19

Brief Information of Trainee		
Name	Snigdha Roy	
Registration Number	4300000775	
Training Course	Post Graduate Diploma in Garment Business (PGD-GB)	
Training Institute	IBA, University of Dhaka	
Training Provider	IBA, University of Dhaka	
Age	Batch-11; Tranche-3	
Batch & Tranche	40,000	
Monthly Income (Tk.)	Graduate	
Educational Qualification	Wage Employment	
Nature of Employment		

Snigdha's story: hardship to hope

Snigdha Roy, born and raised in Pirojpur, is the eldest daughter in her family. Her father is a retired primary school teacher, and her mother is a homemaker. Her father retired from his job around 10 years ago. Due to him being a primary school teacher since her childhood, they had to navigate through financial challenges. From childhood, she displayed academic excellence. Despite facing financial instability, Snigdha Ray did not succumb to economic challenges. She achieved remarkable success in her SSC and HSC exams. During her college life, she had to provide tuition to cover her educational expenses. Finally, she accomplished the BSc from Bangladesh University of Textiles in 2022.

After graduation, Snigdha joined Interstoff Apparels Limited with a modest salary. Before enrolling in the Post Graduate Diploma in Garment Business (PGD-GB) course at IBA under SEIP, her salary as an executive was 25,000 Taka. She was trying to change jobs to advance her career, but her lack of advanced professional training in the textile/garment sector hindered her success. She learned that a renowned institution, IBA, offers the PGD-GB course entirely free of charge.

Snigdha Roy participated in the entrance exam for this course and was selected. After completing the postgraduate diploma at IBA, she joined Labib Dyeing Mills as a Senior Executive, where her salary increased to 40,000 Taka. The course at IBA gave her an edge during interviews, and the PGD-GB course significantly supported her salary increase. She is now able to provide substantial financial support to her family.

Through IBA's PGD, she gained insights into various aspects of the garment business. As the course was related to her graduation subject, it made her particularly valuable in the garments sector. The contemporary course at a prestigious institution like IBA greatly boosted her confidence. She believes that this course will be a milestone in creating skilled, confident, and competent managers in Bangladesh's RMG sector.

সাফল্যগাথা-২০

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	শাকিলা শীলা-আল-মাজী
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	2200092420
প্রশিক্ষণ কোর্স	Mid-Level Management (RMG)
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	Pabna Technical Training Center
প্রশিক্ষণদাতা	Bureau of Manpower Employment and Training (BMET)
বয়স	৩৯ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-৭, ট্রান্স-২
মাসিক আয় (টাকা)	২০,০০০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা	গ্র্যাজুয়েট
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	আত্ম-কর্মসংস্থান



উদ্যোক্তা শাকিলা এখন পরিবারের আস্থা

পাবনার মেয়ে শাকিলা শীলা-আল-মাজি তার পিতামাতার পঞ্চম সন্তান। বাবা-মা খুবই বয়ঃবৃদ্ধ এবং অসুস্থ। শাকিলা ২০০৮ সালে সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। তৎপূর্বে ২০০৭ সালে বিবাহ করেন। স্বামী মিল্ক ভিটা কোম্পানিতে চাকরি করতেন। বিয়ের পর তিনি স্বামীকে মাদকাসক্ত দেখতে পান। মাদকে আসক্তি এবং অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপের জন্য তাকে কর্মস্থল কোম্পানি থেকে ছাঁটাই করা হয়। স্বামীকে আসক্তি থেকে বিরত রাখার জন্য তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন। ২০১৮ সালে স্বামীর থেকে আলাদা হন। একমাত্র ছেলের সাথে তার পিতার-মাতার বাড়িতে আশ্রয় নেন। তিনি মা-ছেলের জীবিকা এবং ছেলের পড়াশোনার ব্যয় বহন নিয়ে হতাশার মধ্যে দিনাতিপাত করতে থাকেন। একসময় তিনি সন্তানসহ বৃদ্ধ বাবা-মায়ের বোঝা হয়ে ওঠেন।

তিনি একজন বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারেন যে, পাবনা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র Mid-Level Management (RMG) এর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছে। তিনি উক্ত কোর্সে ভর্তি হন। প্রশিক্ষণ কোর্সটি সফলভাবে সমাপ্ত করার পর তিনি পাবনা সদরের রাধানগরে একটি ভাড়া বাড়ি নিয়ে একটি টেইলারিং শপ (তাসনিম টেইলার্স) শুরু করেন। শাকিলার দর্জির দোকান নিছক দর্জির দোকান নয়, এখানে কাপড়ও বিক্রি হয়। আশেপাশের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা তার প্রধান টার্গেট হয়ে ওঠে। ভাগ্যের চাকা এখন তার অনুকূলে ঘুরতে শুরু করেছে। তার মাসিক আয়ের ক্ষমতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন তিনি প্রতি মাসে ২০,০০০ টাকা আয় করেন। সম্প্রতি তিনি তার ব্যবসার স্থান পরিবর্তন করেছেন। নতুন ঠিকানা বাবার বাড়ি পাবনার কাশিনাথপুরে।

শাকিলা তার অসুস্থ বাবা-মায়ের যত্ন নেন এবং তার একমাত্র সন্তানের শিক্ষার খরচ বহন করেন। টেইলারিং-এ তার বর্তমান দক্ষতার স্তর এবং একজন বিশেষজ্ঞ লেডি টেইলর হিসেবে এলাকায় পেশাদার সদিচ্ছা ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে তিনি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। তিনি তার বর্তমান ক্ষমতার স্তরকে কাজে লাগিয়ে তার দোকান সম্প্রসারণের স্বপ্ন দেখেন।

শাকিলা শীলা-আল-মাজি জীবিকা গঠনে SEIP প্রশিক্ষণের গুরুত্ব এবং প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেন, "মিড-লেভেল ম্যানেজমেন্ট (আরএমজি) কোর্সে আমার ভর্তি জীবিকার একটি নতুন উপায় দেখিয়েছে। এখন আমি অবদান রাখতে সক্ষম। আমার বাবা-মা এবং ছেলের কাছে। আমি SEIP, BMET ও পাবনা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাছে তাদের তরুণদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য তাদের মহান উদ্যোগের জন্য এবং আমাকে একটি উতপাদনশীল মানব সম্পদ হিসাবে নিজেকে রূপান্তরিত করার সুযোগ প্রদানের জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।''

Success Story-20

Brief Information of Trainee	
Name	Shakila Shila Al-Mazi
Registration Number	2200092420
Training Course	Mid-Level Management (RMG)
Training Institute	Pabna Technical Training Center
Training Provider	Bureau of Manpower Employment and Training (BMET)
Age	39 Years
Batch & Tranche	Batch- 7; Tranche-2
Monthly Income (Tk.)	20,000
Educational Qualification	BA
Nature of Employment	Self-Employment



Enterpreneur Shakila leads the family

Shakila Sheela-al-Maji, the fifth child of her elderly and ailing parents in Pabna, has faced numerous challenges in her journey to secure a stable livelihood. Having earned a Bachelor of Arts degree from Government Edward College in 2008, she entered into marriage in 2007 with hopes of building a prosperous family. Unfortunately, her husband's drug addiction and anti-social behavior led to her dismissal from her job at Milk Vita Company.

Despite Shakila's best efforts to curb her husband's addiction, the marriage ended in separation in 2018. Her husband sought refuge in his parents' house, burdening them with concerns about his mother and son's well-being and the costs of his son's education. Struggling with despair, she learned about a short training course on Mid-Level Management (RMG) offered by Pabna Technical Training Center through a friend.

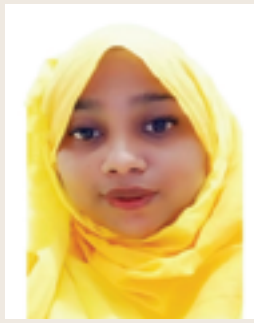
Enrolling in the course, she successfully completed the training and ventured into entrepreneurship. Establishing "Tasnim Tailors" in Radhanagar, Pabna Sadar, initially focusing on tailoring, she gradually expanded the business to include clothing sales. Her target audience shifted to students from nearby schools, leading to an increase in monthly earnings for Tk. 20,000.

Seizing an opportunity for growth, she relocated the business to her father's house in Kashinathpur, Pabna. Despite past hardships, Shakila diligently attends to her ailing parents and ensures sher child's education is taken care of. She is confident in her tailoring skills and envisions establishing a prominent presence as an expert lady tailor in the community.

Reflecting on the significance of the Skills for Employment Investment Program (SEIP) training in shaping her livelihood, Shakila expressed gratitude to BMET and Pabna Technical Training Center for providing her with the chance to transform into a productive human resource. The Mid-Level Management (RMG) course opened new avenues for her to contribute to her family and community, showcasing the positive impact of skill development initiatives in empowering individuals to build a sustainable livelihood.

সাফল্যগাথা-২১

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	মাঞ্জুমারা শিল্পী
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	3000004078
প্রশিক্ষণ কোর্স	Professional Customer Service
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	Service Solutions Pvt. Ltd.
প্রশিক্ষণদাতা	Bangladesh Association of Call Centre and Outsourcing (BACCO)
বয়স	৩৪ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-৬; ট্রাঞ্চ-২
মাসিক আয় (টাকা)	৩৮,০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	স্নাতকোত্তর
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	চাকুরি



পিতৃহীন মাঞ্জুমারা ধরেছেন পরিবারের হাল

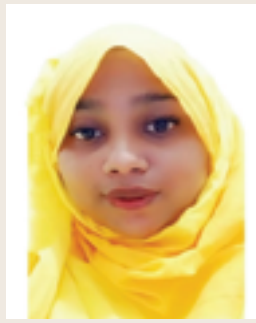
মাঞ্জুমারা শিল্পী পিরোজপুর জেলা সদরে জন্ম গ্রহণ করেন। চার বছর বয়সে তার পিতা মারা যায়। পিতার মৃত্যুর পর তার মা তাকে নিয়ে গাজিপুরে চলে আসেন। বাবা মারা যাবার পরে তার মা তাকে নিয়ে চরম আর্থিক সংকটে পড়েন এবং অভাব অনটনের মধ্যে জীবন ধারন করতে হতো। এ পরিস্থিতির মধ্যে তার মা একটি ক্ষুদ্র চাকুরীর মাধ্যমে তাদের ভরণপোষণ সম্পন্ন করেন। তার মা'র ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তিনি গাজীপুরে স্কুল-কলেজের পাঠ শেষে টঙ্গী সরকারি কলেজ থেকে বি.এ সম্পন্ন করেন। বি.এ পাশ করার পর তিনি চাকরির সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় দরখাস্ত ও সিভি জমা দিয়েছিলেন। পিতৃহীন কন্যার শিক্ষা ও জীবন-যাপন সহজ নয় এ সমাজে। চাকরির জন্যে অনেক অফিসে আবেদন এবং ব্যক্তিগত ভাবেও গিয়েও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু খুব কম প্রতিষ্ঠান থেকেই ইন্টারভিউ এর জন্য ডাক পেতেন। এছাড়া অভিজ্ঞতা না থাকায় চাকরি হয়ে যায় সোনার হরিন। আর্থিক সংকটে মাঞ্জুমারা মরিয়া হয়ে পড়েন একটি কাজের জন্য। এই পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও কম্পিউটার সম্পর্কে ধারনা না থাকায় তিনি খুব হতাশ হয়ে পড়েন। একমাত্র কর্মক্ষম বাবাকে হারিয়ে অসুস্থ মাকে নিয়ে তাদের জীবনধারণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। প্রতিটা দিনই তাদেরকে অনেক কষ্টে পার করতে হতো।

এসময় এক বন্ধুর মাধ্যমে 'SEIP' প্রকল্পের প্রোফেশনাল কাস্টমার সার্ভিস কোর্সটি সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি BACCO এর আওতাধীন সার্ভিস সলিউশন্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রোফেশনাল কাস্টমার সার্ভিস কোর্সটিতে ভর্তি হন। প্রফেশনাল কাস্টমার সার্ভিস এর কর্মক্ষেত্রে সম্ভবনা বেশি থাকায় তিনি SEIP এর অনেকগুলো কোর্সের মধ্যে প্রফেশনাল কাস্টমার সার্ভিস কোর্সটিকে বেছে নেন।

এসইআইপি'র এই কোর্সটি সম্পন্ন করার পরে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আবেদন করেন এবং সৌভাগ্যবশত এসএসএল এর 'কল সেন্টার এজেন্ট' হিসেবে নিয়োগ পান। সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে ভাল পারফর্ম করে পরবর্তীতে শিল্পী প্রমোশন পেয়েছেন। কাষ্টমারদের সমস্যা সমাধানে শিল্পী অর্জন করেন মানবিক এক দক্ষতা। তার এই গুনটিকে কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা খুব পছন্দ করেন। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে তিনি সিনিয়র এক্সিকিউটিভ হিসেবে ৩৮,০০০ টাকা বেতনে কাজ করছেন। বর্তমানে তার সকল বাক্তিগত সমস্যার সমাধান হয়েছে। ভবিষ্যতে তিনি এই প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তার কর্মজীবনে অধিকতর উন্নতি করার আশাবাদী।

SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর মাঞ্জুমারা শিল্প'র সামাজিক ও আর্থিক অবস্থানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তিনি কর্মজীবী হয়েছেন এবং আর্থিক ভাবেও স্বাবলম্বী হয়েছেন । তিনি এখন ঢাকায় মাকে নিয়ে বসবাস করছেন এবং মায়ের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনসহ ঘরের আসবাবপত্রও ক্রয় করেছেন। সর্বোপরি কিছু সঞ্চয় করেছেন যা দিয়ে তিনি চাকুরির পাশাপাশি যৌথভাবে একটি বুটিকের ব্যাবসা শুরু করেছেন। তিনি বাংলাদেশ সরকার SEIP ও BACCO-কে এই রকম একটি ফ্রি প্রশিক্ষণ কোর্সে সুযোগ করে দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। তিনি বিশ্বাস করেন ফ্রেশার গ্রাজুয়েটদের জন্য স্কিলস ডেভেলপমেন্ট খুবই উপকারী।

Success Story-21

Brief Information of Trainee		
Name	Manjumara Shilpi	
Registration Number	2800009818	
Training Course	Professional Customer Service	
Training Institute	Service Solutions Pvt. Ltd.	
Training Provider	Bangladesh Association of Call Centre and Outsourcing (BACCO)	
Age	34 Years	
Batch & Tranche	Batch-6; Tranche-2	
Monthly Income (Tk.)	38,000	
Educational Qualification	Post Graduate	
Nature of Employment	Wage Employment	

Orphan Manjumara steers the family

Manjumara, despite being without a father, successfully shouldered the responsibility of caring for the family. Manjumara Shilpi, a resilient individual from Pirojpur district, faced adversity early in life when her father passed away when she was only four years old. Following this tragic event, Manjumara and her mother relocated to Gazipur, where they grappled with financial hardships and lived in poverty. Despite the challenges, her mother, determined to support her family, took on a small job to make ends meet.

Manjumara's educational journey was a testament to her perseverance. She successfully completed her school and college studies in Gazipur, ultimately earning a B.A. from Tongi Government College. However, the absence of a father figure posed additional challenges in a society where the education and life of a fatherless individual are often fraught with difficulties.

After completing her B.A., Manjumara actively sought employment by submitting applications and CVs to various organizations. The job search, however, proved to be a daunting task, with limited interview opportunities due to a lack of experience. The competitive job market, coupled with her unfamiliarity with computers, exacerbated the financial strain on him and her ailing mother, making survival a daily struggle.

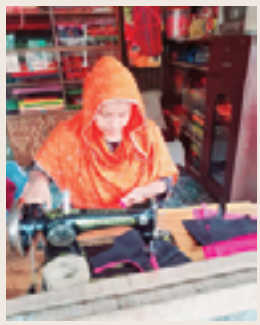
Amidst this struggle, Manjumara learned about the professional customer service course offered by the 'SEIP' project through a friend. Determined to enhance her employability, she enrolled in the Professional Customer Service Course at Service Solutions Pvt Ltd training institute under BACCO. This choice was motivated by the potential for professional customer service roles in the workplace.

Upon completing the SEIP course, Manjumara applied to various organizations and secured a position as a 'Call Center Agent' at SSL. Through diligence and honesty, she excelled in her role, earning a promotion. Her ability to approach customer issues with a humanistic touch endeared her to senior officials, leading to her current position as a senior executive with a monthly salary for Tk.38,000.

Manjumara's life underwent a remarkable transformation, thanks to the SEIP project. She is now financially independent, residing in Dhaka with her mother and providing for her medical expenses. Not content with just a stable job, she invested in starting a boutique business, demonstrating her entrepreneurial spirit.

Expressing gratitude to the Bangladesh Government, SEIP, and BACCO for providing this invaluable free training, Manjumara emphasizes the importance of skills development for fresh graduates. Her success story highlights the positive impact of such initiatives on social and economic mobility, offering hope for a brighter future.

সাফল্যগাথা-২২

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য		
নাম	মোছাঃ শাকিলা পারভিন	
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	2500023330	
প্রশিক্ষণ কোর্স	Sewing Machine Operation	
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	ওয়েভ ফাউন্ডেশন, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা	
প্রশিক্ষণদাতা	পিকেএসএফ	
বয়স	৩২ বছর	
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ট্রাঞ্চ-২, ব্যাচ-৬	
মাসিক আয় (টাকা)	১৬,০০০	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	অষ্টম শ্রেণী	
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	আত্ম-কর্মসংস্থান	

স্বপ্নজয়ী শাকিলা

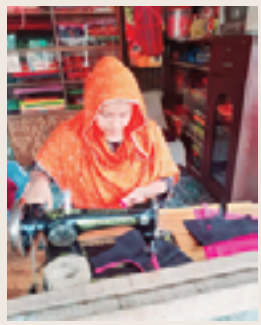
শাকিলা পারভিন ১৯৮৯ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলার এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দুই ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। শৈশব থেকেই পড়াশোনার প্রতি তার অদম্য আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অষ্টম শ্রেণির বেশি পড়তে পারেননি। মাত্র ৯ বছর বয়সে শাকিলা তার বাবাকে হারালে তাদের পরিবারে দারিদ্র্যের কালো মেঘ আরো তীব্রভাবে নেমে আসে। তার মা তাকে ২০০৯ সালে বিদেশ থেকে ফিরে আসা এক যুবকের সাথে বিয়ে দেন। কিন্তু যৌতুকের জন্য তার স্বামী প্রায়শই তাকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করতো। স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ২০১৬ সালে স্বামীকে তালাক দিতে বাধ্য হন এবং ৫ বছরের বয়সী একমাত্র ছেলেকে নিয়ে স্বামীর সংসার ছেড়ে চলে যান। দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে নিজেকে ও ছেলের ভরণ-পোষণের কোনো উপায় না পেয়ে বিভিন্নজনের পরামর্শে বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ২০১৭ সালে তিনি সুখের আশায় তার প্রিয় ছেলেকে তার মায়ের কাছে রেখে সৌদি আরব চলে যান। ৪ বছর পর তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফেরার পর তিনি নিজের ও ছেলের ভবিষ্যতের জন্য কিছু এটা করার চিন্তা করছিলেন। পরিচিত একজনের মাধ্যমে খবর পান যে, SEIP এর পৃষ্ঠপোষকতায় PKSF এর সহায়তায় WAVE ফাউন্ডেশন, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা কর্তৃক বিভিন্ন কোর্সের উপর ৩ মাসের একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের কথা জেনে শাকিলা ভেবেছিলেন যে, এই প্রশিক্ষণটি তার জন্য একটি ভাল চাকরি পেতে সহায়ক হতে পারে। এই নতুন সুযোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি 'Sewing Machine Operation' কোর্সে ভর্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।

৬,০০০ টাকা দিয়ে তিনি একটি স্ব-কর্মসংস্থান শুরু করেন। শুরুতে এলাকার নারী ও শিশুদের জন্য শাড়ি, থ্রি পিস, ওড়নাসহ বিভিন্ন ধরনের কাপড় বিক্রির ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে তার ব্যবসার মূলধন ২,৫০,০০০ টাকার বেশি। বর্তমান গড় মাসিক আয় প্রায় ১৬,০০০ টাকা। ধীরে ধীরে ব্যবসার পরিধি ও আয় আরও বাড়বে বলে মনে করেন তিনি। তার ইচ্ছা ভবিষ্যতে একটি ছোট কারখানা গড়ে তোলার যার মাধ্যমে সে নিজেকে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

এখন পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। পরিবারের খাবারের মান বেড়েছে। পরিবার উৎসবগুলিতে নতুন পোশাক কিনতে পারে। চিকিৎসা সুবিধা তাদের নাগালের মধ্যে। এখন নেই কোনো হতাশা ও আর্থিক চাপ। তনি পরিবার নিয়ে সুখে জীবনযাপন করছেন।

থেমে যাওয়ার নাম জীবন নয়। ধ্বংসের স্তূপে দাঁড়িয়ে নতুন জীবনের সৃষ্টিই জীবন। শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সফল হওয়াই জীবনের লক্ষ্য। একাগ্রতা, দৃঢ় মনোবল, স্থির লক্ষ্য সাফল্যের পুরো পথ। জীবনের সবচেয়ে বড় সুখ হল সফল হওয়া এবং পরিবার এবং প্রিয়জনদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে আত্মতৃপ্তি। স্বপ্নজয়ী শাকিলা এখন সেই সুখের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

Success Story-22

Brief Information of Trainee		
Name	Mst: Shakila Parveen	
Registration Number	2500023330	
Training Course	Sewing Machine Operation	
Training Institute	WAVE Foundation	
Training Provider	PKSF	
Age	32 Years	
Batch & Tranche	Batch-6; Tranche-2	
Monthly Income (Tk.)	16,000	
Educational Qualification	VIII	
Nature of Employment	Self- Employment	

Shakila the dream winner

Life's challenges often become the catalyst for remarkable transformations. The story of Shakila Parveen, born into a lower-middle-class family at Chuadanga district in 1989, is a testament to the resilience of the human spirit. Her journey, marked by hardship and determination, portrays a remarkable picture of triumph over adversity.

Shakila's early life was hit by tragedy when she lost her father at the tender age of 9. Due to this the family plunged into extreme poverty, and Shakila's dreams of education get shattered. However, her mother's relentless struggles to provide for the family led to accept a marriage proposal for her in 2009 for social and financial stability. Unfortunately, the marriage brought out no stability in her life but abuse, both mental and physical, along with dowry demands. In the meantime, Shakila gave birth to a son. Unable to endure the abuse any longer, she courageously divorced her husband in 2016 and left his house, seeking a brighter future for herself and her child.

In 2017, with hopes of financial stability, Shakila left her 5-year son under the care of her mother and traveled to Saudi Arabia. Four years later, she returned to Bangladesh and determined to carve out a better life. Back in Bangladesh, Shakila learned about the Skills for Employment Investment Program (SEIP) offered by Palli Karma Sahayak Foundation (PKSF) through its Partner Organization "Wave Foundation". Being interested by the prospects in sewing machine operation, she engaged with Wave Foundation officials to understand the potential and opportunities the program offered.

Educated by a three-month sewing machine operation course, Shakila embarked on a new chapter of her life. With an initial investment for Tk. 6,000, she started her own tailoring business and gradually expanded to sell a variety of clothing. Her reputation flourished in the villages and her business capital soared to exceed for Tk. 16,000. Shakila's monthly income now is around Tk.6,000 and it significantly improves her family's financial circumstances. Her dream of establishing a small factory echoes her aspirations to become a successful entrepreneur, contributing not only to her prosperity but also to the community.
Shakila's success has transformed her family's socioeconomic condition. They now have access to medical facilities and the once their painful financial strains are over with solvency. Festivities are now celebrated with the joy of financial stability and Shakila's family is living a life free from the fetters of past sorrows.

সাফল্যগাথা-২৩

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	শরিফা আক্তার
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	2100034542
প্রশিক্ষণ কোর্স	Welding
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	Habiganj Technical School and College
প্রশিক্ষণদাতা	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (DTE)
বয়স	২৪ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-০১, ট্রাঞ্চ-০৩
মাসিক আয় (টাকা)	১২,০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	এসএসসি
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	চাকুরি



শরিফার কঠোর পরিশ্রম সফল হয়েছে

শরিফা আক্তার হবিগঞ্জ জেলার সদর থানার বড়ো বগলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তার বাবা ছিলেন একজন দিনমজুর (ছুতার)। তার নিজের কোন জমি ছিল না। তিনি যা উপার্জন করতেন তা পরিবারের প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। ২০১৭ সালে তার বাবা মারা যান। পড়ালেখা বন্ধ করতে হয় শরীফাকে। পরিবারে স্বচ্ছলতা আনতে তিনি যে কোনো কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দক্ষতার অভাবে ব্যর্থ হন।

২০২১ সালে তার এক বন্ধু তাকে Habiganj Technical School and College এ SEIP এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। SEIP বিনামূল্যে একটি প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান করে এবং দরিদ্রদের দেয়া হয় অগ্রাধিকার। তাকে আরও জানানো হয়েছিল যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার পরে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়। প্রোগ্রামটি SEIP-DTE দ্বারা স্পনসর করা হয়েছিল। তাকে আরও জানানো হয়েছিল যে বাছাই প্রক্রিয়ায় দরিদ্র প্রার্থীদের বিশেষ অগ্রাধিকার রয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে তিনি আশার আলো দেখেছিলেন। তিনি welding কোর্সে ভর্তি হন। প্রশিক্ষণটি দুটি সেশনে ডিজাইন করা হয়েছিল, তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক সেশনের ওপর আরও জোর দিয়ে। প্রশিক্ষণ অধিবেশন এছাড়াও কাজের ওপর কাউন্সেলিং অন্তর্ভুক্ত। শরীফা সফলতার সাথে কোর্স শেষ করেন।

প্রশিক্ষণ শেষ হবার পর Habiganj Technical School and College এর জব প্লেসমেন্ট অফিসার তাকে প্রাণ আরএফএল গ্রুপে অলিপুর, হবিগঞ্জ সহকারী ওয়েল্ডারের চাকরির প্রস্তাব দেন মাসিক ১০,০০০ টাকা বেতনে। শরীফা প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন এবং ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ তিনি চাকুরিতে যোগদান করেন। তার দক্ষতা দেখে নিয়োগকর্তা তিন মাস পর তার বেতন বাড়িয়ে দেয়। এখন তিনি ওভারটাইমসহ প্রতি মাসে ১২,০০০ টাকা আয় করেন।

সমাজে শরিফার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের মধ্যে তাকে সম্মান করেন। শরিফা এখন আগের সময়ের চেয়ে স্বচ্ছল ও সুখী জীবনযাপন করছে। তিনি মনে করেন SEIP প্রশিক্ষণ দেশের বেকার যুবকদের নিজের পায়ের ওপর উঠে দাঁড়াতে একটি বড় সাহায্য হতে পারে।

Success Story-23

Brief Information of Trainee	
Name	Sharifa Akhter
Registration Number	2100034542
Training Course	Welding
Training Institute	Habiganj Technical School and College
Training Provider	Directorate of Technical Education (DTE)
Age	24 Years
Batch & Tranche	Batch-1; Tranche-3
Monthly Income (Tk.)	12,000
Educational Qualification	SSC
Nature of Employment	Wage Employment



Sharifa got the reward of hard work

Sharifa Akhter was born in Baro Bagla of Sadar police station in Habiganj district. she is the only child of her parents. Her father was a day laborer-carpenter. Her father had land of her own. What he earned was less beyond the family's needs. Her father died in 2017 and Sharifa was bound to suspend her study. She tried heart and soul involved in any work to bring prosperity to the family. However, she failed due to lack of skills.

In 2021, a friend of her informed him about SEIP's training program at Habiganj Technical School College (TTC). She has been informed that SEIP provides a free training facility and priority is given to the poor. She was also informed that the training program offers employment opportunities after successful completion of training. The program was sponsored by SEIP-DTE. She was also informed that poor candidates are given special priority in the selection process. Therefore, she saw a glimmer of hope in that training. Her enrolled herself in welding course. The training was designed in two sessions with more emphasis on theory and practical sessions. Training sessions also include on-the-job counselling. Sharifa completed the course magnificently.

After completing the training, the Job Placement Officer of Habiganj Technical School and College offered him the job of Assistant Welder in Pran RFL Group, Alipur, Habiganj with a monthly salary for Tk. 10,000. Sharifa accepted the offer and joined the service in February 2022. The employer increased the salary after three months for her skills and effective services. Now she earns for Tk. 12,000 per month including overtime.

Sharif's status in the society has augmented. She also is respected by fellow citizen and kinsfolks. Sharifa is now living a well-off and contented life than earlier. She believes that the SEIP training can be of great help to the unemployed youth of the country to standpoint on their own feet.

সাফল্যগাথা-২৪

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য		
নাম	শারমিন সুলতানা	
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	0900058974	
প্রশিক্ষণ কোর্স	Social Compliance and HR in Textile	
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	Matin Spinning Mills PLC	
প্রশিক্ষণদাতা	Bangladesh Textile Mills Association (BTMA)	
বয়স	২৬ বছর	
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-৪, ট্রাঞ্চ-৩	
মাসিক আয় (টাকা)	২৬,০০০	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	এমবিএ	
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	চাকুরি	

দক্ষতার উন্নয়ন এনেছে শারমিনের সাফল্য

শরিফা আক্তার হবিগঞ্জ জেলার সদর থানার বড়ো বগলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তার বাবা ছিলেন একজন দিনমজুর (ছুতার)। তার নিজের কোন জমি ছিল না। তিনি যা উপার্জন করতেন তা পরিবারের প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। ২০১৭ সালে তার বাবা মারা যান। পড়ালেখা বন্ধ করতে হয় শরীফাকে। পরিবারে স্বচ্ছলতা আনতে তিনি যে কোনো কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দক্ষতার অভাবে ব্যর্থ হন।

২০২১ সালে তার এক বন্ধু তাকে Habiganj Technical School and College এ SEIP এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। SEIP বিনামূল্যে একটি প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান করে এবং দরিদ্রদের দেয়া হয় অগ্রাধিকার। তাকে আরও জানানো হয়েছিল যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার পরে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়। প্রোগ্রামটি SEIP-DTE দ্বারা স্পনসর করা হয়েছিল। তাকে আরও জানানো হয়েছিল যে বাছাই প্রক্রিয়ায় দরিদ্র প্রার্থীদের বিশেষ অগ্রাধিকার রয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে তিনি আশার আলো দেখেছিলেন। তিনি welding কোর্সে ভর্তি হন। প্রশিক্ষণটি দুটি সেশনে ডিজাইন করা হয়েছিল, তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক সেশনের ওপর আরও জোর দিয়ে। প্রশিক্ষণ অধিবেশন এছাড়াও কাজের ওপর কাউন্সেলিং অন্তর্ভুক্ত। শরীফা সফলতার সাথে কোর্স শেষ করেন।

প্রশিক্ষণ শেষ হবার পর Habiganj Technical School and College এর জব প্লেসমেন্ট অফিসার তাকে প্রাণ আরএফএল গ্রুপে অলিপুর, হবিগঞ্জ সহকারী ওয়েল্ডারের চাকরির প্রস্তাব দেন মাসিক ১০,০০০ টাকা বেতনে। শরীফা প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন এবং ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ তিনি চাকুরিতে যোগদান করেন। তার দক্ষতা দেখে নিয়োগকর্তা তিন মাস পর তার বেতন বাড়িয়ে দেয়। এখন তিনি ওভারটাইমসহ প্রতি মাসে ১২,০০০ টাকা আয় করেন।

সমাজে শরিফার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের মধ্যে তাকে সম্মান করেন। শরিফা এখন আগের সময়ের চেয়ে স্বচ্ছল ও সুখী জীবনযাপন করছে। তিনি মনে করেন SEIP প্রশিক্ষণ দেশের বেকার যুবকদের নিজের পায়ের ওপর উঠে দাঁড়াতে একটি বড় সাহায্য হতে পারে।

Success Story-24

Brief Information of Trainee		
Name	Sharmin Sultana	
Registration Number	0900058974	
Training Course	Social Compliance and HR in Textile	
Training Institute	Matin Spinning Mills PLC	
Training Provider	Bangladesh Textile Mills Association (BTMA)	
Age	26 Years	
Batch & Tranche	Batch-4; Tranche-3	
Monthly Income (Tk.)	26,000	
Educational Qualification	MBA	
Nature of Employment	Wage Employment	

Skill development brought Sharmin's success

Born in 1996 in Joydevpur, Gazipur district, Sharmin Sultana hails from a family where her father passed away a few years ago, leaving her mother as a housewife. Sharmin, the second of three sisters, completed her MBA from Jagannath University. Following her father's demise and the family's lack of sufficient income, Sharmin sought employment to support her family and fund her younger sister's education. However, being unskilled, she faced difficulties in securing a job. After numerous attempts, she eventually found a low-paying job in a factory. Despite working there for a few years, various complications led her to leave. After further efforts, she joined Matin Spinning Mills as an Associate Officer (Operations) with a monthly salary for Tk.10,000.

Sharmin spent a year at Matin Spinning Mills with no salary increase. She noticed that Matin Spinning Mills Training Institute offers the 'Social Compliance and HR in Textiles' training program under SEIP-BTMA project and completing the course presents a lucrative job opportunity. Understanding the value of the training, she enrolled and successfully finished the one-and-a-half-month program, gaining new knowledge. Post-training, she was promoted to an officer with a monthly salary for Tk. 20,000. Recognizing her work's quantity and quality, Matin Spinning Mills swiftly raised her salary to Tk. 26,000. Sharmin is hopeful that her salary will continue to increase in the coming years.

Following the training, Sharmin's luck turned around. Now she sends money to her mother monthly, covering family expenses and supporting her younger sister's education. Her salary has increased with a higher position, and she is in a better situation than ever with her family.

Empowering JOURNEY
the triumphs of SEIP Female Trainees

সাফল্যগাথা-২৫

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য		
নাম	পাপিয়া চাকমা	
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	2200039676	
প্রশিক্ষণ কোর্স	Sewing Machine Operation	
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	Khagrachari Technical Training Centre	
প্রশিক্ষণদাতা	Bureau of Manpower Employment and Training (BMET)	
বয়স	২৭ বছর	
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-১০, ট্রান্স-১	
মাসিক আয় (টাকা)	২৫,০০০	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	এইচএসসি	
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	আত্ম-কর্মসংস্থান	

দারিদ্রের নিষ্ঠুরতা দমাতে পারেনি পাপিয়াকে

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মেয়ে পাপিয়া চাকমা। দরিদ্র পরিবারটিতে আরো চার বোনসহ মোট ৭ সদস্যের বসবাস। একমাত্র উপার্জনক্ষম বাবা ছোট একটি চাকরি করে কোনোরকমে সংসার চালান। দু-বেলা খাবারের চাহিদা মেটালেও মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ জোগানোর সামর্থ্য তার হয়ে ওঠেনি। আর্থিক টানাপড়েনে তাই এইচএসসির পর থেমে যায় পাপিয়ার লেখাপড়া। পরিবারকে দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে টেনে তোলার তাগিদে পাপিয়া হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকেন চাকুরি। কিন্তু চাকুরির দরজায় কড়া নাড়লেও দক্ষতা না থাকায় বারবার তিনি ব্যর্থ হন।

হতাশ হয়ে পড়লেও চেষ্টার বাকি রাখেননি পাপিয়া। চাকরির চিন্তা বাদ দিয়ে স্বপ্ন দেখতে থাকেন উদ্যোক্তা হওয়ার। কিন্তু এর জন্যেও প্রয়োজনীয় কোনো দক্ষতা ছিল না তার। হতাশ হয়ে পড়েন পাপিয়া। সে সময় এক আত্মীয়ের মাধ্যমে SEIP প্রকল্পের আওতাধীন Technical Training Centre ,খাগড়াছড়িতে চলমান Sewing Machine Operation কোর্সের ব্যাপারে জানতে পারেন। বিনামূল্যে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে শুনে কালক্ষেপণ না করে দ্রুত ভর্তি হয়ে যান কোর্সে।

পাপিয়া বিশ্বাস করতেন যে, তিনি এ পেমার মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব ঐতিহ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারবেন পাপিয়া। দুশ্চিন্তার চাদরে ঢেকে যাওয়া পাপিয়ার জীবনে SEIP প্রশিক্ষণ আশীর্বাদ হয়ে আসে। প্রশিক্ষকরা অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদের মতো পাপিয়াকেও আন্তরিকতার সাথে উদ্যোক্তা হওয়ার তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে থাকেন। পাশাপাশি ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং ক্লাসের মাধ্যমে কৌশলগত বিভিন্ন বিষয়ও শেখানো হয়। এভাবে ধীরে ধীরে দক্ষ হয়ে সফলভাবে কোর্স শেষ করেন পাপিয়া।

প্রশিক্ষণ শেষে বসে থাকেননি পার্বত্য অঞ্চলের এই তরুণী। খাগড়াছড়িতে 'সুমন টেইলারিং শপ' নামের একটি দোকানে তিন হাজার টাকা বেতনে কাজ শুরু করেন। এক বছর কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে দাঁড় করাতে থাকেন নিজের ব্যবসা । জেলার পানখাইয়া পাড়ায় একটি ছোট দোকান ভাড়া নিয়ে স্বপ্ন পূরণের দিকে এগিয়ে যান আরেক ধাপ। মেয়েদের বিভিন্ন ধরনের জামা বানিয়ে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করার পাশাপাশি অর্ডার নিয়েও কাজ করতে থাকেন।

পাপিয়ার। বর্তমানে 'রুম ঝুম ফ্যাশন হাউস' নামের একটি দোকান রয়েছে পাপিয়ার। মাস পেরোতেই এখন তার উপার্জন ২৫,০০০ টাকা। পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে ছোট বোনের লেখাপড়ার খরচও বহন করছেন। খাগড়াছড়ির মূল শহরে একটি বড় শো-রুম দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন পাপিয়া। এ সেক্টরে একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়াই তার স্বপ্ন। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কিছু অর্থ রেখে দিচ্ছেন সঞ্চয়ের জন্যেও।

SEIP প্রশিক্ষণ একদিকে যেমন বাড়িয়েছে আত্মবিশ্বাস, আরেকদিকে দেখিয়েছে কৌশলী হওয়ার পথ। আর এজন্য শুরুতে হতাশ হলেও প্রশিক্ষণের পর পাপিয়ার চিন্তাধারায় এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। জীবন পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়ায় পাপিয়া SEIP এর পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানান Technical Training Centre ,খাগড়াছড়ি কেন্দ্রকে।

Empowering JOURNEY
the triumphs of SEIP Female Trainees

Success Story-25

Brief Information of Trainee		
Name	Papiya Chakma	
Registration Number	2200039676	
Training Course	Sewing Machine Operation	
Training Institute	Khagrachari Technical Training Centre	
Training Provider	Bureau of Manpower Employment and Training (BMET)	
Age	27 Years	
Batch & Tranche	Batch-10; Tranche-1	
Monthly Income (Tk.)	25,000	
Educational Qualification	HSC	
Nature of Employment	Self-employment	

Scourage of poverty could not stop Papiya

Papia Chakma, a young woman from the minority ethnic group in Panchari upazila of Khagrachari, faced numerous challenges in her impoverished family of seven, led by her father as the sole breadwinner. Despite struggling to provide two meals a day, he couldn't afford to support the education of his four daughters, forcing Papia to halt her studies after completing HSC due to financial constraints.

Determined to break free from poverty, Papia fervently sought employment opportunities. However, her lack of skills proved to be a hindrance, resulting in repeated failures. Undeterred by setbacks, Papia shifted her focus from traditional employment and began nurturing the dream of becoming an entrepreneur. Unfortunately, she lacked the necessary skills for this endeavor as well.

Fortune smiled upon Papia when a relative informed her about a Sewing Machine Operation course offered at the Technical Training Center in Khagrachari under the SEIP project. The prospect of free training prompted her immediate enrollment. Papia envisioned that mastering this skill would not only empower her economically but also contribute to preserving her ethnic minority's traditions.

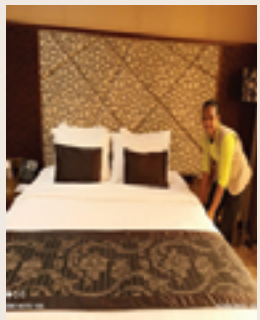
The SEIP training proved to be a transformative blessing in Papia's life. Dedicated trainers imparted both theoretical knowledge and practical entrepreneurship skills, complemented by valuable insights from career counseling classes. With determination and proficiency gained through the course, Papia successfully completed her training.

Undeterred by past disappointments, Papia secured employment at 'Sumon Tailoring Shop' in Khagrachari, earning a monthly salary of 3000 taka. After a year of experience, she took a significant step towards realizing her dream by establishing her own business, 'Room Jhum Fashion House,' in Pankhaiya Para. Specializing in crafting various garments for girls, she not only caters to local market demands but also handles custom orders. Papia's income has soared to Tk. 25,000 within a month of starting her business, enabling her to financially support her younger sister's education and contribute to the family's needs. With aspirations to establish a prominent showroom in Khagrachari's main town, Papia envisions becoming a successful entrepreneur in the fashion sector. Mindful of the future, she is setting aside savings from her earnings.

Reflecting on her journey, Papia acknowledges that SEIP training not only boosted her confidence but also provided strategic insights that transformed her thinking positively. Grateful to SEIP and the Technical Training Centre in Khagrachari, Papia credits them with providing the opportunity to change her life.

সাফল্যগাথা-২৬

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	বৈশাখী মুন্ডা
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	3100002381
প্রশিক্ষণ কোর্স	House Keeping
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	Tony Khan Hotel Management Institute
প্রশিক্ষণদাতা	Tourism and Hospitality Industry Skills Council (T&H ISC)
বয়স	২২ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-৪, ট্রান্স-২
মাসিক আয় (টাকা)	২৬,০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	এইচএসসি
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	চাকুরি



বৈশাখীর পরিবার এখন অভাবমুক্ত

বৈশাখী মুন্ডা মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার মের্টিঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। পিতা-মাতার চার সন্তানের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তার বাবা লোককিরাম মুন্ডা একজন দরিদ্র কৃষক এবং তার আবাদি জমির পরিমাণ একেবারেই নগণ্য । জমির স্বল্প আয় দিয়ে চার সন্তানের ভরণ-পোষণ ও লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহ করার সামর্থ্য ছিল না তার। বৈশাখী মুন্ডা কোনো রকমে পড়াশোনা অব্যাহত রেখে এইচএসসি পাস করেন। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে আর পড়াশোনা অব্যাহত রাখা তার পক্ষে সম্ভব হলো না। কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং পরিবারের জন্য কিছু করতে হবে এই বোধ তাকে সাহসী করেছে।

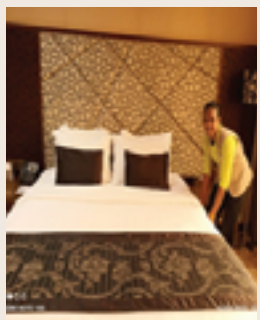
তার প্রতিবেশী তাকে জানান যে, Tony Khan Hotel Management Institute, সিলেট Tourism and Hospitality Industry Skills Council (T&H ISC) এর সহায়তায় এবং SEIP-এর সহায়তায় `House Keeping `-এর উপর একটি প্রশিক্ষণ কোর্স অফার করেছে। ট্রেনিং ইনস্টিটিউটটি সিলেটের সুবিদবাজারে অবস্থিত। বৈশাখী আশার আলো নিয়ে বিস্তারিত জানতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করেন। প্রোগ্রামটি শুধুমাত্র সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই নয়, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ভাতার ব্যবস্থাও ছিল এবং সেই সাথে SEIP প্রকল্পে আছে প্রশিক্ষণের পরে কর্মসংস্থানের সুযোগ। বৈশাখী নভেম্বর ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সময়ে চলমান কোর্সে তিনি ভর্তি হন এবং সফলতার সাথে কোর্স শেষ করেন।

বৈশাখীকে দুই মাসের জন্য গাজীপুরের সারাহ রিসোর্টে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্টের জন্য পাঠানো হয়। সংযুক্তির মেয়াদ শেষে তাকে সারাহ রিসোর্ট,গাজীপুরে রুম অ্যাটেনডেন্ট পদে ৮,০০০ টাকা বেতনে ও ওভারটাইম করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। তিনি চাকুরিটা ভালোভাবে করেছিলেন। একই সাথে মৌলভীবাজার এলাকায় আরও ভালো চাকরির সুযোগ খুঁজতেছিলেন। পরিশেষে তিনি চাকরি পরিবর্তন করে দ্য প্যালেস লাক্সারি রিসোর্ট (পুটিজুরী,বাহুবল,হবিগঞ্জ)-এ যোগ দেন। এখন প্রতি মাসে তিনি প্রায় ৩০,০০০ টাকা আয় করছেন। Resort-এ চাকরি নিয়ে প্রথম প্রথম সমাজ থেকে বাধা আসলেও বৈশাখী তা অতিক্রম করতে পেরেছেন।

বৈশাখীর দিন বদলেছে। তিনি সংসারের হাল ধরেছেন শক্তভাবে। বাবাকে সংসারের খরচ বাবদ প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা প্রদান করেন। তিনি গ্রামে বাবার সাথে থাকা দুই ছোট ভাইয়ের শিক্ষার পুরো খরচ বহন করছেন। তাদের পরিবারের সদস্যরা সবাই সুখী ও শান্তিময় জীবন উপভোগ করছেন।

বৈশাখী মুন্ডা মনে রেখেছে যে, সে তার আগের দিনগুলিতে কী সংকটের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি তার বর্তমান জীবন-যাপনে সন্তুষ্ট। কিন্তু সেই সাথে বৈশাখী জানে তাকে আরো পাড়ি দিতে হবে অনেক পথ।

Success Story-26

Brief Information of Trainee		
Name	Baishakhi Munda	
Registration Number	3100002381	
Training Course	Housekeeping	
Training Institute	Tony Khan Hotel Management Institute, Subidbazar, Sylhet	
Training Provider	T&H ISC	
Age	22 Years	
Batch & Tranche	Batch-4; Tranche-2	
Monthly Income (Tk.)	26,000	
Educational Qualification	HSC	
Nature of Employment	Wage Employment	

Baishakhi is now self sustaining

Baishakhi Munda resides in Mertinga village, Kamalganj upazila, Moulvibazar district. She is the second of four siblings in her family. Her father, Lokkhiram Munda, is a struggling farmer with limited cultivable land. Her meager income from the land couldn't sustain the family or provide education for the four children. Despite financial challenges, Baishakhi Munda persevered and completed her HSC. Due to the economic constraints, she couldn't pursue further education. Nevertheless, she remained determined to support her family and be self-reliant.

Upon learning from her neighbor, Baishakhi discovered that Tony Khan Hotel Management Institute in Subidbazar, Sylhet, was providing a housekeeping training course in collaboration with SEIP- Tourism and Hospitality Industry Skills Council. To explore further, Baishakhi visited the training institute. In addition to providing free training, she learned that the institute also offered training allowances and potential job opportunities for the trainees after completing the course. She enrolled in the course, conducted from November 1, 2018, to February 28, 2019, and successfully completed it.

During her training, Baishakhi underwent a two-month industrial attachment at Sarah Resort in Gazipur. Following the attachment, she was offered a position as a Room Attendant at Sarah Resort with a monthly salary of BDT 8,000, overtime opportunities, and complimentary food and accommodation. She performed the job well. Simultaneously, she was seeking better job opportunities in the Maulvibazar area. Eventually, she switched jobs and joined The Palace Luxury Resort in Putijuri, Bahubal, Habiganj. Now, she is earning approximately for Tk. 30,000 every month. Despite facing initial societal barriers, she has successfully overcome obstacles and secured a job at a resort.

Currently, Baishakhi has taken firm control of her life. She contributes for Tk. 10,000 monthly to her father for family expenses and covers the complete educational costs for her two younger brothers. She lives in the village, enjoying a peaceful and happy life with other family members.

সাফল্যগাথা-২৭

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	শাকিলা আক্তার
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	1900000327
প্রশিক্ষণ কোর্স	Welding and Fabrication
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC), খুলনা
প্রশিক্ষণদাতা	BITAC
বয়স	৩২ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-১; ট্রাঞ্চ-১
মাসিক আয় (টাকা)	১৮,০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	বিএসসি (ম্যাকানিক্যাল)
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	চাকুরি



কোন বাধা শাকিলাকে দমাতে পারেনি

মিসেস শাকিলা আক্তার ১৯৯১ সালে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে কুয়েটের কর্মচারী ছিলেন। বাবার চাকরির সুবাদে তার পরিবার গোপালগঞ্জ থেকে খুলনায় এসে বসতি স্থাপন করে। মা একজন গৃহিণী। বাবা-মায়ের তিন কন্যার মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ এবং তিনি বাবা-মায়ের সাথে বসবাস করেন। পরিবারের স্বচ্ছলতা না থাকার কারণে তিনি টিউশনি করে তার পড়ালেখা চালিয়েছেন। ভোকেশনাল স্কুল থেকে এসএসসি, খুলনা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে মেকানিক্যালে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এবং তারপর ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যালে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করেন।

শাকিলা ২০১৫ সালে BITAC, খুলনা থেকে তিনি Welding and Fabrication এর উপর সফলভাবে কোর্স সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি ২০১৬ সালে তিনি খুলনার বয়রার সুশীলন এনজিওতে প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তখন তার বেতন ছিল ৮ হাজার টাকা । ২০১৯ সালে সালে তিনি ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশের ভুবনেশ্বরে CNC মেশিন কোর্সের জন্য IDEAB-এর বৃত্তি পান। দুই মাস মেয়াদি কোর্স শেষ করার পর তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং IDEAB কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খুলনার খালিশপুরে একটি সিএনসি মেশিন শপ ইনচার্জ হিসেবে যোগদান করেন। ২০২০ সালে তিনি BITAC-এর জুনিয়র টেকনিশিয়ান পদে যোগদান করেন। শিক্ষানবিশ হিসাবে তার বেতন ছিল ৯,০০০ টাকা। বর্তমানে তার বেতন ১৮,০০০ টাকা।

মায়ের অনুপ্রেরণা ও নিজের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে শাকিলা সফল হয়েছেন। SEIP কোর্সের সাথে বিভিন্ন কোর্স সম্পন্ন করার পরে তিনি ভালো চাকুরি পেয়েছেন। আজ তার পরিবার আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক সম্মান পাচ্ছেন। তিনি ভবিষ্যতে উচ্চপদে চাকরি করতে চান।

শাকিলার সফলতা অন্যদের জন্য উদাহরণ। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আত্মবিশ্বাসের স্তর, যোগাযোগ দক্ষতা, উপস্থাপনা দক্ষতা, বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা, অফিশিয়াল পদ্ধতি এবং ভাষা বিকাশে সহায়তা করেছে। তাঁর কর্মক্ষমতা তার জীবনে উচ্চতর ব্যবস্থাপনার দ্বারাও স্বীকৃত। তিনি বিনা খরচে শুধু নয়, ভাতা এবং একটি চাকরির ব্যবস্থা করার জন্য SEIP কর্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ জানান।

Success Story-27

Brief Information of Trainee		
Name	Mrs. Shakila Akter	
Registration Number	1900000327	
Training Course	Welding and Fabrication	
Training Institute	Bangladesh Industrial Technical Assistance Centre (BITAC), Khulna	
Training Provider	BITAC	
Age	32 Years	
Batch & Tranche	Batch-1; Tranche-1	
Monthly Income (Tk.)	18,000	
Educational Qualification	B.Sc (Mechanical Engineering)	
Nature of Employment	Wage Employment	

Shakila's indomitable spirit

Mrs. Shakila Akter was born in a poor family at Kassiani Upazila of Gopalganj district in 1991. Her father, who was a heroic freedom fighter, was employed as a security guard at Khulna University of Engineering Technology (KUET). Her mother is a housewife. Mrs. Shakila Akter is the youngest among the three daughters of her parents. As her father was employed at KUET, her family shifted to Khulna from Gopalganj and permanently settled in Khulna. Due to financial insolvency in her family, she had to continue her studies through tuitions. She completed her SSC (Vocational) from a local school and then obtained her diploma in Mechanical Engineering from Khulna Polytechnical Institute. She also obtained her B.Sc. degree in Mechanical Engineering from a private university in Dhaka.

Shakila successfully completed a course on Welding and Fabrication under SEIP (Tranche-1) from Bangladesh Industrial Technical Assistance Centre (BITAC), Khulna Centre in 2015. Thereafter she joined as a chief trainer in an NGO named Sushilan in Boyra, Khulna. At that time her salary was for Tk. 8,000. In 2019, Shakila received a scholarship from IDEAB for CNC machine course in Bhubaneswar, Orissa, India. She attended a two-month training course and completed successfully. After the completion of foreign training at India, she returned to Khulan, Bangladesh and joined as an in-charge at a CNC machine shop established by IDEAB at Khalishpur, Khulna. In 2020, Shakila joined as a Junior Technician at BITAC. Her salary was for Tk. 9,000 only for one year during her apprentice period at BITAC. Now her salary is for Tk.18,000.

Shakila became successful in her career by dint of her hard labor and mostly for the inspiration from her mother. Having government job at BITAC with satisfactory salary, her fortunes have turned around. Her family is financially well off now and socially respected. Shakila is very ambitious of improving her career.

The success story of Shakila is an example for others. Various types of technical trainings she received helped her develop her confidence level, presentation and communication skills, analytical ability through which her performance is recognized everywhere, even by higher management. She expressed her sincere gratitude to SEIP authorities as well as other institutions for providing her with technical training facilities which are totally free of cost as well as with allowances facilities. She is also thankful to the SEIP and BITAC authorities for helping her in arranging gainful job at BITAC.

সাফল্যগাথা-২৮

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	মোসাঃ তানিয়া খাতুন
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	3400016145
প্রশিক্ষণ কোর্স	Motor Driving with Basic Maintenance
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	BRTC Central Training Institute, Gazipur
প্রশিক্ষণদাতা	Bangladesh Road Transport Corporation(BRTC)
বয়স	৩২ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-৭, ট্রাঞ্চ-২
মাসিক আয় (টাকা)	১৬,০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	বিএ
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	চাকুরি



সামাজিক প্রতিবন্ধকতার দেয়াল ভেঙ্গে তানিয়া এখন ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর

সিরাজগঞ্জের দরিদ্র পরিবারে ১৯৯৬ সালে মোসাঃ তানিয়া খাতুন এর জন্ম। গ্রামেই তিনি বেড়ে ওঠেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত। ২০২০ সালে তার স্বামী আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার কোলে ৪ মাস বয়সী এবং ৪ বছর বয়সী দু'টি সন্তান। স্বামী তেমন কোনো সম্পদ তাদের জন্য রেখে যাননি। স্বামী মারা যাওয়ার পর কর্মসংস্থানের জন্য তাকে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়। কোনো চাকুরি না পেয়ে হতাশায় নিমজ্জিত ছিলেন তানিয়া। ছোট বাচ্চাদের ভরণ-পোষণের জন্য তিনি দুঃচিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর পরিবার থেকে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য সৃষ্টি করা হয় চাপ।

পরিবার থেকে সমাজের মানুষের কাছ থেকে তিনি বিভিন্ন লাঞ্চনার শিকার হন। একদিকে দারিদ্র অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি তাকে অনেক ভাবিয়ে তোলো। একক নারীর পথ চলা হয়ে পড়ে কঠিন। এ সময়ে তার এক আত্মীয় SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে গাজীপুরে Motor Driving with Basic Maintenance কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করার খবর দেন। কিন্তু তার পরিবারের লোকজন মেয়েদের Motor Driving কোর্সে ভর্তি হওয়া কিংবা ড্রাইভার হবার বিষয়টি মোটেও ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। কিন্তু এসব বাধায় পিছু হটেননি তানিয়া। অবশেষে সকল সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে পেলে তিনি ভয়কে সাহসে পরিণত করেন এবং বিআরটিসি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এ ২০২০ সালে ৭ম ব্যাচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি ড্রাইভার হিসেবে কাজ করেন।

SEIP প্রকল্পের Motor Driving with Basic Maintenance কোর্স করে তিনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হন। উক্ত কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ (১৬,০০০ টাকা) দিয়ে ছোট ছোট দু'টি সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন। একজন বিধবা নারীর মোটর পেশাগত ড্রাইভার হিসেবে কাজ করার বিষয়টি পরিবার এবং সমাজ ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। তার পরিবার থেকেও ড্রাইভার হিসেবে কাজ না করার জন্য চাপ দেয়া হয়। ড্রাইভার হিসাবে পথে চলতেও পথে পড়তে হয় নানা অসুবিধার সম্মুখীন। তারপরেও সব প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য তিনি ড্রাইভার হিসেবে অদম্য ইচ্ছা এবং আগ্রহ নিয়ে কাজ করেন। গাড়ী বের করার পর অন্যান্য ড্রাইভাররা বিরক্ত করে, হাসে এবং মেয়েরা কেন ড্রাইভার হবে এ ধরনের ব্যাঙ্গ করে।

পেশাগত ড্রাইভার হিসেবে কাজ করলেও তার বড় হওয়ার স্বপ্ন থেমে থাকেনি। এ স্বপ্ন পূরণে আবারও সুযোগ তৈরি হয়। বিআরটিসি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এ প্রশিক্ষক (কারিগরি) পদে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়ে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে প্রশিক্ষক (কারিগরি) পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। SEIP প্রকল্প আবারও তার স্বপ্ন পূরণে হাত বাড়িয়ে দেয়। বর্তমানে তিনি SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত বিআরটিসি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এ Motor Driving with Basic Maintenance কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। তার সন্তানরা লেখাপড়া করছে। SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত এ প্রশিক্ষণ তাকে শুধু কর্মসংস্থান নিশ্চিত করেনি, দিয়েছে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার সাহস ও স্বপ্ন।

Success Story-28

Brief Information of Trainee		
Name	Mst. Tania Khatun	
Registration Number	3400016145	
Training Course	Motor Driving with Basic Maintenance	
Training Institute	BRTC Central Training Institute, Gazipur	
Training Provider	Bangladesh Road Transport Corporation (BRTC)	
Age	32 Years	
Batch & Tranche	Batch- 7; Tranche-2	
Monthly Income (Tk.)	16,000	
Educational Qualification	BA	
Nature of Employment	Wage Employment	

Tania's transforamative role as a driving instructor

Tania Khatun was born in 1996 into a humble family in Sirajganj. Raised in a village, she faced numerous challenges throughout her life. In her personal life, she experienced the tragic loss of her husband in 2020, leaving her with two young children, aged 4 months and 4 years. Bereft of any financial support from her late husband, Tania found herself in the daunting position of having to seek employment by knocking on doors in her community.

However, her quest for a job proved futile, plunging Tania into a state of depression. The responsibility of supporting her young children weighed heavily on her, exacerbated by societal pressures and familial expectations, including demands for a second marriage. Enduring insults and disparagement from both family and society, Tania faced a dichotomy between poverty and societal norms, making her journey as a single woman immensely challenging.

However, herhardships, a relative informed Tania about an opportunity for training in Motor Driving with Basic Maintenance, sponsored by the Skills for Employment Investment Program (SEIP) project in Gazipur. Despite strong opposition from her family, who deemed it unconventional for a woman to enroll in such a course or pursue a career as a driver, Tania remained resolute.

However, hersocietal barriers and defying familial expectations, Tania embarked on the Motor Driving with Basic Maintenance course at BRTC Central Training Institute in Gazipur, joining the 7th batch in 2020. Following the completion of her training, she found employment as a professional driver, providing her with the financial stability (Tk. 16,000 monthly) to support her two young children.

However, herwever, societal prejudices persisted, with Tania facing ridicule and mockery from fellow drivers who questioned why a woman should be a driver. Undeterred by the challenges, she continued to pursue her passion for self-employment as a driver, displaying indomitable courage and determination.

However, herand professional growth did not wane. In a fortuitous turn of events, she seized an opportunity to become an Instructor (Technical) at BRTC Central Training Institute, Gazipur, in March 2023, having successfully cleared the competitive examination for the position. Once again, the SEIP project played a pivotal role in supporting her aspirations.

However, herDriving with Basic Maintenance course at BRTC Central Training Institute in Gazipur, thanks to the funding from the SEIP project. Her children are receiving an education, marking a significant positive change in their lives. The SEIP-funded training not only secured Tania employment but also empowered her to overcome societal barriers, fostering courage and nurturing dreams for a brighter future.

Empowering JOURNEY
the triumphs of SEIP Female Trainees

সাফল্যগাথা-২৯

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	রুম্পা নিকোলা
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	3100005542
প্রশিক্ষণ কোর্স	Food & Beverage Service
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	Regency Hospitality Training Institute
প্রশিক্ষণদাতা	T and H ISC
বয়স	২৪ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-১ ; ট্রাঞ্চ-৩
মাসিক আয় (টাকা)	২০,০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	এইচএসসি
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	চাকুরি



একজন স্বাধীন ও সফল নারী রুম্পা

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার দরিদ্র এক কৃষক পরিবারে রুম্পা নিকোলার জন্ম। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি চতুর্থ। সাত জনের বিশাল এই পরিবারটিতে অভাবের নিত্য আনাগোনা থাকলেও পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনো ছাড় ছিল না। টানাটানির সংসারেও রুম্পা তাই ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত লেখাপড়া চালিয়ে যান। তবে অনার্স পড়াকালীন তার জীবনে নতুন এক বাস্তবতা হাজির হয়। সেই বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে রুম্পা বাধ্য হন লেখাপড়া ছেড়ে চাকরিতে মনোনিবেশ করতে। গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট করতে না পারার আক্ষেপ আজও তাকে কষ্ট দেয়।

রুম্পার প্রথম চাকুরি অনলাইন-ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠানে। তাতে না ছিল তেমন বেতন, না ছিল সুযোগ-সুবিধা। অথচ এই কাজের জন্য সবাই ছেড়ে তাকে ঢাকায় পাড়ি জমাতে হয়েছিল। রাজধানীতে এসে অর্থভাগ্য না ফিরলেও খোঁজ পান স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)এর। আর ঠিক সেখান থেকেই রুম্পার দিন বদলের শুরু। এক বান্ধবীর পরামর্শে রুম্পা SEIP এর অধীনে ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস কোর্সটিতে নিজের নাম লেখান। তার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল রিজেন্সি হসপিটালিটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। SEIP এর আর্থিক সহযোগিতায় সম্পূর্ণ বিনা খরচে এ প্রশিক্ষণ নেবার সুযোগ পান রুম্পা। তিনি এ কোর্স থেকে বিভিন্ন ফুড, বেভারেজ ও এগুলোর ধরণ সম্পর্কেও জ্ঞানার্জন করেছেন। তিনি প্রশিক্ষণ থেকে ট্রেনিং থেকেই আমি বড় বড় হোটেল এবং তাদের সার্ভিস সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি প্রশিক্ষণ শেষে বিখ্যাত কফি শপ গ্লোরিয়া জিন'স-এ ইন্টার্নশিপ শুরু করেন।

গ্লোরিয়া জিন'স-এর অধ্যায় অবশ্য এখন অতীত। বর্তমানে রুম্পা হোটেল ডোরিনে (ক্রাউন প্লাজা) বারিস্তা হিসেবে কাজ করছেন। হরেক রকম কফি হরেকভাবে তৈরিতে মুক্তাগাছার রুম্পা এখন সিদ্ধহস্ত। এখন তার মাসিক আয় ২০,০০০ টাকা ছাড়িয়েছে। কিন্তু তার গ্রামের মানুষ ও পরিবারের সদস্যরা এ পেশাকে সহজভাবে নেয়নি। তবে যে যাই ভাবুক না কেন রুম্পা নিকোলার বর্তমান পরিচয় তিনি একজন স্বাধীন-স্বাবলম্বী নারী। যে মানুষগুলো তাকে প্রতি পদে পদে ছোট করেছে, তাকে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আটকে রাখতে চেয়েছে, তাকে কটাক্ষ করে গেছে, তাদের প্রত্যেকের উপেক্ষা করে তিনি স্ব-মহিমায় এগিয়ে চলেছেন। একজন দক্ষ বারিস্তা যেভাবে নিপুণ হাতে এক কাপ সাধারণ কফিকে অনন্য সাধারণ উপায়ে সাজিয়ে তোলেন, রুম্পা ঠিক সেভাবেই দারিদ্র্যে জর্জরিত নিজের সাধারণ জীবনটাকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছেন। তিনি এখন হাজারো নারীর প্রেরণা।

Success Story-29

Brief Information of Trainee		
Name	Rumpa Nicola	
Registration Number	3100005542	
Training Course	Food & Beverage Service	
Training Institute	Regency Hospitality Training Institute	
Training Provider	Tourism & Hospitality ISC Project (T&H ISC)	
Age	24 Years	
Batch & Tranche	Batch-1; Tranche-3	
Monthly Income (Tk.)	20,000	
Educational Qualification	HSC	
Nature of Employment	Wage Employment	

An indepedent and successful woman Rumpa

Rumpa Nicola was born into a humble farming family in Muktagachha Upazila of Mymensingh, being the fourth among five siblings. Despite the constant struggles with poverty in their family of seven, education was a non-negotiable aspect. Rumpa persevered through her studies up to Intermediate, navigating a challenging world.

However, a new reality confronted her during her pursuit of an honors degree, compelling Rumpa to leave her academic journey and prioritize employment. The lingering regret of not completing her graduation continues to weigh on her even today.

Embarking on her career, Rumpa's first job was with an online-based company in Dhaka, where there were no salaries or benefits. Determined to make a change, she discovered the tklife. Acting on a friend's advice, she enrolled in the Food and Beverage Service course under SEIP at the Regency Hospitality Training Institute. The financial support from SEIP enabled Rumpa to undergo the training for free, where she gained knowledge about various foods, beverages, and hotel services.

Following the completion of her training, Rumpa secured an internship at the renowned Gloria Jean's coffee shop. While Gloria Jean's is now a chapter in the past, Rumpa currently serves as a barista at Hotel Doreen (Crowne Plaza). Hailing from Muktagacha, Rumpa has become adept at preparing diverse coffee varieties, and her monthly income has now surpassed for Tk. 20,000.

Despite achieving success in her chosen profession, Rumpa faces skepticism and disapproval from her village and family members. Undeterred, she embraces her identity as an independent woman, rising above the judgments and constraints imposed by others. Just as a skilled barista can transform an ordinary cup of coffee into something unique, Rumpa has turned her ordinary, poverty-stricken life into something extraordinary. She stands as an inspiration to thousands of women, disregarding those who sought to diminish her at every turn. She is now the source of inspiration of thousands of women.

সাফল্যগাথা-৩০

প্রশিক্ষণার্থীর সংক্ষিপ্ত তথ্য	
নাম	মলিজা আক্তার
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	0700063438
প্রশিক্ষণ কোর্স	Operator Training for Woven Sewing Machine
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	Ayat Skill Development Center
প্রশিক্ষণদাতা	Bangladesh Garment Manufacturers & Exporters Associaton(BGMEA)
বয়স	২২ বছর
ব্যাচ ও ট্রাঞ্চ	ব্যাচ-২, ট্রাঞ্চ-২
মাসিক আয় (টাকা)	১৯,০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	এইচএসসি
কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	চাকুরি



স্বপ্নের সোপানে মলিজা

খুব স্বল্প আয়ের একজন ড্রাইভারের মেয়ে মলিজা আক্তার । দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয়া মলিজার ভাগ্য ছিল প্রতিকূল। অল্প বয়সেই বিয়ের পর তিনি শ্বশুরের পরিবারের সাথে থাকতে শুরু করেন। তার স্বামী রাস্তার পাশে জুতা বিক্রি করতেন। মলিজার দরিদ্র পরিবারে আসে সন্তান। কিন্তু স্বামীর আয় দিয়ে সংসার চালানো তাদের জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য তিনি সাউদার্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে মাসিক ৬,০০০ টাকা বেতনে হেলপারের চাকরি নেন। এক বছর সেখানে কাজ করার তিনি বুঝতে পারেন যে, হেলপার থেকে অপারেটর হওয়া কঠিন। এক প্রতিবেশির পরামর্শ অনুযায়ী তিনি BGMEA-SEIP প্রোগ্রামের অধীনে 'আয়েত দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' এর 'সেলাই মেশিন অপারেশন (বোনা)'-তে ভর্তি হন। সফলভাবে কোর্সটি সম্পন্ন করেন।

কোর্সটি শেষ করার পর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তাকে সুফিয়া নিট টেক্স লিমিটেড, আশুলিয়া, ঢাকায় একজন অপারেটর হিসাবে প্রতি মাসে ১৩ হাজার টাকা বেতনে ও ওভারটাইমসহ চাকরির ব্যবস্থা করে। মলিজা চাকুরিটা ভালোভাবেই করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মলিজা এতদিনে বুঝে গেছে দু'জনের চাকুরি ছাড়া সংসার চালানো অসম্ভব। তিনি আয়াত স্কিল ট্রেনিং সেন্টার কর্তৃপক্ষকে চাকরির জন্য অনুরোধ করেন। ২০২১ সালে আয়াত দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তাদের নিজস্ব প্রকল্পের জন্য একজন প্রশিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। মলিজা চাকুরির জন্য নির্বাচিত হন। সেই থেকে Ayat Skill Development Center-এ প্রশিক্ষক হিসাবে মলিজা চাকুরি করছেন। বর্তমানে তার মাসিক বেতন ১৯,০০০ টাকা। মলিজার জন্য পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। শুধু তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়নি, তার সামাজিক অবস্থাও যথেষ্ট বেড়েছে।

মলিজা বলেন, "একজন হেলপার হিসেবে গার্মেন্টসে আমি যখন কাজ নেই আমার আশেপাশের মানুষের কাছ থেকে খুব একটা সম্মান পাইনি। কিন্তু এখন আমি পরিবার ও অন্যদের কাছ থেকে সম্মান পাই। এটি SEIP প্রশিক্ষণের ফলাফল।" SEIP মলিজা আক্তারকে স্বপ্নের সোপান তৈরি করে দিয়েছে। মলিজারা সে পথ দিয়ে হাটবে বহুদূর। অভিনন্দন মলিজাকে।

Success Story-30

Brief Information of Trainee		
Name	Malija Akter	
Registration Number	0700063438	
Training Course	Operator Training for Woven Sewing Machine	
Training Institute	Ayat Skill Development Center	
Training Provider	Bangladesh Garment Manufacturers & Exporters Associaton (BGMEA)	
Age	22 Years	
Batch & Tranche	Batch-2; Tranche-2	
Monthly Income (Tk.)	19,000	
Educational Qualification	HSC	
Nature of Employment	Wage Employment	

Malija ascends towards her dream

Malija Akter is a daughter of a driver who earn a very small income to run the family. As a member of the poor and destitute family she faced lot of challenges and hurdles. Upon her marriage in tender age, she lived in-laws family. Her husband was a street vendor selling shoes and earn a very little income. Malija became mother in her early age and unable to run the family with a little income of her husband. In order to support family income she took a job in Southern Garments Factory with a monthly salary of tk.6,000 as Helper. In shortly she realized that it is very difficult to become Operator having no skills. On advice of a neighbour, she enrolled in Sewing Machine Operator training course at Iyat Skills Development Center under the program of SEIP-BGMEA. She successfully completed her training course.

The training center arranged a job for her in a factory of Sufia Knit Tex Limited at Ashulia, Dhaka as an Operator with monthly salary and benefits of tk 13,000. She was doing well in her job but suddenly the factory was closed. She realized that it is very difficult to run the familiy with a income of single person. She requested her training center for arranging a job, as she was jobless. Luckily, she learnt that Iyat Skills Development Center was looking for a Trainer for one of their project. She applied for the same and got the job as Trainer. She is now doing the job with salary for Tk. 19,000 per month. She has been able to change her fate due to acquiring job skills. Now Malija is not only able to change her financial status but also changed the social status.

Malija said, as a Helper in a Garments factory I did not get respect from the neighbours and relatives. But now my family and friends respect me due to the results of skills training and decent job. It was only possible due the training of SEIP. She proudly said that SEIP built the Terrace of her dream. Many of them like Malija will travel long journey through the terrace. Many congratulations to Malija!

SEIP
Skills for Employment Investment Program

ADB

BKMEA
"Working Today to Shine Tomorrow"

BGMEA

ISC TOURISM & HOSPITALITY
Industry Skills Council for Tourism & Hospitality Sector

BASIS
Bangladesh Association of Software & Information Services

REHAB

BACCO

Association of Export Oriented Shipbuilding Industries of Bangladesh

SEIP
Skills for Employment Investment Program

Probashi Kallyan Bhaban (15th Floor), 71-72, Old Elephant Road
Eskaton Garden, Dhaka-1000, Bangladesh

Phone : +880 2 5513 8753~5 | Fax : +880 2 5513 8752
E-mail : info@seip-fd.gov.bd | Web : www.seip-fd.gov.bd